গুপ্তে রাজা কহিলেন মুনি গুণধামে।
আমার বাসনা হয় কন্যা দেই রামে॥
রূপ দেখি কন্যা দান করিলে বিশেষে।
উভয়ত কলঙ্ক রহিবে সর্ব্ব দেশে॥
বলিবেক জনক বরের রূপ দেখি।
প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘিয়া দান করিল জানকী॥
সূর্য্যবংশে জন্ম দশরথের নন্দন।
বিবাহ করেন রাম না সাধিয়া পণ॥
নিদারুণ পণে আমি না দেখি উপায়।
কহ মুনি কি কর্ম্ম করিব এইদায়॥
সীতা দেবী শুনিয়া আইল সঙ্গোপনে।
দেখিয়া রামের রূপ চিন্তা বড় মনে॥
বিচার করিয়া দেবী মানিলা বিস্ময়।
কুলিশ সমান এই ধনুক দুর্জ্জয়॥
মধুর কোমল মূর্ত্তি শ্রীরঘুনন্দন।
হায় বিধি কৈল পিতা নিদারুণ পণ॥
অন্য অন্য পরস্পরে কথোপকথন।
এইমত হরিষ বিষাদ সর্ব্বজন॥
বিশ্বামিত্র মুখে রাম হয়ে অবগত।
হইলেন ভাঙ্গিবারে ধনুক উদ্যত॥
দৃঢ় করি কাঁকালি বান্ধিল অগ্রসরি।
ধনুক তুলেন রাম বামহস্তে করি॥
হেনকালে যোড় করে ঠাকুর লক্ষ্মণ।
সমাদরে বন্দিল যতেক দেবগণ॥
বাসুকিরে বলিলা ক্ষণেক হও স্থির।
যাবৎ ধনুকে গুণ দেন রঘুবীর॥
শুনহ সকল নাগ অষ্ট কুলাচলে।
সাবধানে ধর যেন পৃথ্বী নাহি টলে॥
লক্ষ্মণ বলিল রামে যোড় করি হাত।
শীঘ্রগতি ধনুক ভাঙ্গহ রঘুনাথ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে করিয়া প্রণাম।
দেবগণে বন্দিলেন আপনি শ্রীরাম॥
মুনি পদে প্রণমিয়া দেব হৃষীকেশে।
নোয়াইয়া ধনুর্গুণ দেন অনায়াসে॥
পুনর্ব্বার টঙ্কারিয়া দিতে মাত্র টান।
মধ্যখান ভাঙ্গিয়া হইল দুইখান॥
শত বজ্রাঘাত জিনি মহাশব্দ হৈল।
আছুক অন্যের কার্য্য বাসুকি টলিল॥
সেই শব্দ শুনিয়া লঙ্কার দশানন।
বলিল আমারে এই করিবে নিধন॥
এইমত ধনুক ভাঙ্গেন রঘুবীর।
মিথিলা নগরে হৈল আনন্দ মন্দির॥

যুধিষ্ঠির বলিলেন এ বড় বিস্ময়।
পূর্ণ অবতার রাম বিষ্ণু মহাশয়॥
আপনায় প্রণাম করিল কি কারণ।
কৃপা করি কর মুনি সন্দেহ ভঞ্জন॥
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
সত্যযুগে হৈল এক অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হিরণ্যকশিপু দৈত্য বাধ নারায়ণ।
নৃসিংহ বিরাটমূর্ত্তি হইল যখন।
তাঁহার চিৎকার শব্দ শুনিয়া নির্ঘাত।
ব্রাহ্মণী গর্ব্ভিণী ছিল হৈল গর্ব্ভপাত॥
শাপ দিল মুনিপত্নী পায়ে দুঃখভার।
যেই জন করিল এতেক অহঙ্কার॥
আপনারে না জানে সে অন্য অবতারে।
বল বুদ্ধি বিক্রম সে সকল পাসরে॥
ব্রাহ্মণের শাপ যে অন্যথা নহে কভু।
ব্রহ্ম পদাঘাত বক্ষে ধরিলেন প্রভু॥
আপনারে বিস্মৃত হইলা এ কারণে।
ব্রহ্মার বিধানে পূর্ব্বে রাবণ নিধনে।
একারণে হৈল প্রভু মনুষ্য শরীর।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই রাজা যুধিষ্ঠির॥
দুর্জ্জয় ধনুক যদি ভাঙ্গিলেন রাম।
জনক রাজার হৈল পূর্ণ মনস্কাম॥
সীতা সম্প্রদান হেতু বিচারিল মনে।
শুনিয়া কহেন রাম জনকের স্থানে॥
অযোধ্যা নগরে দূত পাঠান রাজন।
পিতাকে জানাও অগ্রে আমার মনন॥
সহিতে আসিবে আর ভাই দুইজন।
বিবাহ করিব তবে এই নিরূপণ॥
শ্রুতমাত্র জনক পাঠান মিত্র জনে।
কহিল সকল কথা ভূপতির স্থানে।
শুনিয়া হইল রাজা আনন্দে পুরিত।
দুই পুত্র সহ রাজা আইলা ত্বরিত॥
মহাকোলাহল শব্দ চতুরঙ্গ দলে।
বেষ্টিত হইয়া রাজা মহা কুতুহলে॥
মিথিলা নগরে পরে রাজা দশরথ।
অগ্রসরি জনক আইল কত পথ॥
সমাদরে লইয়া করিল বহু মান।
শুভক্ষণে রামে সীতা কৈল সম্প্রদান॥
সীতানুজা কন্যা ছিল পরম রূপসী।
লক্ষ্মণে প্রদান কৈল সুখে রাজঋষি॥
জনকের সহোদর কুশধ্বজ নামা।
দুই কন্যা ছিল তার রূপে অনুপমা॥

ভরত শত্রুঘ্ন দোঁহে করাইল দান।
বৈকুণ্ঠ জিনিয়া হৈল মিথিলার নাম ;
চতুর্দ্দিকে মুনিগণ কৈল দেবধ্বনি।
আনন্দে পূরিল দশরথ নৃপমনি ॥
দুই ভাই কৈলা তবে চারি কন্যা দান।
কৌতুকে যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ ॥
দশরথ ভূপতিরে পূজিল বিশেষ।
আনন্দ বিধানে রাজ যান নিজ দেশ ॥
মুনিগণে প্রণাম করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
শীঘ্রগতি যান রাজা উঠি নিজ রথে।
হেনকালে ভৃগুরাম আগুলিল পথে ॥
দুর্জ্জয় শরীর তার দেখি লাগে ভয়।
গভির গর্জ্জন ক্রোধে এই কথা কয় ॥
অরে দুগ্ধপোষ্য তোর রণে বড় তাশা।
মম নামে নাম শুনি এতেক ভরসা।
ক্ষত্র কুলান্তক আমি সর্ব্বজনে জানে।
সেই কথা পরীক্ষ করিব বিদ্যমানে ॥
তোমা না করিলে বধ লুপ্ত হয় নাম।
পৃথিবীর মধ্যে যেন থাকে এক রাম।
হরের ধনুক ভাঙ্গি হৈলি বলবান।
জীর্ণধনু ভাঙ্গিয় ছেকি তার বাখান ॥
ইহা শুনি দশরথ পাইলেন ভয়।
করযোড় স্তুতি করি করিল বিনয় ॥
না জানিয়া কৈল কর্ম্ম হইয়া অজ্ঞান।
সেবক বলিয়া আমা দেহ পুত্রদান ॥
পিতৃ দুঃখ দেখি তবে রাম মহোদয়।
হাসিয়া বলেন পিতা কেন কর ভয় ॥
তবে রাম ডাকিয়া কহিল ভৃগুরামে।
কি হেতু তোমার দুঃখ হৈল মম নামে ॥
যাও ঘরে ত্যজ আজি পূর্ব্ব অহঙ্কার।
অবধ্য ব্রাহ্মণ বলে পাইলা নিস্তার ॥
নহেত এতেক দুঃখ সহে কার প্রাণে।
দাহন করিতে পারি ক্ষিতি এক বাণে ॥
এত শুনি ভৃগুরামধনু লয়ে হাতে।
ক্রোধভরে বাড়াইয়া দিল রঘুনাথে।
বিষ্ণুতেজেঃ ছিল ভৃগুরামের শরীরে।
ধনুক সহিতে তাহা গেল রঘুবীরে ॥
তবে রাম গুণ দিয়া যুড়ি দিব্য শর।
হাসিয়া কহিল পরে শুন দ্বিজবর ॥
অবধ্য ব্রাহ্মণ তুমি বৃথা নহে বাণ।
শীঘ্র বল তোমার রোধিব কোন স্থান।
হত বুদ্ধি হয়ে তবে কহিল ভার্গব।
না জানিয়া করি দোষ ক্ষমা কর সব ॥
স্বর্গ অভিলাষ নাহি তোমা দরশ
স্বর্গপথ রুদ্ধ করি রাখ এই বনে ॥
তবে রাম স্বর্গপথ করিলেন রোধ।
দেখিয়া সকলে করে চমৎকার বোধ ॥
বিনয় করিয়া ভৃগুরাম গেল বনে।
দশরথ রাজা যান আপন ভবনে ॥
বিবাহ করিয়া যান চারি সহোদর।
আনন্দ মন্দির হৈল অযোধ্যানগর ॥
শাস্ত্রপাঠ নিমিত্ত ভরত মহাশয়।
শত্রুঘ্ন সহিতে গেল মাতামহালয় ॥
এইরূপ নিয়মেতে কতকাল পরে।
রাজ্য দিতে রঘুনাথে ইচ্ছা নরেশ্বরে ॥
পাত্র মিত্র ডাকিয়া কহিল সমাচার।
অধিবাস কর রামে দিব রাজ্যভার ॥
দাসী মুখে শুনিয়া কৈকেয়ী এই কথা।
অভিমানে রহিলেন ভরতের মাতা ॥
রজনীতে দশরথ গেল তাঁর স্থানে।
দেখিল কৈকেয়ী রাণী অভিমানে ॥
অনেক সাধিতে রাজা কহিলেন বাণী।
পাসরিলা মহারাজ পূর্ব্বের কাহিনী ॥
দুই বর দিতে মোরে কৈলা অঙ্গীকার।
সেই বর দিয়া আজি সত্যে হও পার ॥
রাজা বলিলেন প্রিয়ে এই কোন দায়।
অবিরত বর চাহ দিব সর্ব্বথায় ॥
কৈকেয়ী বলিল নাথ এই এক বর।
ভরতের করিতে হইবে রাজ্যেশ্বর ॥
দ্বিতীয় করহ পূর্ণ এই অভিলাষ।
চতুর্দ্দশ বৎসর রামের বনবাস ॥
শুনিয়া এতেক রাজা কৈকেয়ীর বাণী।
মূর্চ্ছিত হইয়া শোকে পড়িল ধরণী ॥
চৈতন্য পাইয়া রাজা উঠি কতক্ষণে।
কৈকেয়ীরে গালি দিল অতি দুঃখ মনে ॥
তবে রাম শুনিয়া এসব সমাচার।
পালিতে পিতার সত্য করি অঙ্গিকার ॥
বিদায় হইতে যান ভূপতির স্থানে।
ধূলায় ধূসর রাজা অতি দুঃখ মনে ॥
তথা না পাইয়া কিছু পিতার উত্তর।
বিদায় হইতে যান মায়ের গোচর ॥
শ্রীরামের বনবাস শুনি এই বাণী।
শোকাকুলা অজ্ঞান হইল মহারাণী ॥

বহুবিধ বিলাপ করিয়া কৈল মান।
মধুর বচনে রাম করিল শান্তন॥
পিতৃসত্য পালিবারে চলিলেন বন।
সংহতি চলিল সীতা অনুজ লক্ষ্মণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দশরথের মৃত্যু ও শ্রীরামের
পঞ্চবটীবনে স্থিতি।

দশরথ শুনিলেন রামের প্রস্থান।
হা রাম বলিয়া তবে ত্যজিলেন প্রাণ॥
পূর্ব্বেতে আছিল অন্ধ মুনির এ শাপ।
পুত্রশোকে মরিয়া পাইবে মনস্তাপ॥
হেনমতে ভূপতির হইল নিধন।
অযোধ্যায় ঘরে ঘরে উঠিল রোদন॥
বিচার করিয়া পাত্র মিত্রগণ যত।
দূত পাঠাইয়া দেশে আনিল ভরত॥
ভরত শুনিলা আসি সব সমাচার।
জননীরে নিন্দিয়া করিল তিরস্কার॥
রাজার সৎকার করে পাত্র মিত্রগণে।
ভরতেরে বসিতে কহিল সিংহাসনে॥
ভরত কহিল সবে হৈলে জ্ঞানহত।
একারণে বলিলে অজ্ঞান জন মত॥
পিতৃসত্য হেতু প্রভু চলিলেন বনে।
আমি রাজ্য ভূপতি হইব সিংহাসনে॥
এমত অনিতি কর্ম্ম করে কোন লোকে।
ঈশ্বর থাকিতে রাজা সম্ভবে সেবকে।
বিশেষ মায়ের কর্ম্ম শুনিতে দুষ্কর।
চল সবে যাই অগ্রে শ্রীরাম গোচর॥
মাগিয়া মায়ের দোষ প্রভুর চরণে।
যত্নে ফিরাইব সবে কমললোচনে॥
যেমত করিয়া বেশ রাম যান বন॥
সেইমত বল্ক পরে ভাই দুই জন।
শিরে জটাভার ধরি তপস্বীর বেশে।
চিত্রকূটে পাইলেন শ্রীরাম উদ্দেশ॥
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ক্ষিতি পড়িয়া চরণে।
করযোড়ে কহিলেন রাম বিদ্যমানে॥
আজন্ম আমার মন জানহ গোসাঞি।
তোমার চরণ বিনা অন্য নাহি চাই।
আমারে করিয়া ক্ষমা জননীর দোষ।
কৃপা করি কর দূর চিত্ত অসন্তোষ॥
চল রাম ভূপতি হইবে সিংহাসনে।
শূন্য রাজ্য বিলম্ব না সহে এ কারণে॥
তব বনযাত্রা বার্ত্তা শুনি লোকমুখে।
ত্যজিলেন রাজা প্রাণ সেই মনোঃদুখে॥
তবে রাম শুনিয়া সকল সমাচার।
পিতৃশোকে কান্দিলেন পেয়ে শোকভার॥
বিনয় করিয়া কান্দে বলি বাপ বাপ।
সেইমত সর্ব্বজন করিল সন্তাপ॥
ভরতের চরিত্রে সন্তুষ্ট রঘুবর।
আলিঙ্গন করি অঙ্গে বুলাইল কর॥
কি দোষ তোমার ভাই কেন হেন বল।
প্রাণের সমান তুমি কভু দোষী নহ॥
জননীর কিবা দোষ দৈবের ঘটন।
দেশে গেলে পিতৃসত্য হইবে লঙ্ঘন॥
চতুর্দ্দশ বৎসর থাকিব আমি বনে।
তত দিন রাজা হৈয়া বৈস সিংহাসনে॥
ভরত কহিল এই শোভা নাহি পায়।
কিমতে পঞ্চাস্য ভার জম্বুকে জুকায়॥
তবে যদি পিতৃবাক্য করিতে পালন।
চতুর্দ্দশ বৎসর নিবাস কর বন।
পাদুকা যুগল তব দেও রঘুপতি।
নতুবা রহিব আমি তোমার সংহতি॥
ভরতের ব্যবহারে কমললোচন।
তুষ্ট হৈয়া পুনশ্চ করিল আলিঙ্গন॥
পাদুকা দিলেন রাম বুঝি মনোরথ।
মাথায় করিয়া সুখে চলিল ভরত॥
দেশে আসি পাদুকা রাখিল সিংহাসনে।
চতুর্দ্দিকে বেড়িয়া বসিলা সর্ব্বজনে॥
সাবধানে রাত্রি দিনে করে রাজকর্ম্ম।
ইহা বিনা ভরতের নাহি ছিল কর্ম্ম॥
শ্রীরামলক্ষ্মণ চিত্রকূট গিরিবরে।
করিলেন পিতৃশ্রাদ্ধ ত্রিদশবাসরে॥
লক্ষ্মণ কহিল প্রভু চল হেথা হৈতে।
পুনর্ব্বার ভরত আসিবে তোমা লৈতে॥
এইমত বিচার করিয়া তিন জনে।
চলিলেন অগস্ত্যের রম্য তপোবনে॥
কারণ জানিয়া মুনি পরম সাদরে।
শ্রীরাম লক্ষ্মণে নিল আপনার ঘরে॥
দিনেক বঞ্চিয়া তথা মাগিল বিদায়।
জিজ্ঞাসেন কহ মুনি বঞ্চিব কোথায়॥
বলিলেন ভবিষ্য জানিয়া তপোধন।
আশ্রম করহ গিয়া পঞ্চবটি বন॥
শুনিয়া গেলেন রাম আনন্দিত মন।
সহিতে জানকি আর অনুজ লক্ষ্মণ॥

মুহূর্ত্তেকে উপনীত পঞ্চবটী বনে।
আশ্রম করিল রাম যথাযোগ্য স্থানে ॥
বহুদিন রহিলেন পঞ্চবটী বনে।
এক দিন শুন কথা দৈবের ঘটনে ॥
সূর্পণখা নামেতে রাবণ সহোদরা।
স্বচ্ছন্দ গমনে ফিরে অত্যন্ত মুখরা ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র সংহতি নিশাচর।
সহিতে খর দূষণ দুই সহোদর ॥
দূর হৈতে দেখি দোঁহে দিব্যরূপধারি।
কামে হত চিত্ত হৈয়া দুষ্ট নিশাচরী ॥
সীতার স্বরূপ রূপ ধরিয়া রাক্ষসী।
সবিনয়ে কহে রাম বিদ্যমানে আসি ॥
নিবেদন করি আমি দেবের দুহিতা।
ভজিব তোমারে আজ্ঞা করহ সর্ব্বথা ॥
শ্রীরাম কহেন তুমি ভজ অন্য জনে।
সঙ্গেতে আমার নারী দেখ বিদ্যমানে ॥
এত শুনি লক্ষ্মণেরে কহিলেক নারী।
লক্ষ্মণ কহিল আমি হই ব্রহ্মচারি ॥
তবে সূর্পণখা তারে অতি দুঃখ মনে।
কার্য্যসিদ্ধে না হইবে সীতার কারণে ॥
ইহারে খাইলে দুঃখ খণ্ডিবে আমার।
এতেক বলিয়া মুখ করিল বিস্তার ॥
দেখিয়া লক্ষ্মণ ক্রোধে যুড়িলেন বাণ।
দিব্য অস্ত্রে কাটিয়া ফেলিল নাক কাণ ॥
কান্দিয়া রাক্ষসী খর দূষণেরে কয়।
দোঁহে আসি যুদ্ধ করে ক্রোধে অতিশয় ॥
দেখিয়া উঠেন রাম অতি ক্রোধ মনে।
মুহূর্ত্তেকে সংহারিল নিশাচরগণে ॥
তাহা দেখি সূর্পণখা ধায় অতি বেগে।
কান্দিয়া কহিল গিয়া রাবণের আগে ॥
শুন ভাই বলি দশরথের নন্দন।
ভার্য্যাসহ বনে আছে শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥
চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষস মারে বাণে।
নাক কাণ কাটে মম অস্ত্র খরশানে ॥
যতেক কামিনী আছে এই ত্রিজগতী।
সবার হইতে সেই সীতা রূপবতী ॥
দেখিয়া আনন্দ বড় হৈল মম মনে।
আনিতে করিনু ইচ্ছা তোমার কারণে ॥
তাহাতে যে গতি মম শুন মহাশয়।
বুঝিয়া করহ কার্য্য উচিত যে হয় ॥
অনুগত রক্ষা করে দুই মহাবীর।
হরিয়া আনিতে সীতা মনে কর স্থির ॥

শুনিয়া রাবণ হৈল ক্রোধেতে অজ্ঞান।
বিশেষতঃ শুনিয়া ভগ্নীর অপমান ॥
সীতার রূপের কথা ভেদিল অন্তরে।
কাছে ডাকি কহিল মারীচ নিশাচরে ॥
যাহ শীঘ্রগতি তুমি পঞ্চবটী বনে।
মায়া করি দূরে লও শ্রীরাম লক্ষ্মণে ॥
আপনি যাইব আমি তপস্বীর বেশ।
সীতারে হরিব যেন না পায় উদ্দেশ ॥
মারীচ কহিল রাজা মম শক্তি নয়।
পাইয়াছি রাম বাণে ভাল পরিচয় ॥
বালক কালের শিক্ষা আমি জানি ভালে।
মুনিযজ্ঞ নষ্ট হেতু গেলাম যে কালে ॥
না দেখিয়া অস্ত্র রাম করিল সন্ধান।
প্রবেশিয়া লঙ্কাপুরী রক্ষা হৈল প্রাণ ॥
এখন যৌবনকালে ধরে মহাবল।
এ কর্ম্ম করিলে তার ভাল পাবে ফল ॥
এত শুনি দশানন ক্রোধ চিত্ত হইয়া।
মারীচে মারিতে যায় হস্তে খড়্গ লৈয়া ॥
ভয়েতে মারীচ বলে যাব পঞ্চবটী।
তুমি মার কিম্বা রাম ফেলে মুণ্ডকাটি ॥
অসহ্য তোমার বাক্য রাক্ষস দুর্জ্জন।
তুমি মার রাম মারে অবশ্য মরণ।
এত বলি চলিল মারীচ নিশাচর ॥
রাবণ চড়িল রথে হরিষ অন্তর ॥
উত্তরিল মারীচ যথায় রঘুবর।
কাঞ্চনের মৃগ অঙ্গ দেখিতে সুন্দর ॥
আশ্চর্য্য দেখিয়া সীতা হরিষ অন্তর।
আনিতে কহিল রামে যুড়ি দুই কর ॥
সীতার রক্ষণে রাখি লক্ষ্মণ ঠাকুরে।
মায়ামৃগ খেদাড়িয়া রাম যান দূরে ॥
কতক্ষণে শ্রীরাম মারেন দিব্যশর।
ভাইরে লক্ষ্মণ বলি পড়ে নিশাচর ॥
ইহা শুনি বিস্ময় মানিয়া সীতা মনে।
শেষে পাঠাইয়া দিল তথায় লক্ষ্মণে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

রাবণের সীতাহরণ ও শ্রীরামের পঞ্চবানরের সহিত মিলন বিবরণ।

হেনকালে আসি তথা রাবণ দুর্জ্জয়।
হরিয়া লইল সীতা দেখে শূন্যালয় ॥
শীঘ্র চালাইলা রথ রামে করি শঙ্কা।
পলায় পরাণ লয়ে যথা পুরী লঙ্কা ॥

পরিত্রাহি ডাকিলেন সীতা রাম বলি।
চিহ্ন হেতু স্থানে২ অলঙ্কার ফেলি॥
জটায়ু নামেতে পক্ষী দশরথ সখা।
বহু যুদ্ধ করিয়া কাটিল তার পাখা॥
পড়িয়া রহিল পথে পক্ষী পুরাতন।
লঙ্কাপুরে প্রবেশ করিল দশানন॥
রাবণ বিনয় করি সীতারে বুঝায়।
কৃপা করি দেবী তুমি ভজিবে আমায়॥
সীতা বলিলেন মম রাম বিনা নাই।
এতদিনে সবংশে মজিবি তাঁর ঠাঁই॥
ইহা শুনি বন্ধি কৈল অশোক কাননে।
রক্ষক রহিল চেড়ী শত শত জনে॥
মৃগ মারি রঘুনাথ আশ্রমে আসিতে।
লক্ষ্মণ সহিতে দেখা হইল পথেতে॥
শ্রীরাম কহেন ভাই কি কর্ম্ম করিলে।
একাকী রাখিয়া সীতা কি হেতু আইলে॥
লক্ষ্মণ বলিল দেবী তব শব্দ শুনি।
আমাকে নিন্দিয়া কত পাঠান আপনি॥
শীঘ্রগতি আশ্রমে আসিয়া দুই বীর।
শূন্যালয় দেখি দোঁহে হইল অস্থির॥
অনেক বিলাপ করি দুই সহোদর।
অন্বেষণ করিবারে চলেন সত্বর॥
শোকাকুল ভ্রমণ করেন বনে বনে।
জিজ্ঞাসেন ডাকি রাম তরু লতাগণে॥
ত্যজিয়া আহার জল অলস শয়ন।
এইমতে দুই ভাই করেন ভ্রমণ॥
সীতার কঙ্কণ এক ছিল সেই পথে।
তুলিয়া নিলেন রাম কান্দিতে২॥
যতদূর চিহ্ন পান বসন ভূষণ।
সেই অনুসারে দোঁহে করেন গমন॥
দেখিলেন রাম জটায়ুকে মৃতবত।
পর্ব্বত প্রমাণ পক্ষী যুদ্ধে প্রায় হত॥
চাললেন তাঁহার নিকটে দুইজন।
জটায়ু তুলিল মাথা জানিয়া কারণ॥
জিজ্ঞাসিতে পক্ষীরাজ কহিলেক কথা।
লঙ্কাপুরে দশানন হরি নিল সীতা॥
গরুড় নন্দন আমি তব পিতৃসখা।
বধুর অবস্থা দেখি যুদ্ধ করি একা॥
অনেক করিনু যুদ্ধ করি প্রাণপণ।
হত পাখা হইলাম বধুর কারণ॥
তোমারে সংবাদ দিতে আছিল জীবন।
উদ্ধার করহ রাম এই নিবেদন॥

এতেক বলিয়া পক্ষী ত্যজিল জীবন।
জানিলা পিতার সখা ভাই দুই জন॥
অগ্নীকার্য্য করি রাম পম্পানদী তটে।
তথা হৈতে যান ঋষ্যমুখের নিকটে॥
তথায় দেখেন পঞ্চ বানর প্রধান।
নল নীল সুষেণ সুগ্রীব হনুমান॥
দোঁহারে প্রণাম করি জিজ্ঞাসে সম্ভ্রমে।
কহিলেন শ্রীরাম সকল ক্রমে ক্রমে॥
সুগ্রীব জানিল এই পুরুষ রতন।
প্রণাম করিয়া কহে নিজ নিবেদন।
মম জ্যেষ্ঠ বালিরাজা রাজ্য অধিকারী।
বলে রাজ্য নিল আমি যুদ্ধেতে না পারি॥
মুনিশাপে হেথায় আসিতে শক্তি নাই।
এ কারণে আছি প্রাণে শুনহ গোসাঞি॥
শ্রীরাম বলেন কপিরাজ তুমি মিতা।
তব রাজ্য দিব আমি তুমি দিবা সীতা॥
সুগ্রীব বলিল প্রভু যে আজ্ঞা তোমার।
সীতা উদ্ধারিতে প্রভু লইলাম ভার॥
শ্রীরাম বলেন কালি প্রত্যুষ সময়।
বালিরে মারিব রাজা করিব তোমায়॥
হেনমতে রঘুনাথ বালিরাজে মারি।
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজ্য অধিকারী॥
চারি মাস তথায় থাকেন রঘুনাথ॥
কপিরাজ সুগ্রীবে লইয়া তবে সাত।
সমুদ্র সমীপে যান সৈন্য সমাবেশে॥
হনুমানে পাঠাইল সীতার উদ্দেশে।
পবননন্দন বীর পোড়াইল লঙ্কা॥
রাজপুত্র মারিয়া রাজারে দিল শঙ্কা॥
সীতার উদ্দেশ করি আসি মহাবীর।
হইলেন শ্রীরাম লক্ষ্মণ তাথে স্থির॥
হেনকালে শুন রাজা দৈব বিবরণ।
রাবণের অনুজ ধার্ম্মিক বিভীষণ॥
করযোড়ে কহিল রাজারে বিধিমতে।
সীতা দিয়া শরণ লইতে রঘুনাথে॥
ধন রাজ্য বংশ বৃদ্ধি কর নরপতি।
শুনিয়া রাবণ ক্রোধে মারিলেক লাথি॥
সেইকালে বিভীষণে ত্যজিল রাবণ।
রাজলক্ষ্মী আশ্রয় করিল বিভীষণ॥
রামের চরণে গিয়া লইল শরণ।
কে আইল বলিয়া ধাইল কপিগণ॥
শ্রীরাম বলেন তুমি শত্রু সহোদর।
কিরূপে বিশ্বাস তোমা করিব অন্তর॥

বিভীষণ বলে প্রভু মনে ভাব যদি।
তোমার সেবক আমি জনম অবধি॥
এতে অন্যমত যদি করি কদাচন।
হইব কলির রাজ কলির ব্রাহ্মণ॥
কলিতে জন্মিব আর জীব চিরকাল।
শুনিয়া হলেন রাম আনন্দ বিশাল॥
লক্ষ্মণ কহেন হাসি করি যোড় কর।
উত্তম করিল দিব্য রাক্ষস ঈশ্বর।
চিরকাল তপস্যা করিয়া যাহা চায়।
পরদ্রোহ করিয়া সে সব যদি পায়॥
ইহা ছাড়ি অন্য বাঞ্ছা করে কদাচন।
হাসিয়া কহেন রাম বালক লক্ষ্মণ॥
কলিতে ব্রাহ্মণ রাজা দীর্ঘজীবি জন।
এ তিনে নিস্তার নাহি পাবে কদাচন॥
করিল কঠোর দিব্য রাক্ষসের পতি।
না বুঝিয়া হাসিলা লক্ষ্মণ শিশুমতি॥
আজি হৈতে মিত্র মম হৈলে বিভীষণ।
লঙ্কা দিব তোমারে মারিয়া দশানন।
তিন জন বিচার করিলা এইমত।
লঙ্কায় গমনে সবে হইলা উদ্যত॥
বানর সকলে সিন্ধু তরে অবহেলে।
পাষাণ ভাসিল রাজা সাগরের জলে॥
বান্ধে নল সাগর রামের উপরোধে।
পার হৈয়া কটক সকল কার্য্য সাধে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শ্রীরামের লঙ্কায় প্রবেশ।

যুদ্ধপতি প্রধান বাছিয়া নানা দল।
সকল লঙ্কায় হৈল শ্রীরামের বল॥
ভয়েতে রাবণ বন্ধ করিলেন দ্বার।
মন্ত্রী লয়ে মন্ত্রণা করিল যুদ্ধ সার॥
সবান্ধবে মহাশব্দে ধায় দশাশন।
দেখি চমকিত হৈল শ্রীরাম লক্ষ্মণ॥
জিজ্ঞাসেন বিভীষণে মানিয়া বিস্ময়।
একে একে বিভীষণ দিল পরিচয়॥
শুনি রাম কহেন রাক্ষস বিভীষণে।
বুদ্ধি লেশ নাহি প্রভু রাক্ষসের জ্ঞানে॥
শতেক ইন্দ্রের নাহি এক পরিচ্ছদ।
কি কারণে নষ্ট করে এতেক সম্পদ॥
অন্য অন্য এইমত করিছে বিচার।
যুদ্ধ করি পরস্পর হৈল মহামার॥
সেনাপতি সেনাপতি হইল সংগ্রাম।
ইন্দ্রজিতে লক্ষ্মণে রাক্ষসপতি রাম।
রণেতে পণ্ডিত রাম যুদ্ধ পরিপাটী।
মাথার মুকুট তার ফেলিলেন কাটি॥
লজ্জা পায়ে পলাইল রাজা দশানন।
উভয় সৈন্যেতে আর নাহি দরশন॥
তবে রাম পাঠাইল বালির নন্দনে।
অনেক ভর্ৎসিল গিয়া রাজা দশাননে॥
অঙ্গদের বচনে রাবণ দুঃখমতি।
পাঠাইল অনেক প্রধান সেনাপতি॥
মুনি বলিলেন কথা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব শুন ধর্ম্ম নরবর॥
বজ্রদন্ত মহাবাহু মহাকায় আদি।
প্রহস্ত করিল যুদ্ধ না হয় অবধি॥
পড়িল রাক্ষস সেনা নাহি পরিমিত।
ক্রোধ ভরে আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
করিল রাক্ষসী মায়া বহু বহু রণে।
নাগপাশে বান্ধি কৈল শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
গরুড় স্মরিয়া রাম পবন আদেশে।
নাগপাশে মুক্ত হৈল প্রকার বিশেষে॥
গর্জ্জিয়া বানরগণ করে সিংহনাদ।
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ॥
বিস্ময় মানিয়া অতি চিন্তাকুল মনে।
মহাপাশ মহোদরে পাঠাইল রণে॥
আর চারি সেনাপতি রাবণ কুমার।
ক্রোধাবেশে আসিয়া করিল মহামার॥
শিলা বৃক্ষ লয়ে যুদ্ধ করিল বানর।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ যত নিশাচর॥
উভয় সৈন্যেতে হৈল যুদ্ধ অপ্রমিত।
ছয় সেনাপতি মরে সৈন্যাদি সহিত॥
শুনিয়া রাবণ রাজা গণিল প্রমাদ।
পুনর্ব্বার আইল কুমার মেঘনাদ॥
অপূর্ব্ব রাক্ষসী মায়া ইন্দ্রজিত জানে।
দেখিতে না পায় কেহ থাকে কোন স্থানে॥
করিল সংগ্রাম ঘোর রাবণ সন্ততি।
চারি দ্বারে মারিল প্রধান সেনাপতি।
আছুক অন্যের কার্য্য শ্রীরামলক্ষ্মণে।
জিনিয়া পরম সুখে কহিল রাবণে॥
কেবল জীবিতমাত্র ছিল তিন জন।
হনুমান সুষেণ রাক্ষস বিভীষণ॥
উপদেশ কহিলেন সুষেণ প্রধান।
আনে গন্ধমাদন পর্ব্বত হনুমান॥

ঔষধি চিনায়ে দিল সুষেণ বানর।
আপনি বাটিয়া দিল রাক্ষস ঈশ্বর॥
যেই মাত্র পাইলেক ঔষধের ঘ্রাণ।
যত ছিল তত সৈন্য পাইলেক প্রাণ॥
মৃত সৈন্য প্রাণ পায় রামের প্রসাদে।
কম্পিত রাবণ বানরের সিংহনাদে॥
তবে বহু যুদ্ধ করি মৈল অকম্পন।
ভয় পায়ে কুম্ভকর্ণে জাগায় রাবণ॥
নিদ্রা হৈতে উঠি যায় রাজ সম্ভাষণে।
দেখিয়া বিস্ময় হৈল ভাই দুই জনে॥
বিভীষণে জিজ্ঞাসিল কহ সমাচার।
সম্ভরি যোজন উচ্চ শরীর তাহার॥
তবে বৃথা কি হেতু করিনু হেথা রণ।
রাক্ষসের মায়া কিছু না বুঝি কারণ॥
বিভীষণ বলে ভয় ত্যজহ অন্তর।
কুম্ভকর্ণ নামেতে আমার সহোদর॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা বর দিয়া কৈল নিরূপণ।
নিদ্রা ভাঙ্গি চিয়াইলে অবশ্য মরণ॥
পাঁচ মাসে চিয়াইল ভয় পায় মনে।
সন্দেহ না কর আজি মরিবেক রণে॥
এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ।
তুষ্ট হয়ে শ্রীরাম দিলেন আলিঙ্গন॥
কুম্ভকর্ণে রাবণ কহিল সমাচার।
ক্রোধে মহাবীর আসি দিল মহামার॥
একেবারে গিলিল বানর শতে শতে।
বাহির হইল কেহ নাক কাণ পথে॥
দেখিয়া বিরাট মূর্ত্তি ধায় সর্ব্বজন।
অস্ত্র যুড়ি অগ্রে যান কমললোচন॥
রামে দেখি কুম্ভকর্ণ ধায় গিলিবারে।
সত্বরে মারেন রাম ব্রহ্ম অস্ত্র তারে॥
সেই বাণে মরিল দুরন্ত নিশাচর।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যতেক অমর॥
ভাবিত হইল রাজা সৈন্য নাহি আর।
কি প্রকারে এ বিপদে পাইব নিস্তার॥
বানর পড়িয়া লঙ্কা কৈল ছারখার।
কাহারে পাঠাব যুদ্ধে কে করিবে পার॥
ভাবিয়া পাঠায় শেষে মকরাক্ষ বীরে।
সে আসি অনেক যুদ্ধ করিল সুধীরে॥
বহু যুদ্ধ করি মৈল শ্রীরামের বাণে।
পরে কুম্ভ নিকুম্ভ প্রবেশ কৈল রণে॥
বল বুদ্ধি বিক্রমেতে বাপের সমান।
প্রাণপণে যুঝিল সুগ্রীব হনুমান॥
দুই ভাই পড়িল লইয়া সর্ব্ব সেনা।
বিনা ইন্দ্রজিত বীরে নাহি সম্ভাবনা॥
তবে ইন্দ্রজিতে আজ্ঞা দিল দশাননে।
সসৈন্য মারহ তুমি শ্রীরামলক্ষ্মণে॥
সংহতি লইয়া তবে সেনা অপ্রমিত।
যুদ্ধ হেতু আইল কুমার ইন্দ্রজিত॥
ক্রোধে আসি সমরে করিল বহু রণ।
তেমতি করিল যুদ্ধ ঠাকুর লক্ষ্মণ॥
মায়ায় রাক্ষস যুদ্ধ করয়ে সত্বর।
ছেখাদেখি মহাযুদ্ধ হৈল পরস্পর॥
সহিতে নারিল যুদ্ধ রাবণনন্দন।
ভঙ্গ দিয়া প্রবেশিল নিজ নিকেতন॥
প্রবেশ করিয়া সেই যজ্ঞ আরম্ভিল।
হেনকালে বিভীষণ লক্ষ্মণে কহিল॥
যজ্ঞ আরম্ভিল দেব রাবণ কুমার।
যজ্ঞ সাঙ্গ হৈলে মৃত্যু না হবে ইহার॥
বিধি বাক্য আছে হেন আমি জানি ভালে
তবে সে মারিতে পার যজ্ঞ নষ্ট কৈলে॥
শুনিয়া হইল সবে হরিষিত মন।
যজ্ঞ নষ্ট কৈল গিয়া পবননন্দন॥
তবে ব্রহ্মঅস্ত্র তারে মারিল লক্ষ্মণ।
পরাণ ত্যজিল রণে রাবণনন্দন॥
বার্ত্তা পায়ে শোকাকুল রাক্ষসের পতি।
রাবণ আইল রণে অতি ক্রোধ মতি॥
ভারতপঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে বিরচিল কাশীদাস॥

রাবণবধ।

পুত্রশোকে সমরে আইল দশানন।
দেখি অগ্রসর হয় সুমিত্রানন্দন॥
লক্ষ্মণের সঙ্গেতে আইল বিভীষণ।
বিভীষণে দেখি করে রাবণ চিন্তন॥
এই পাপ হৈতে মোর বংশের নিধন।
ইহারে বধিয়া শেষে বধিব লক্ষ্মণ॥
এতেক ভাবিয়া দুষ্ট অতিক্রোধ মনে।
লক্ষ্মণে ছাড়িয়া অস্ত্র মারে বিভীষণে।
এড়িলেক শেলপাট ভীষণ দর্শন।
দিব্য অস্ত্র এড়ি তাহা কাটিল লক্ষ্মণ॥
মহাক্রোধে পুনঃ শেল মারে বিভীষণে।
পুনর্ব্বার লক্ষ্মণ কাটিল দিব্য বাণে॥
দুই শেল অস্ত্র যদি কাটিল লক্ষ্মণ।
যমদণ্ড শেল হাতে লইল তখন॥

ডাকিয়া কহিল তবে লক্ষ্মণের তরে।
বুঝিলাম বীরপনা রক্ষা কৈল পরে॥
আপনা সম্বর শীঘ্র যায় শক্তিবর।
দেখিয়া লক্ষ্মণ বীর হইল ফাঁফর॥
প্রাণপণে বাণ না পারিল নিবারিতে।
কালদণ্ড সমান আসিয়া শূন্যপথে॥
নির্ভরে বাজিল গিয়া লক্ষ্মণের বুকে।
পড়িয়া লক্ষ্মণ বীর রক্ত উঠে মুখে॥
শোকাকুল রঘুনাথ হইল অজ্ঞান।
পর্ব্বত আনিবা তবে বীর হনুমান॥
পর্ব্বতে ঔষধ ছিল তার অনুভবে।
লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ আনন্দিত সবে॥
কাল পূর্ণ হৈল রণে আইল রাবণ।
আপনি গেলেন রণে কমললোচন॥
রাবণে দেখিয়া রথে রঘুনাথ ক্ষিতি।
ইন্দ্র পাঠাইলা রথ মাতুলি সংহতি॥
সেই রথে রঘুনাথ চড়িলা কৌতুকে।
মাতলি লইল রথ রাবণ সম্মুখে॥
অপ্রমিত যুদ্ধ হৈল দুই মহাবলে।
উপমা না হয় স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতলে॥
যার যত শিক্ষা ছিল দোঁহে কৈল রণ।
মহাক্রোধ ভরে তবে কমললোচন॥
রাবণের দশ মুণ্ড কাটিলেন শরে।
পুনর্ব্বার উঠে মুণ্ড বিধাতার বরে॥
পুনঃ পুনঃ যত বার কাটেন রাবণে।
বিনাশ না হয় দুষ্ট পূর্ব্বের সাধনে॥
যোড় করে বিভীষণ করে নিবেদন।
অন্য অস্ত্রে না মরিবে দুর্জ্জয় রাবণ॥
মৃত্যুবাণ আছে ওর মন্দোদরী পাশ।
সে বাণ আনিলে হবে রাবণের নাশ॥
হনুমান আদেশিলা কমললোচন।
ছলেতে আনিল বাণ পবননন্দন॥
সেই বাণ লয়ে রাম যুড়িল ধনুকে।
ক্রোধভরে মারিলেন রাবণের বুকে॥
হেনমতে পড়িল রাবণ মহাবল।
পুষ্পবৃষ্টি করিলেন অমর সকল॥
তবে সীতা আনিল ধার্ম্মিক বিভীষণ।
দেখিয়া কহেন তারে কমললোচন॥
দশ মাস তোমারে আনিল নিশাচরে।
নাহি জানি ছিলা সীতা কেমন প্রকারে॥
আমারে করিবে নিন্দা এই বড় ভয়।
সাক্ষাতে পরীক্ষা দেও যদি মনে লয়॥

এমত শুনিয়া সীতা অতি দুঃখ মনে।
অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইতে কহিলা লক্ষ্মণে॥
লক্ষ্মণ করিল কুণ্ড প্রবেশিল সীতা।
কৌতুক দেখিতে যত আইল দেবতা॥
পড়িছেন রাম সীতা বিচ্ছেদ অনলে।
হেনকালে উঠে অগ্নি সীতা লয়ে কোলে॥
ব্রহ্মা আদি সর্ব্ব দেব একত্র মিলিল।
করিয়া অনেক স্তুতি শ্রীরামে কহিল॥
আপনা না জানি কর মনুষ্য আচার।
তুমি নারায়ণ সীতা লক্ষ্মী অবতার॥
তোমারে দেখিতে যত স্থিত পিতৃলোক।
হের দেখ দশরথ তোমার জনক॥
দেবগণ বলিলেন মাগ ইষ্টবর।
শুনিয়া কহেন রাম জীউক বানর॥
পরে রাম সম্ভাষা করিল সর্ব্বজনে।
যতেক দেবতা গেল নিজ নিজ স্থানে॥
বিভীষণে দিল রাম রাজ্য অধিকার।
বানর সহিতে কৈল বহু পুরস্কার॥
সসৈন্যে গেলেন রাম অযোধ্যানগর।
সিংহাসনে বসিলেন রাজ রাজেশ্বর॥
সেবক উদ্ধার হেতু প্রভুর এ পণ।
হেনমতে বিভাগে জন্মিলা দুই জন॥
সেই জয় বিজয় জন্মিল পুনর্ব্বার।
শিশুপাল দণ্ডবক্র নাম দোঁহাকার॥
পূর্ণব্রহ্ম হইয়া যাদব অবতার।
তব যজ্ঞে শিশুপালে করেন সংহার॥
তিন অবতারেতে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান।
ভক্ত জনে করিলেন এই পরিত্রাণ॥
রামের এতেক দুঃখ ধরিয়া শরীর।
কি দুঃখ তোমার বনে রাজা যুধিষ্ঠির॥
সবার দুঃখের কথা করিয়া শ্রবণ।
সীতা দুঃখে দ্রৌপদীর বিদরিল মন॥
বিষাদ না কর রাজা দুঃখ হৈল অন্ত।
অল্প দিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
বিশেষ দ্রৌপদী এই সাবিত্রী সমান।
যে জন উভয় কুল কৈল পরিত্রাণ॥
সর্ব্ব সুখ ত্যজিলেন স্বামির কারণে।
তথাপি না ত্যজিলেন স্বামি সত্যবানে॥
ক্ষত্রকুলে তাঁর তুল্য নাহি কোন জন।
দ্রৌপদীরে দেখি যেন তাহার লক্ষণ॥
সতী সাধ্বী পতিব্রতা লক্ষ্মী অবতার।
অক্ষেতে দাসত্ব যুক্ত কৈল সবাকার॥

এতেক ব্রাহ্মণ যেই ভুঞ্জে অপ্রমাদে।
কদাচ না হবে দুঃখ ইহার প্রসাদে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সাবিত্রী উপাখ্যান।

যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন মহামুনি।
কহিলা রামের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী॥
হইল শরীর মুক্ত সফল এ দেহ।
সাবিত্রী কাহার নাম কহ করি স্নেহ।
কিবা ধর্ম্ম আচরিল কিবা উগ্রতপে॥
উদ্ধারিল কোন কোন কুলে কোন রূপে।
শুনিবারে ইচ্ছা বড় জন্মিল অন্তরে॥
মুনিরাজ বিস্তারিয়া কহিবা আমারে।
মুনি বলিলেন শুন ধর্ম্ম নৃপমণি।
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই অপূর্ব্ব কাহিনী॥
অবনীতে ছিল অশ্বপতি মহীপাল।
অপুত্রক শিব সেবায় রত বহুকাল॥
সন্তান বিহীন রাজা নিরানন্দ মতি।
কত দিনে হইলেক কন্যা রূপবতী॥
তপ্ত স্বর্ণ জিনি তার শরীরের শোভা।
কলঙ্ক বিহীন কলানিধি মুখ আভা॥
বিহঙ্গম চঞ্চু জিনি বিরাজিত নাশা।
দশন মুকুতা পাঁতি সুমধুর ভাষা॥
কামের কার্ম্মুক জিনি তার যুগ্ম ভ্রূ।
মৃণাল জিনিয়া বাহু রামরম্ভা উরু॥
কুরঙ্গনয়নী সুচামর তুল্য কেশ।
মৃগেন্দ্র লজ্জিত হয় দেখি মধ্য দেশ॥
রূপের সমান তার গুণের গণনা।
শুদ্ধমতি সকল শাস্ত্রেতে বিচক্ষণা॥
কদাচ না হয় অন্য মতি ধর্ম্ম বিনা।
নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম অতি সুপ্রবীণা॥
প্রিয়বাক্য বাদিনী সকল ভূতে দয়া।
অশ্বপতি হৃষ্টমতি দেখিয়া তনয়া॥
সাবিত্রী রাখিল নাম সাবিত্রী তাহার।
সর্ব্বদা পবিত্রা তার পবিত্র আচার॥
দিনে দিনে বাড়িলেন বাপের মন্দিরে।
স্বচ্ছন্দ গমনে যান যথা ইচ্ছা করে॥
সমান বয়স প্রিয় সখিগণ সাতে।
ভ্রমণ করেন সুখে চড়ি দিব্য রথে॥
বিশেষ বাপের রাজ্যে নাহি কিছু ভয়।
উপনীতা হইলেন মুনির আলয়॥

নানাবিধ কৌতুক দেখিল রাজসুতা।
হেনকালে অপূর্ব্ব শুনহ তার কথা॥
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি।
শত্রু নিল রাজ্য বনে করিল বসতি॥
তাহার নন্দন ছিল নামে সত্যবান।
রূপেতে না হয় কেহ তাহার সমান॥
মুনিপুত্রগণ সহ আছিল ক্রীড়ায়।
কতদূরে থাকিয়া সাবিত্রী দেখি তায়॥
কন্দর্প জিনিয়া রূপ নব বয়ঃ ভাষা।
দেখিয়া নরেন্দ্রসুতা করিল জিজ্ঞাসা॥
কাহার নন্দন এই কহ মুনিগণ।
যার রূপে উজ্জ্বল করিল তপোবন॥
মুনিগণ বলিলেন কর অবধান।
দ্যুমৎসেন রাজপুত্র নামে সত্যবান॥
এত শুনি সাবিত্রী হইল হৃষ্টমতি।
মনেতে বরিয়া তারে করিলেন পতি॥
গৃহেতে আসিয়া পরে নৃপতির সুতা।
জননীর কাছে গিয়া কহিলেন কথা॥
কন্যা বাক্যে রাণী গিয়া কহে নরবরে।
শুনিয়া কহিল রাজা দুঃখিত অন্তরে॥
কোন বংশে জন্ম তার কিবা তার ধর্ম্ম।
না জানি কেমনে করিব হেন কর্ম্ম॥
এইরূপে ছিল রাজা নিরানন্দ মন।
কত দিনে আইলেন ব্রহ্মার নন্দন॥
নারদ মুনিরে দেখি সুখী সর্ব্বজনে।
হৃষ্টমতি নরপতি মুনি আগমনে॥
বসাইল দিব্য সিংহাসনের উপর।
দেব সুবিহিত স্তুতি করিল বিস্তর॥
আনন্দে বসিল তবে কথোপকথনে।
হেনকালে সাবিত্রী আইল সেই স্থানে॥
কন্যা দেখি নৃপতিরে জিজ্ঞাসিল মুনি।
শরম সুন্দরী এই কাহার নন্দিনী॥
অশ্বপতি বলিলেন কি কহিব আর।
অপত্য আমার এই কন্যা মাত্র সার॥
মুনি বলিলেন অতি সুলক্ষণযুতা।
বিবাহ দিয়াছ কিবা হবে বিবাহিতা॥
রাজা বলিলেন কন্যা অত্যল্প বয়সী।
যোগ্যাযোগ্য ভাল মন্দ না জানে বিশেষী
বরিয়াছে কাহারে মুনির তপোবনে।
নিরূপণ না জানি সন্দেহ আছে মনে॥
ভাল হৈল ভাগ্যবশে আইলা আগার।
এত দিনে ঘুচিবে মনের অন্ধকার॥

নারদ কহিল তবে সাবিত্রীর প্রতি।
কোন বংশে জন্ম তার কাহার সন্ততি॥
সাবিত্রী কহিল দেব মুনির আশ্রমে।
দ্যুমৎসেন রাজপুত্র সত্যবান নামে॥
নারদ কহিল আমি জানি সর্ব্ব বার্ত্তা।
তাহা ছাড়ি সাবিত্রী করহ অন্য ভর্ত্তা॥
সাবিত্রী কহিল পূর্ব্বে করিয়াছি মনে।
অন্যে বরি ভ্রষ্টা হব কিসের কারণে॥
মুনি বলিলেন তুমি শুন মম কথা।
সাবিত্রী কহিল মুনি না হবে সর্ব্বথা॥
পুনঃ পুনঃ দোঁহাকার এত বাক্য শুনি।
ব্যস্ত হয়ে তাঁরে জিজ্ঞাসিল নৃপমণি॥
তাহার বৃত্তান্ত শুনি কহ মুনিবর।
কি কারণে বরিতে কহিলে অন্য বর॥
কোন বংশে জন্ম তার কাহার নন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ব্যস্ত বড় মন॥
নৃপতির মুখে শুনি এতেক বচন।
কৃপাবশে কহিতে লাগিল তপোধন॥
সূর্য্যেবংশে সুরসেন রাজার সন্ততি।
দ্যুমৎসেন নামে রাজা অবন্তীর পতি॥
মহারাজ মহিমা সাগর গুণ বান।
পৃথিবীতে নাহি শুনি তাঁহার সমান॥
খণ্ডন না যায় রাজা দেবের নির্ব্বন্ধ।
কত দিনে নৃপতির চক্ষু হৈল অন্ধ॥
চক্ষুহীন শিশু পুত্র নাহি অন্যজন।
সময় পাইয়া রাজ্য নিল শত্রুগণ॥
ভার্য্যা পুত্র সহিতে করিল বনবাস।
মহাক্লেশে স্থিতি সর্ব্ব সুখেতে নিরাস।
বিচার করিয়া দেখ দৈবের সংযোগ।
শরীর ধরিলে হবে দুঃখ সুখ ভোগ॥
রাজা বলিলেন দুঃখ গেল তপোধন।
এই চিন্তা করি সদা নিরানন্দ মন॥
দুঃখ সুখ শরীরের সহযোগে হয়।
সময়ে প্রবল থাকে পরে পায় লয়॥
ভালমন্দ আপন ইচ্ছায় কিছু নয়।
দৈবের সংযোগে সেই যখন যে হয়॥
বর যোগ্য বটে যদি সেই সত্যবান।
আজ্ঞা কর সাবিত্রী কন্যারে করিদান॥
মুনি বলিলেন এতো বাধা করি আমি।
পুনঃ পুনঃ আমারে জিজ্ঞাসা কর তুমি॥
কুলে শীলে রূপে গুণে তোমা হৈতে শ্রেষ্ঠ

আজি হতে যাবৎ বৎসর পূর্ণ হয়।
সেই দিনে সত্যবান মরিবে নিশ্চয়॥
কহিনু ভবিষ্য কথা যদি লয় মনে।
যোগ্য দেখি কন্যা দান কর অন্য জনে।
শুনিয়া মুনির মুখে এতেক ভারতী।
কহিতে লাগিল অশ্বপতি নরপতি॥
কদাচ কর্ত্তব্য মম নহে এই কর্ম্ম।
বালকের ক্রীড়ায় না হয় ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
ধনে মানে কুলে শীলে হবে গুণবান
বিচার করিয়া তারে দিব কন্যা দান॥
দোষ না থাকিবে তার হবে রাজ্যেশ্বর।
এমন পাত্রেতে কন্যা দিব মুনিবর॥
কন্যাদান কর্ত্তা পিতা আছে পূর্ব্বাপর।
তাহে যদি মন নহে হবে স্বয়ম্বর॥
আনাইব পৃথিবীর যত নৃপবর।
দেখিয়া করিবে কন্যা যারে মন লয়॥
অল্প আয়ু কি হেতু বরিবে সত্যবানে।
বিশেষ বৈধব্য দুঃখ মরণ সমানে॥
শুনিয়া দোঁহার মুখে এতেক ভারতী।
কৃতাঞ্জলি কহিল সাবিত্রী গুণবতী॥
শুনহ জনক মম সত্য নিরূপণ।
কদাচিৎ নয়নে না হেরি অন্য জন॥
যখন মানসে তাঁরে বরিয়াছি আমি।
জীবন মরণে সেই সত্যবান স্বামি॥
বিধবা যন্ত্রণা যদি থাকে মম ভোগ।
খণ্ডন না যাবে পিতা দৈবের সংযোগ॥
অনিত্য সংসার হবে অবশ্য মরণ।
না মরিয়া চিরজীবী আছে কোন জন॥
অসার সংসার মাত্র আছে এক ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কিমতে করিব অন্য কর্ম্ম॥
ধিক্ ধিক্ সে ছার সুখের অভিলাষ।
ধর্ম্ম অধর্ম্মের যেবা করে সুখ আশ॥
কি করিব সুখে পিতা কত কাল জীব।
কুকর্ম্মে আজন্ম কাল নরকে থাকিব॥
এত শুনি প্রশংসা করিল তপোধন।
আশীর্ব্বাদ করি গেল নিজ নিকেতন॥
অশ্বপতি দুঃখ অতি পাইল অন্তরে।
কহিল অনেক কথা সাবিত্রীর তরে॥
বুঝাইল নরপতি বিবিধ বিধান।
সাবিত্রী কহিল মম পতি সত্যবান॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।

সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ।

একান্ত বুঝিয়া রাজা তনয়ার মন।
বন হৈতে সত্যবানে আনিল তখন॥
বিধিমতে বিবাহ দিলেন নরপতি।
সত্যবান গেল তবে আপন বসতি॥
পুত্রের বিবাহ বার্ত্তা মহোৎসব শুনি।
কহিলেন হরিষে বিষাদ রাজরাণী॥
নিদারুণ বিধি কৈল এমত সংযোগ।
নিরাশ করিল মোরে দিয়া বহু ভোগ।
ইন্দ্রের বৈভব জিনি ত্যজি নিজ দেশ।
বনেতে নিবাস করি তপস্বীর বেশ।
বধূ মম অশ্বপতি নৃপতির বাল।
হেন জন কি রূপে থাকিবে বৃক্ষতলা॥
এইমতে কহিল অনেক রাজরাণী।
সাবিত্রী দেখিতে যান যতেক ব্রাহ্মণী॥
অনেক প্রশংসা করি কহে সর্ব্বজন।
সমানে সমানে বিধি করিল মিলন॥
তুমি রাণী ভাগ্যবতী রাজা মহাসাধু।
এ কারণে পাইলে সাবিত্রী হেন বধূ॥
অনেক লক্ষণ দেখি ইহার শরীরে।
এত বলি গেল সবে নিজ নিজ পুরে॥
পরম আনন্দ মনে ছিল চারি জন।
নিত্য নিত্য সত্যবান প্রবেশিয়া বন॥
নানাবিধ ফল ফুল করেতে ভরিয়া।
প্রতিদিন আনি দেন ভার্য্যাকে ধরিয়া॥
সাবিত্রীর মহিমা শুনিতে চমৎকার।
যার নামে ধন্য২ জগৎ সংসার॥
শ্বশুর শাশুড়ী সেবা দেবের সমানে।
নানা সেবা করে নিত্য পতি সত্যবানে॥
লক্ষ্মীর সমান তিনি সতী পতিব্রতা।
নিত্য নিয়মিত পূজা ব্রাহ্মণ দেবতা॥
দেবতা সেবিয়া শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাইল।
মধুর সম্ভাষে নববাসী বশ কৈল।
অত্যন্ত তুষিল সর্ব্বভূতে দয়াবতী।
তাঁর গুণ তুল্য দিতে নাহি বসুমতি॥
যত্ন আচরিল যত নানাবিধ কর্ম্ম।
নিত্য নিয়মিত মত বেদ বিধি ধর্ম্ম॥
ইষ্টিতে একান্ত মতি করি আচরণ।
শিল্প যত কর্ম্ম চিত্র বিচিত্র রচন॥
দেখিয়া সানন্দ রাজা রাণী সত্যবান।
[illegible] সাবিত্রী আছয়ে সেই স্থান॥

নারদের বচন স্মরিয়া অনুক্ষণ।
লোকলাজে না কান্দেন নিবারিয়া মন॥
নিমিষে মুহূর্ত্ত দণ্ড সপ্রমাণ করি।
দণ্ডে দণ্ডে গণি যায় দিবস শর্ব্বরী॥
পঞ্চদশ দিনে পক্ষ দ্বিপক্ষেতে মাস।
হেনমতে যায় মাস বাড়য়ে নিরাশ॥
এইমত অনুক্ষণ সাবিত্রীর মনে।
না জানেন রাজরাণী আর সত্যবানে॥
তার পরে বলি শুন ধর্ম্ম নরবর।
বৎসরেক শেষ মাত্র দ্বিতীয় বাসর॥
চিন্তায় আকুল হৈল নৃপতির সুতা।
বিচারিল পূর্ণ হৈল নারদের কথা॥
অবশ্য হইবে যাহা করিবে ঈশ্বর।
আমার একান্ত ভার তাঁহার উপর॥
হেনমতে বিচার করিয়া সারোদ্ধার।
আরম্ভ করিল তবে সংসারের সার॥
পাইলেন জ্যৈষ্ঠমাস কৃষ্ণ চতুর্দ্দশী।
লক্ষ্মী নারায়ণেরে পূজিল অহর্নিশি॥
শুদ্ধভাবে এক মনে বসিল সুন্দরী।
অনায়াসে বঞ্চিলেন দিবস শর্ব্বরী॥
পরদিন প্রভাতে উঠিয়া সযতন।
বিধিমতে করাইল ব্রাহ্মণ ভোজন॥
দক্ষিণান্ত করি কার্য্য কৈল সমর্পণ।
আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন দ্বিজগণ॥
এই রূপে বঞ্চিলেন দ্বিতীয় প্রহর।
সেই দিন পূর্ণ সত্যবানের বৎসর॥
তাহাতে ভূপতিসুতা চিন্তাকুল মন।
হেনকালে শুন রাজা দৈবের ঘটন॥
নিত্য২ সত্যবান প্রবেশিয়া বন।
ফল ফুল কাষ্ঠাদি করেন আহরণ॥
দিবসের শেষ দেখি রাজার তনয়।
বিচারিল বনে যাই হইল সময়॥
ভাবিয়া করাত অস্ত্র লইলেন করে।
বিদায় হইল গিয়া মায়ের গোচরে॥
রাণী বলিলেন পুত্র দিবা অবশেষ।
এমন সময় বনে না করে প্রবেশ॥
সত্যবান বলিলেন না করিবা ভয়।
এখনি আসিব মাতা জানিবে নিশ্চয়॥
এত বলি চলিলেন রাজার কুমার।
বার্ত্তা পায়ে সাবিত্রী দেখিল অন্ধকার॥
শোকাকুলী বিচার করিয়া মনে মন।
পূর্ণ হৈল বুঝি এই নারদ বচন॥

কালপূর্ণ হয় আজি রাজার নন্দনে।
কর্ম্ম সূত্রে টানিয়া লইল মৃত্যুস্থানে ॥
বিবাহ বা জন্ম মৃত্যু যথা যেই মতে।
সময়ে আপনি সবে যায় সেই পথে ॥
এ কারণে যে স্থানে তাহার মৃত্যু স্থান।
ভূপতি নন্দন তথা করিল প্রয়াণ ॥
ভাবিলেন কালপ্রাপ্ত যদি মম পতি।
আমার উচিত হয় যাইতে সংহতি ॥
কারে না কহিল কিছু নৃপতির সুতা।
শীঘ্রগতি গেল পরে দ্যুমৎসেন যথা ॥
নৃপতি বলিল বহু নিষেধ বচন।
সাবিত্রী নিষেধ নাহি মানিল তখন ॥
রাজরাণী বার্ত্তা পান বধূ যান বন।
চিন্তাকুল মহিষী আছিল সেইক্ষণ ॥
সাবিত্রীকে কহিলেন মধুর বচন।
কহ বধূ চিন্তা কর কিসের কারণ ॥
ফল মূল লয়ে স্বামী আসিবে এখন।
কি কারণে মহাকষ্টে যাবে তুমি বন ॥
অন্য কেহ নাহি তথা দেখ ঘোর বন।
কি কারণে চিন্তা কর স্বামীর কারণ ॥
দুই দিন হৈল তাহে আছ উপবাসী।
ঘরে আসি ভোজন করহ সুখে বসি ॥
শাশুড়ীর মুখে শুনি এতেক বচন।
করযোড়ে কহিতে লাগিল সেইক্ষণ ॥
আসিয়া পশ্চাতে আমি করিব ভোজন।
আজ্ঞা কর তবে রাণী দেখে আসি বন ॥
বিশেষত আছে এই শাস্ত্রের প্রসঙ্গ।
ব্রতশেষে বঞ্চিবেক নিজপতি সঙ্গ ॥
দেখিয়া বনের শোভা দিবস বঞ্চিব।
আনন্দে স্বামীর সঙ্গে এখনি আসিব ॥
সাবিত্রীর আশয় বুঝিয়া রাজরাণী।
নিবৃত্ত হইল আর না কহিল বানী ॥
হেনমতে সাবিত্রী সহিত সত্যবান।
অত্যন্ত কানন মাঝে করিল পয়ান ॥
নানা রূপ কৌতুক দেখিয়া দুইজন।
বহুবিধ ফল মূল কৈল আহরণ ॥
মুনিবাক্য মনে করি ভূপতির সুতা।
অত্যন্ত আকুল হৈল ঘোর চিন্তাযুতা ॥
না জানি কেমনে হবে পতির নিধন।
সত্যবান না জানেন এত বিবরণ ॥
ভ্রমণ করিয়া সুখে তুলি ফল মূল।
পাত্র পরিপূর্ণ হৈল নাহি আর স্থল ॥
রাখিয়া আঁকড়ি সাজি সাবিত্রীর কাছে।
কাষ্ঠ হেতু সত্যবান উঠিলেন গাছে ॥
কুঠারে কাটিয়া পরে বৃক্ষ সহ ডাল।
উপস্থিত হইলা আসিয়া মৃত্যুকাল ॥
অকস্মাৎ শিরঃপীড়া রোগেতে অস্থির।
সহস্র নাগেতে যেন দংশিলেক শির ॥
সত্যবান বলিলেন রাজার তনয়া।
বুঝিতে না পারি কিবা হৈল দেবমায়া ॥
দশদিক অন্ধকার দেখি অকস্মাৎ।
সহস্র সহস্র শেল মারয়ে নির্ঘাত ॥
তনু হৈতে বাহির হইল বুঝি প্রাণ।
নিস্তার না দেখি আর হইনু অজ্ঞান ॥
সাবিত্রী কহিল আমি জানি পূর্ব্বকথা।
ধৈর্য্য হও এখনি ঘুচিবে শিরোব্যথা ॥
শয়ন করিয়া সুখে থাকহ ঠাকুর।
হইবে সকল পীড়া মুহূর্ত্তেকে দূর ॥
নিজ অঙ্গ বসন পাতিয়া পুণ্যবতী।
উরুতে রাখিয়া শির শোয়াইল পতি ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

সত্যবানের মৃত্যু এবং যমের নিকটে সাবিত্রীর বর প্রাপ্তি।

চেতন রহিত হৈল রাজার তনয়।
ক্রমে ক্রমে আয়ুঃ শেষ হইল উদয় ॥
দেখিয়া নৃপতিসুতা ভাবিলেন মনে।
কাল পরিপূর্ণ হৈ রাজার নন্দনে ॥
অবশ্য আসিবে হৈতা কৃতান্ত কিঙ্কর।
দেখিব কেমনে লয় আমার ঈশ্বর ॥
হেনমতে সাবিত্রী রহিল ঘোর বনে।
হেথায় ডাকিল যম যত দূতগণে ॥
সত্যবানে আনিতে কহিল ধর্ম্মরাজ।
আজ্ঞাতে আইল বহু দূতের সমাজ ॥
যথায় কাননে পড়ে ভূপতি নন্দন।
তাঁহার নিকটে গেল যত দূতগণ ॥
পরশিতে না পারিল সাবিত্রীর তেজে।
নিরস্ত হইয়া দূত কহে ধর্ম্মরাজে ॥
দূতমুখে ধর্ম্মরাজ পাইয়া একথা।
আপনি চলিল শীঘ্র সত্যবান যথা ॥
সাবিত্রী কহিল তবে তুমি কোনজন।
ধর্ম্মরাজ বলিলেন সবার শমন ॥
রাজ পুত্র সত্যবান এই তব স্বামী।
কাল পূর্ণ হৈল আজি লয়ে যাই আমি ॥

সাবিত্রী কহিল ধর্ম্ম যে আজ্ঞা তোমার।
বিধাতার নির্ব্বন্ধ লঙ্ঘিতে শক্তি কার॥
মায়াতে মোহিত সব কেবা কার পতি।
সব সত্য ধর্ম্ম মাত্র অখিলের পতি॥
এতেক কহিয়া সতী ছাড়ি সত্যবানে।
করযোড়ে রহিল যমের বিদ্যমানে।
সত্যবান সমীপে আনিয়া সূর্য্যসুত।
শরীর হইতে নিয়া পদার্থ অদ্ভুত॥
অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ তনু দেখিতে সুন্দর।
বন্ধন করিয়া নিয়া চলিল সত্বর॥
দেখিয়া পতির দশা হয়ে দুঃখমতী।
কিছু না কহিয়া যায় যমের সংহতি॥
দেখিয়া কাতর মন জিজ্ঞাসিল তায়।
আইলে কি হেতু বল যাইবে কোথায়॥
কালেতে হইল তব পতির মরণ।
তার জন্যে বৃথা চিন্তা কর অকারণ॥
সকলের নিয়ম আছয়ে এইমত।
কালপূর্ণ হৈলে তবে যায় মৃত্যুপথ॥
আমার বচনে তবে যাও গুণবতী।
শীঘ্রগতি স্বামীর চিন্তহ ঊর্দ্ধগতি॥
ধর্ম্ম রাজ মুখে শুনি এতেক উত্তর।
রাজকন্যা কহিলেন করি জোড় কর॥
যে কিছু কহিলে প্রভু সব জানি আমি।
কেবা কার ভাই বন্ধু কেবা কার স্বামী॥
সহজে সংসার মিথ্যা বিশেষ আমার।
মায়াপাশে কি হেতু যাইব পুনর্ব্বার॥
কাল পূর্ণে মরে পতি দুঃখ নাহি ভাবি।
সকলে মরিবে নহে কেহ চিরজীবী।
এইমত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যেতে যত জন॥
জনম লভিলে পর অবশ্য মরণ।
ধর্ম্ম ধর্ম্ম অনুসারে সুখ দুঃখ ভোগ।
নিজ ইচ্ছা নহে কারো বিধির সংযোগ॥
আপনার স্বকর্ম্ম ভুঞ্জিবে মোর পতি।
আমার কি সাধ্য করি তাঁর ঊর্দ্ধগতি॥
আপনি আপন বন্ধু যদি রাখে ধর্ম্ম।
আপনি আপন শত্রু করিলে কুকর্ম্ম॥
সর্ব্ব দুঃখ ধর্ম্ম ধর্ম্ম সদা অনুগত।
পূর্ব্বাপর নিয়মিত আছে শাস্ত্রমত॥
এ কারণে প্রাণপণে করিবেক ধর্ম্ম।
সৎসঙ্গ সঙ্গতি হৈলে করে নানা কর্ম্ম॥
সংসারে সার সঙ্গ বলে মুনিগণে।
সঙ্গদোষে চোর হয় সাধু সঙ্গগুণে॥

সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম সন্তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
পৃথিবীতে সাধ্যা তুমি নৃপতির সুতা।
তোমার জননী ধন্য ধন্য তব পিতা॥
শ্রবণে শুনিনু তব বাক্য সুধারস।
বর লহ সাবিত্রী হইনু তব বশ॥
সত্যবানে ছাড়ি তুমি মাগ অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর॥
সাবিত্রী কহিল যদি হৈলে কৃপাবান।
অপুত্র আছেন পিতা দেহ পুত্রদান॥
যম বলেন তারে আমি দিনু পুত্রবর।
যাও শীঘ্রগতি তুমি আপনার ঘর॥
সাবিত্রী কহিল শুন মম নিবেদন।
তব সঙ্গ ছাড়িতে তিলেক নাহি মন॥
সতের সঙ্গতি যেন কাশীর নিবাস।
আমারে করিতে চাহ হইতে নিরাশ॥
পূর্ব্ব পিতৃপুণ্য বলে ভাগ্য নিজবশে।
তোমা হেন গুণনিধি পাই অনায়াসে॥
তোমা হৈতে কর্ম্ম বন্ধ না হইল ক্ষয়।
জানিনু আমারে বাম বিধাতা নিশ্চয়॥
এত শুনি তুষ্টিতে বলিল মৃত্যুপতি।
অমৃত অধিক শুনি তোমার ভারতী॥
পুনঃ পুনঃ আনন্দ জন্মায় মম মনে।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবনে॥
সাবিত্রী কহিল যদি কৃপা হৈল মোরে।
শ্বশুর আছয়ে অন্ধ চক্ষু দেও তাঁরে॥
শমন কহিল চক্ষু হইল তাঁহার।
রজনী অধিক হয় যাহ নিজাগার॥
রাজকন্যা কহিলেন সব জান তুমি।
সংসার বাসনা কভু নাহি করি আমি॥
না চাহি তনয় বন্ধু নাহি চাই পতি।
আজ্ঞা কর সতত ধর্ম্মেতে থাকে মতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে কহে দণ্ডপাণি।
পরম সুশীলা তুমি হে রাজনন্দিনি॥
তব বাক্যে সানন্দ হইল মম মন।
বর মাগ বিনা সত্যবানের জীবন॥
সাবিত্রী কহিল আর না করিব লোভ।
লোভে পাপ পাপে মৃত্যু পাছে হয় খোভ
একারণে বর নিতে ভয় বাসি মনে।
শুনিয়ে কৌতুকে যম কহে সেইক্ষণে॥
সত্যবান জীবন ছাড়িয়া অন্য বর।
যাহা ইচ্ছা মাগ তুমি আমার গোচর॥

সাবিত্রী কহিল বর মাগিব শমন।
রাজ্যহীন শ্বশুরের দেও রাজ্য ধন॥
মম বরে পুনঃ রাজ্য পাবে নৃপবর।
বিলম্বেতে নাহি কার্য্য যাও নিজ ঘর॥
সাবিত্রী কহিলা শুন মম নিবেদন।
অবশ্য পাইবে যাহা বিধির সৃজন॥
মায়াতে মোহিত সবে সত্যপথ ত্যজে।
মায়াঘোর বিপদ সাগরে মাত্র মজে॥
আমার আমার করি বলে সর্ব্বজন।
মিথ্যা ঘর পরিবারে মজাইয়া মন॥
নারী পুত্র বান্ধব শ্বশুর পিতা মাতা।
অনর্থের হেতু সব মহাদুঃখ দাতা॥
এ সর্ব্ব পালন হেতু ত্যজে নিজ ধর্ম্ম।
ভরণ পোষণ করে করিয়া কুকর্ম্ম॥
পশ্চাতে অধর্ম্মভাগী হয় সেই জনা।
নিজ অঙ্গে ভোগ করে বিবিধ যন্ত্রণা॥
নয়ন থাকিতে অন্ধ প্রায় যত লোক।
কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ যেন তসরের পোক॥
বিধির নির্ব্বন্ধ সেই বৃক্ষপত্র খায়।
যথাকালে আপনার কর্ম্মফল পায়॥
জানিয়া তথাপি তারা থাকে অনায়াসে।
পাছে বিপরীত বুদ্ধি হয় কোন দোষে।
সুখেতে থাকিব হেন ভাবিয়া অন্তরে।
নিজসূত্রে বেষ্টিত হইয়া পাছে মরে॥
সেইমত পৃথিবীতে হৈল যত লোক।
মায়ামোহে মজিয়া পশ্চাতে পায় শোক॥
সংসার অসার প্রভু সার ধর্ম্মপথ।
তাহা বিনা আমার না হয় মনোরথ॥
ঘর ঘোর বন্ধনে যাইতে কদাচন।
নিশ্চয় জানিবা দেব নাহি মম মন॥
উৎপত্তিতে তৃপ্ত জীব চিন্তার হুতাশে।
শীতল হউক দেব তোমার বাতাসে॥
আজ্ঞা কর মুহূর্ত্তেক থাকিব সংহতি।
এত শুনি তুষ্ট হয়ে বলে মৃত্যুপতি॥
ধন্য তব চরিত্র আমারে চমৎকার।
অগোচর নহে মম অখিল সংসার॥
অল্পকালে ধর্ম্মেতে এতেক হয় মতি।
তোমার তুলনা যোগ্য নাহি দেখি ক্ষিতি॥
পৃথিবীতে তোমার হইল যত যশ।
মধুর বচনে তব হইলাম বশ॥
স্বামী সত্যবানের জীবন অনাবর।
যাহা ইচ্ছা মাগি লও আমার গোচর॥

সাবিত্রী বলিলা সত্যবানের ঔরসে।
হইবেক এক পুত্র পঞ্চম বরসে॥
হেনমতে দেও মোরে শতেক নন্দন।
অঙ্গীকার নিজবাক্য করহ পালন॥
কৃতান্ত কহিল ঘরে যাও গুণবতী।
মম বরে হবে তব শতেক সন্ততি॥
এত বলি শীঘ্রগতি চলিল শমন।
সাবিত্রী তাহার পাছে করিলা গমন॥
যম বলে কি কারণে আসিতেছ কোথা।
চারি বর দিলাম জঞ্জাল কর বৃথা॥
সাবিত্রী কহিল দে উত্তম কহিলা।
শত পুত্র জন্মিবে আপনি বর দিলা॥
অলঙ্ঘ্য তোমার বাক্য কে পারে লঙ্ঘিতে
আমার হইবে পুত্র সত্যবান হৈতে॥
ইহার বিধান অগ্রে কর ধর্ম্মরায়।
তোমার সংহতি মম নাহি কোন দায়॥
সাবিত্রীর মুখে শুনি এতেক ভারতী।
পরম লজ্জিত হয়ে কহে মৃত্যুপতি॥
এতিন ভুবনে তুমি সতী পতিব্রতা।
পবিত্র হইবে লোক শুনি তব কথা॥
বিশেষ করিলা ব্রত চতুর্দ্দশী দিনে।
পাইলা এ চারি বর তাহার কারণে॥
দ্বিতীয় তোমার কর্ম্ম কহা নাহি যায়।
নতুবা শুনেছ কোথা মৈলে প্রাণ পায়॥
লও তব পতি এই রাজা সত্যবান।
কৌতুকে গমন কর আপনার স্থান॥
যেই ব্রত করিলা বসিয়া অহর্নিশি।
লোক পরে করিবেক সাবিত্রী চতুর্দ্দশী॥
ভক্তিভাবে এই কথা কহে যেই জন।
পাইবে পরম পদ না যায় খণ্ডন॥
তোমার মহিমা যেবা করিবে স্মরণ।
আমা হৈতে ভয় তার নাহি কদাচন॥
তোমার গুণেতে বশ হইলাম আমি।
যাও শীঘ্র সহিতে লইয়া তব স্বামী॥
পৃথিবীতে ভোগ কর পরম কৌতুকে।
অন্তকালে বসতি দোঁহার বিষ্ণুলোকে॥
এত বলি মৃত্যুপতি ছাড়ি সত্যবানে।
আনন্দ বিধানে গেল আপনার স্থানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সত্যবানের পুনর্জীবন।

নিজপতি পায়ে সতী হরষিত মতি।
স্বামির নিকটে গেলা পুনঃ শীঘ্রগতি ॥
মহানন্দে লয়ে সেই অঙ্গুষ্ঠ পুরুষে।
স্বামী অঙ্গে নিয়োজিল পরম হরিষে ॥
সচৈতন্যে উঠিলেন রাজার নন্দন।
নিদ্রা হৈতে যেমন হইল জাগরণ ॥
হেনকালে শুন যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
অস্ত গেল দিবাকর আইল রজনী ॥
দেখি সত্যবান অতি চিন্তাকুল মনে।
লাগিলেন কহিতে সাবিত্রী সম্বোধনে ॥
কহ প্রিয়ে হইল দুরন্ত ঘোর নিশি।
কিমতে পাইব রক্ষা অরণ্য নিবাসী ॥
চিনিতে না পারি পথ অন্ধকার ঘোর।
কেন প্রিয়ে না করিলে নিদ্রাভঙ্গ মোর ॥
হায় বিধি কাল নিদ্রা মোরে আনি দিলে।
কান্দিবেক জনক জননী শোকাকুলে ॥
সাবিত্রী কহিল প্রভু শুন মম কথা।
হইল যে কর্ম্ম তাহা চিন্তা কর বৃথা ॥
নিদ্রাভঙ্গ করিলে অধর্ম্ম বড় হয়।
সেই জন্যে জাগাইতে মনে হৈল ভয় ॥
মম মনে অবশ্য আছয়ে কিছু বেলা।
নিশ্চিতে রহিনু আমি মনে করি হেলা ॥
মেঘেতে আচ্ছন্ন বেলা নারিনু বুঝিতে।
মম দোষ নাহি কিছু না ভাবিবা চিতে ॥
অকারণে করিছ গমন মনোরথ।
রাত্রিকালে বনস্থলে না জানিবা পথ ॥
চল প্রভু এই বৃক্ষে আরোহণ করি।
কোনমতে বঞ্চি যাব এ ঘোর শর্ব্বরী ॥
প্রভাতে উঠিয়া কালি করিব গমন।
যে আজ্ঞে তোমার এই মম নিবেদন ॥
সত্যবান কহিলেন উত্তম কহিলে।
এখান হইতে কোথা যাব রাত্রিকালে ॥
ইহা বলি উঠিলেন বৃক্ষের উপরে।
চিন্তায় আকুল দোহে দুঃখিত অন্তরে ॥
তথায় হইল চক্ষু অন্ধ নৃপতির।
পুত্রের বিলম্ব দেখি হইল অস্থির ॥
শোকাকুলে অনেক কান্দয়ে রাজরাণী।
কোথায় রহিল পুত্র এ ঘোর রজনী ॥
তিন দিন উপবাসী বধু গেল সাতে।
না জানি কেমন কষ্ট হইল বা পথে ॥
সৌভাগ্যে পাইল স্বামী যদি চক্ষুদান।
হারাইল রত্ননিধি পুত্র সত্যবান ॥
হায় বধু সাবিত্রী কুমার সত্যবান।
তোমা দোহ না দেখিয়া ফাটে মম প্রাণ ॥
ঘোর বনে বনজন্তু শত শত ছিল।
অভাগীর কর্ম্মদোষে বুঝি বিধি নিল ॥
নাম ধরি কান্দিয়া উঠিয়া দুই জনে।
কারণ জানিতে গেল যত মুনি স্থানে ॥
একে একে কহিল যতেক মুনিগণ।
কি হেতু তোমরা এত করিছ ক্রন্দন ॥
আশ্বাস করিয়া কহি না করিবে ভয়।
সুখের লক্ষণ রাজা জানিবে নিশ্চয় ॥
আমা সবাকার বাক্য কভু নহে আন।
সর্ব্বসুখে আসিবে সাবিত্রী সত্যবান ॥
শান্তনা করিয়া দোহে পাঠাইল ঘর।
চিন্তাকুলে রহিলেন দুঃখিত অন্তর ॥
বঞ্চিলেন কতেক কষ্টেতে সেই নিশি।
হেনকালে অরুণ উদয় পূর্ব্ব দিশি ॥
প্রভাতে জানিলা তবে রাজার নন্দন।
ফল মূল কাষ্ঠ লয়ে করিল গমন ॥
হেথা রাজরাণী করে পথ নিরীক্ষণ।
হেনকালে নিকটে আইল দুইজন ॥
শীতল দোহার অঙ্গ প্রেম অশ্রুজলে।
সেইমত আনন্দ হইল বনস্থলে ॥
আশ্রমে আইল দোহে প্রফুল্ল বদনে।
সত্যবান সাবিত্রী আইল নিকেতনে ॥
শুনিয়া আইল যত ছিল মুনিগণ।
জিজ্ঞাসিল সবিস্ময় যত বিবরণ ॥
সবাকারে সাবিত্রী কহিলা সমুদয়।
আদ্য অন্ত ঘটনা বনেতে যত হয় ॥
এত শুনি সর্ব্বজন সাবিত্রীর কথা।
জানিলা মনুষ্য নহে অশ্বপতিসুতা ॥
বহুবিধ প্রশংসা করিল সর্ব্বজন।
আশীর্ব্বাদ করি সবে করিল গমন ॥
সাবিত্রীর চরিত্র শুনিয়া রাজরাণী।
আপনারে কৃত কৃত্য ভাগ্য হেন মানি ॥
স্নান দান করিলেন হরিষ অন্তরে।
শুন ধর্ম্মরাজ তার কত দিনান্তরে ॥
অশ্বপতি ভূপতি হইল পুত্রবান।
শত্রু জিনি নিজ রাজ্য নিল সত্যবান ॥
সাবিত্রীর শত পুত্র হৈল শত কালে।
নিজ রাজ্যে একান্ত বঞ্চিল কুতূহলে ॥

সাবিত্রীর তুল্য নাহি এ তিন ভুবনে।
দুই কুল উদ্ধার করিল নিজ গুণে॥
মৃত জন প্রাণ পায় অন্ধে চক্ষুদান॥
অপুত্রক ছিল রাজা হৈল পুত্রবান।
জন্মাইল আপনার শতেক সন্ততি।
নিজ রাজ্য উদ্ধার করিল গুণবতী॥
এই হেতু সর্ব্বজন ভুবন ভিতরে।
সাবিত্রী সমান বলি আশীর্ব্বাদ করে॥
পূর্ব্বের বৃত্তান্ত এই ধর্ম্মের নন্দন।
দ্রৌপদীরে দেখি আমি তাহার লক্ষণ॥
এত বলি নিজস্থানে গেলা মুনিরাজ।
আনন্দ বিধানে স্থিত পাণ্ডব সমাজ॥
ভারত চরিত্র কর্ত্তা মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে কাশীরাম দাস॥

যুধিষ্ঠিরের কাম্যবন ত্যাগ এবং দ্রৌপদীর অহঙ্কার বিবরণ।

বলিলা বৈশম্পায়ন শুন নরবর।
কৃষ্ণা সহ কাম্যবনে পঞ্চ সহোদর॥
মার্কণ্ডেয় মুনি যদি করিলা গমন।
হইল বিষাদে মগ্ন সবাকার মন॥
কাম্যবন ত্যাগ হেতু বিচারিয়া মনে।
আনিলেন দ্বারকা হইতে নারায়ণে।
দিন কত তথায় রহেন যদুবীর।
আনন্দ সাগরে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির॥
আর দিন সর্ব্বজন বসি এক যোগে।
কহিলেন যুধিষ্ঠির গোবিন্দের আগে॥
এক নিবেদন মম দেবকী তনয়।
অতঃপর হেথায় রহিতে যোগ্য নয়॥
নষ্ট চেষ্টা আরম্ভ করিল দুষ্টগণ।
পুনঃ পুনঃ আসি সবে করিবে হিংসন॥
আর দেখ হৈল মম অজ্ঞাত সময়।
ইহাতে নিকটে শত্রু কভু ভাল নয়॥
এই বন ত্যজিয়ে যাইব দূর দেশ।
সন্ধানে কৌরব যথা না পায় উদ্দেশ॥
এ কারণে নিবেদন করি ভগবান।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় বিধান॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন যাহা কহিতেছ তুমি।
ইহার বিচার পূর্ব্বে করিয়াছি আমি॥
চল সবে অজ্ঞাতে বঞ্চিব অনায়াসে।
কৌরব চণ্ডাল নাহি যায় সেই দেশে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
আনন্দিত যুধিষ্ঠির পঞ্চ সহোদর॥
ধৌম্য পুরোহিত সঙ্গে করি ধর্ম্মরাজ।
নিকটে আনিয়া যত ব্রাহ্মণ সমাজ॥
করযোড়ে কহিলেন রাজা দুঃখ মন।
অবধান কর সবে মম নিবেদন॥
সবে জান হৈল আসি অজ্ঞাত সময়।
এ কারণে নিবেদিতে মনে করি ভয়॥
কৃপা করি যাও সবে হস্তিনানগর।
যাবৎ না পূর্ণ হয় অজ্ঞাত বৎসর॥
করিবে সবার সেবা মম জ্যেষ্ঠ তাত।
কহিবা পাণ্ডব গেল লঙ্ঘিতে অজ্ঞাত॥
তবে যদি তথায় রহিতে নাহি মন।
পঞ্চাল দেশেতে সবে করিহ গমন॥
আশীর্ব্বাদ কর তোমা সবার প্রসাদে।
অজ্ঞাত বৎসর যেন বঞ্চি অপ্রমাদে॥
এত শুনি বিদায় হলেন সর্ব্বজন।
হৈলেন পরম দুঃখী ধর্ম্মের নন্দন॥
আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিল বিপ্রজাল।
কতক হস্তিনা পুরে কতক পঞ্চাল॥
দ্বিজগণে বিদায় করিয়া যুধিষ্ঠির।
কাম্যবন পরিহরি হইয়া বাহির॥
অগ্রে ধর্ম্ম চলিলেন বিপ্র কত জন।
গোবিন্দ সহিতে পরে ভীমাদি গমন॥
চলিলেন যাজ্ঞসেনী পাকপাত্র হাতে।
ত্রৈলোক্য মোহিনী রূপ সবার পশ্চাতে॥
চিরদিন বসতি আছিল কাম্যবন।
ছাড়িয়া যাইতে সবে নিরানন্দ মন॥
নানাবিধ পর্ব্বত অসংখ্য নদনদী।
স্থাবর জঙ্গম আদি কে করে অবধি॥
বিবিধ বনের শোভা দেখিয়া কৌতুকে।
পবন গমনে সবে যান মন সুখে॥
তদন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
নিকটে আইল সবে কাম্যসরোবরে॥
দেবের দুর্ল্লভ সেই তীর্থ মনোরম।
জলে জলজন্তু নানা জাতি বিহঙ্গম॥
প্রফুল্ল কমলে ভৃঙ্গ পায়ে মকরন্দ।
কুসুম উদ্যান তটে দেখিতে আনন্দ॥
বসিলেন বৃক্ষতলে দেখি মনোরমে।
বিশ্রাম করিলা সবে পথ পরিশ্রমে॥
জল স্থল দেখিয়া উত্তম কাম্যবন।
নানামত প্রশংসা করিয়া সর্ব্বজন॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন এবে কর সবে স্নান।
পৃথিবীতে তীর্থ নাহি ইহার সমান॥

এ তীর্থ স্পর্শনে নাহি যম অধিকার।
তর্পণ করিলে হয় সকলে উদ্ধার॥
এতেক কহিলা যদি দেবকী নন্দন।
আনন্দ বিধানে স্নান কৈল সর্ব্বজন॥
হেনমতে পঞ্চ ভাই পরম কৌতুকে।
ক্রমে তিন রাত্রি তথা রহিলেন সুখে॥
পর দিন প্রভাতে উঠিলা সর্ব্বজনে।
হেনকালে দ্রৌপদীর জপজিল মনে॥
এ তিন ভুবনে আমি সতী পতিব্রতা।
স্বামিগণ সহ বনে দুঃখেতে দুঃখিতা॥
পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করয়ে মুনিগণ।
নিশ্চয় জানিনু মম সফল জীবন॥
অখিল ভুবনপতি যার এত বশ।
ইহার অধিক মম কি হইবে যশঃ॥
এইমত অহঙ্কার কৈল যাজ্ঞসেনী।
অন্তর্যামী সকল জানিলা চক্রপাণি॥
গর্ব্ব চূর্ণ নিমিত্ত ভাবেন নারায়ণ।
হেনকালে দেখেন মুনির তপোবন॥
নানা বৃক্ষে নানা ফল ধরে নানামতে।
এইমতে কৌতুক দেখিয়া দুই ভিতে।
পাসরিয়া পথশ্রম মহা আনন্দিত।
কত দূরে মুনীন্দ্র আশ্রমে উপনীত॥
স্বর্গের সমান সেই স্থান মনোহর।
দেখি হৃষ্টমতি ধর্ম্ম পঞ্চ সহোদর॥
দৈব পথশ্রমে হৈল অবশ শরীর।
শ্রান্তযুক্ত তথায় বসিল যুধিষ্ঠির॥
স্নান দান করিতে লাগিলা কত জন।
আলস্য ত্যজিতে কেহ করিলা শয়ন॥
ইষ্টদেব পূজা হেতু কেহ পুষ্প তুলে।
ফল মূল আদি কেহ দেয় ক্ষুধানলে॥
হেনকালে যার যে আনন্দে আছে তথা।
দৈবের সংযোগ পরে শুন তার কথা।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অকালে আম্রের বিবরণ ও দ্রৌপদীর দর্পচূর্ণ।

অকালে রসাল বৃক্ষে এক ফল দেখি।
অর্জ্জুনে কহিলা কৃষ্ণা পরম কৌতুকী॥
আশ্চর্য্য দেখহ দেব এ বড় বিস্ময়।
এই আম্র পাড়ি দেও কৃপা যদি হয়॥
এত শুনি ধনঞ্জয় যুড়ি দিব্য শর।
আম্র পাড়ি অর্পিলেন দ্রৌপদী গোচর॥
আম্র হাতে করি কৃষ্ণা আনন্দিত মন।
হেনকালে আইলেন দেবকী নন্দন॥
দ্রৌপদীর অহঙ্কার চূর্ণ করিবারে।
কহিলেন বনমালী দুঃখিত অন্তরে॥
ভাল নহে কি কর্ম্ম করিলা তুমি পার্থ।
কি হেতু করিলা হেন দুরন্ত অনর্থ॥
তোমার কি দোষ দিব বিধির সংযোগ।
পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মের এই ভোগ॥
হেন বুদ্ধি হয় যার হয় কালপূর্ণ।
সুপণ্ডিত অনেক করায় মতি চূর্ণ।
নিশ্চয় মজিবে হেন লয় মম মনে॥
হইল কুবুদ্ধি কেন তোমা হেন জনে॥
শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাজা যুধিষ্ঠির।
ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসেন কহ যদুবীর॥
যাহাতে পাইল ভয় তোমা হেন জন।
অল্প কথা নহে এই দেবকী নন্দন॥
অনর্থের হেতু এই অকালের ফল॥
কাহার শাসনে দেব এই বনস্থল।
কোন মহারাজ সেই কত বলবান।
কি মতে করিব আজি হেথা অবস্থান॥
কি মতে পাইব রক্ষা কর পরিত্রাণ।
অব্যর্থ তোমার বাক্য বজ্রের সমান॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন মুনি নামে সান্দীপন।
তাঁহার কারণ এই শুনহ রাজন॥
যাঁর নামে সুরাসুর হয় কম্পমান।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাক্য বজ্রের সমান॥
ত্রিভুবনে আছয়ে যতেক সিদ্ধ ঋষি।
সান্দীপন তুল্য কেহ না হয় তপস্বী॥
বহুকাল আশ্রম করয়ে এই বন।
কদাচিৎ কোন স্থানে না যায় কখন॥
তপস্যা করিতে যায় প্রত্যুষ সময়।
সমস্ত দিবস সেই অনশনে রয়॥
আশ্চর্য্য দেখহ তার তপস্যার বলে।
প্রতি দিন এক আম্র এই বৃক্ষে ফলে॥
সমস্ত দিবস গেলে সন্ধ্যাকাল পাকে।
আশ্রমে আসিয়া মুনি পরম কৌতুকে॥
বৃক্ষ হৈতে আম্র পাড়ি করয়ে ভক্ষণ।
এইমতে বহুকাল স্থিতি সান্দীপন॥
হেন আম্র দ্রৌপদীকে পাড়ি দিলা পার্থ।
দোঁহাকার কর্ম্মের দোষে হইল অনর্থ॥
তপস্যা করিয়া মুনি আশ্রমেতে আসি।
আম্র না পাইয়া করিবেক ভস্মরাশি॥

চিন্তিয়া না দেখি কিছু ইহার উপায়।
কহ পার্থ কি কর্ম্ম করিলা মহাদায় ॥
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে রাজা যুধিষ্ঠির।
অশক্য জানিয়া মনে ভাবিয়া অন্তর ॥
করযোড়ে কহিলেন গোবিন্দের আগে।
পাণ্ডবের ভাল মন্দ তোমাতেই লাগে ॥
পাণ্ডবেরে রক্ষা করে নাহি হেন জন।
গুপ্তকথা নহে ইহা দেবকীনন্দন ॥
রাখিবে রাখহ নহে যাহা হয় মনে।
তোমার আশ্রিত জনে মারে কোন জনে ॥
তোমা হৈতে যে কর্ম্ম না হইবে সমতা।
অন্য জনে সে কর্ম্মেতে চিন্তা করে বৃথা ॥
তোমার আশ্রিত যে আমরা পঞ্চজন।
কি মতে পাইব রক্ষা কহ নারায়ণ ॥
শুনিয়া ধর্ম্মের কথা কহেন শ্রীপতি।
বৃক্ষেতে ফলিয়া আম্র আছিল যেমতি ॥
সেইমত বৃক্ষে যদি লাগে পুনর্ব্বার।
তবে সে হইবে রাজা সবার নিস্তার ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন এ তিন ভুবন।
ত্রিবিধ সমস্ত লোকে আছে যেই জন ॥
উৎপত্তি প্রলয় হয় যাঁহার আজ্ঞায়।
গাছে আম্র লাগাইতে তাঁর কোন দায় ॥
গোবিন্দ বলেন এক আছে প্রীতিকার।
বৃক্ষডালে আম্র লাগে সবার নিস্তার ॥
করিলে করিতে পার নহে বড় কায।
কপট ত্যজিয়া যদি কহ ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন যে আজ্ঞা তোমার।
মম সাধ্য হয় যদি এই প্রতীকার ॥
প্রতীকারে মৃত্যু ইহা করে কোন জনে।
আজ্ঞা কর পালন করিব প্রাণপণে ॥
গোবিন্দ বলেন রাজা নহে বড় কায।
সবার নিস্তার হয় শুন মহারাজ ॥
যাজ্ঞসেনী আর যে তোমরা পঞ্চজনে।
কোন কথা অনুক্ষণ জাগে কার মনে ॥
সবার মনের কথা কহ মম আগে।
কপট ত্যজিয়া কহ তবে আম্র লাগে ॥
এই মত সকলে করিলা অঙ্গীকার।
প্রথমে কহেন কথা ধর্ম্মের কুমার ॥
শুন চিন্তামণি চিন্তা করি অনুক্ষণ।
পূর্ব্বমত সম্পদ হইবে নারায়ণ ॥
ব্রাহ্মণ ভোজন যজ্ঞ করি অহর্নিশি।
ইহা বিনা অন্য আমি নহি অভিলাষী ॥

অনুক্ষণ মম মনে এই মনোরথ।
শুনিয়া অকাল আম্র উঠে কতপথ ॥
আশ্চর্য্য হেরিয়া সবে হরিষ অন্তর।
তদন্তরে কহিতে লাগিলা বৃকোদর ॥
ভীম বলিলেন কৃষ্ণ শুন মম বাণী।
এই চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥
পদাঘাতে শত ভাই কৌরব সংহারি।
পরে দুঃশাসনের নখেতে বুক চিরি ॥
উদর পূরিব আমি তাহার শোণিতে।
দ্রৌপদীর কুন্তল বান্ধিব এই মতে ॥
মহামদে মত্ত হৈয়া দুষ্ট বুদ্ধি কুরু।
বস্ত্র তুলি কৃষ্ণারে দেখায় নিজ উরু ॥
রণমধ্যে ভাঙ্গিয়া পাড়িব গদা মারি।
এই চিত্তে করি আমি দিবস শর্ব্বরী ॥
এতেক কহিলা যদি ভীম মহামতি।
কত দূরে আম্রের হইল ঊর্দ্ধগতি ॥
অর্জ্জুন কহেন এই জাগে মম মনে।
অরণ্যে যখন আসি ভাই পঞ্চজনে ॥
দুই হাতে চতুর্দ্দিকে ফেলি যত ধূলা।
তাদৃশ অস্ত্রেতে কাটি দুষ্ট ক্ষত্রগুলা ॥
দিব্য বাণে কর্ণ বীরে করিবে নিধন।
ভীমসেন মারিবেন ভাই শতজন ॥
এ সব ভাবিয়া করি কালের হরণ।
আমার মনের কথা শুন নারায়ণ ॥
তবে আম্র কত দূরে উঠে ঊর্দ্ধপথে।
নকুল কহিল তবে কৃষ্ণের সাক্ষাতে ॥
শুন কৃষ্ণ যে কথা মনেতে চিন্তা করি।
দেশে গিয়া রাজা হৈলে ধর্ম্ম অধিকারী ॥
পূর্ব্বমত রহিব হইয়া যুবরাজ।
ধর্ম্মরাজে ভেটাইব নৃপতি সমাজ ॥
বিচারিয়া বলিব দেশের ভাল মন্দ।
তবে আম্র কত দূরে উঠিল সচ্ছন্দ ॥
সহদেব বলিলেন অনুক্ষণ মনে।
রাজ্যে গিয়া নৃপতি বসিবে সিংহাসনে ॥
করিব রাজার অগ্রে চামর ব্যজন।
করিব সবার তত্ত্ব যত পুরজন ॥
নিযুক্ত রহিব নিত্য ব্রাহ্মণ ভোজনে।
সব দুঃখ পাসরিব জননী পালনে ॥
কহিলাম ভাবি কৃষ্ণ ইহা নিষ্কপটে।
এতেক কহিতে আম্র কত দূরে উঠে ॥
অতঃপর কহিতে লাগিল যাজ্ঞসেনী।
ইহা চিন্তা করি আমি দিবস রজনী ॥

আমারে দিয়াছে দুঃখ দুষ্টগণ যত।
ভীমার্জ্জুন বাণে হবে সর্ব্বজন হত।
তাহাদের নারীগণ কান্দিবেক দুঃখে।
দেখি পরিহাস করি মনের কৌতুকে॥
পুনর্ব্বার নিত্য করি যজ্ঞ মহোৎসব।
পালন করিব সুখে যতেক বান্ধব॥
এতেক কহিল যদি কৃষ্ণা গুণবতী।
পুনর্ব্বার আম্রের হইল অধোগতি॥
মহাভীত হইয়া বলেন যুধিষ্ঠির।
কি হেতু পড়িল আম্র কহ যদুবীর॥
গোবিন্দ বলেন রাজা কি কহিব কথা।
সকল করিল নষ্ট দ্রুপদ-দুহিতা॥
কহিল সকল যত কপট বচন।
এ কারণে পড়ে আম্র ধর্ম্মের নন্দন॥
ব্যগ্র হয়ে পঞ্চ ভাই তবে করপুটে।
কহিলেন কহ কৃষ্ণা যাহে আম্র উঠে॥
গোবিন্দ কহেন কৃষ্ণা কহ সত্য কথা।
নিশ্চয় বৃক্ষেতে আম্র লাগিবে সর্ব্বথা॥
কহিলেন কৃষ্ণা প্রতি ধর্ম্ম নরপতি।
কি কারণে সৃষ্টি নষ্ট কর গুণবতী॥
কপট ত্যজিয়া কহ গোবিন্দের আগে।
সবার জীবন রয় বৃক্ষে আম্র লাগে॥
এতেক কহিল যদি ধর্ম্ম নরবরে।
কিছু না কহিয়া দেবী মৌনভাব ধরে॥
দেখিয়া কুপিল পরে পার্থ ধনুর্দ্ধর।
দ্রৌপদীরে মারিতে যুড়িল দিব্যশর॥
অর্জ্জুন কহেন শীঘ্র কহ সত্য কথা।
নহে তীক্ষ্ণ বাণেতে কাটিব তোর মাথা॥
এতেক কহিল যদি পার্থ মহামতি।
লজ্জা ত্যজি কহিতে লাগিল গুণবতী॥
দ্রৌপদী কহিল দেব কি কহিব আর।
কায়মনোবাক্যে তুমি জান সবাকার॥
যজ্ঞকালে কর্ণ বীর আইল যখন।
তারে দেখি আমার হইল এই মন॥
এই জন হৈত যদি কুন্তীর নন্দন।
ইহার সহিতে পতি হৈত ছয়জন॥
সেই কথা এখন আছয়ে মম মনে।
এতেক কহিতে আম্র উঠে সেইক্ষণে॥
বৃক্ষেতে লাগিল যেন ছিল পূর্ব্বমত।
সানন্দ হইল সবে পূর্ণ মনোরথ॥
নিস্তার পাইয়া মৌন রাজা যুধিষ্ঠির।
গর্জ্জিয়া উঠিল পরে বৃকোদর বীর॥

এই কি তোমার রীতি কৃষ্ণা দুষ্টমতি।
এক পতি সেবে যে কুলের কুলবতী॥
বিশেষ তোমার এই পতি পঞ্চজন।
তথাপি বাসনা মনে সুতের নন্দন॥
ইহাতে বলাও লোকে পতিব্রতা সতী।
প্রকাশ হইল তব কুৎসিত প্রকৃতি॥
সভামধ্যে বলাইলি পরম পবিত্র।
এত দিনে ব্যক্ত হৈল যে রীতি চরিত্র॥
অবিশ্বাসী সর্ব্বনাশি তুই দুষ্টমতি।
কি জন্যে হইল তোর এমন কুরীতি॥
শত্রু জনে যদ্যপি আছয়ে তোর মন।
আর তোরে বিশ্বাস করিবে কোনজন॥
এত বলি মহাক্রোধে গদা লয়ে ভীম।
দ্রৌপদী মারিতে যান বিক্রমে অসীম॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে দেব জগন্নাথ।
শীঘ্রগতি ভীমের ধরিল দুই হাত॥
হাস্যযুক্ত শ্রীমুখে কহেন ভীমসেনে।
দ্রৌপদীর নিন্দা তুমি কর অকারণে॥
কদাচিৎ দ্রৌপদীর নষ্ট নহে মন।
কহিব তোমারে আমি ইহার কারণ॥
সবাকার সকল বৃত্তান্ত জানি আমি।
অকারণে কৃষ্ণারে নিন্দিলে ভীম তুমি॥
নারী মধ্যে এমন না পারে কোজনন।
তবে যে কহিল কৃষ্ণা ত্রাণের কারণ॥
ইহার কারণ আছে অতি গুপ্ত কথা।
এখন উচিত নহে কহিব সর্ব্বথা॥
দেশে গেলে নৃপতি বসিয়া সিংহাসনে।
বিশেষ করিয়া তাহা কব সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণার সমান সতী পতিব্রতা নারী।
ক্ষিতি মধ্যে আছে যেই কহিতে না পারি।
শুনিয়া কৃষ্ণের মুখে এতেক উত্তর।
নিবৃত্ত হইল পরে বীর বৃকোদর॥
আশ্চর্য্য মানিল যুধিষ্ঠির নৃপমণি।
লজ্জায় মলিন মুখ রাণী যাজ্ঞসেনী॥
অলঙ্ঘ্য কৃষ্ণের মায়া কে বুঝিতে পারে।
কেবল কৃষ্ণার গর্ব্ব চূর্ণ করিবারে॥
করিলেন এত ছলা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
স্নান দান কৌতুক করিল সর্ব্বজনা॥
ফল মূল আহার হইল কুতূহলে।
পঞ্চভাই কৃষ্ণেরে কহিল সত্যবোলে॥
অতঃপর জগন্নাথ কর অবধান।
এ স্থান হইতে করি আমরা প্রস্থান॥

কৃষ্ণ কহিলেন আসি মুনির আশ্রমে।
বিনা সম্ভাষণে তাঁরে যাইব কেমনে ॥
অন্য কেহ নহে রাজা তুমি উপস্থিত।
আশ্রমে আসিয়া মুনি হবেন দুঃখিত ॥
বলিলেন যুধিষ্ঠির আশ্রমেতে আসি।
অবজ্ঞা করিয়া গেল মোরে না সম্ভাষি ॥
একারণে দিনেক থাকিতে যুক্তি হয়।
সুযুক্তি সবার মনে লয় কি না লয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ যে আজ্ঞা তোমার।
ত্রিভুবন ভিতরে লঙ্ঘিতে শক্তি কার ॥
এত বলি কৌতুকে রহিল সর্ব্বজন।
হেথা মুনি জানিল কৃষ্ণের আগমন ॥
আপনার প্রশংসা করিল বহুতর।
ধন্য আমি সফল হইল কলেবর ॥
তপস্যা করিয়া যাঁরে দৃষ্টি অভিলাষী।
অযত্নে তাঁহার দেখা পাই ঘরে বসি ॥
এতবলি কৌতুকে তুলিল ফল মূল।
হরিষ অন্তরে যান হইয়া আকুল ॥
আশ্রমে আসিয়া মুনি হৈল উপনীত।
মধ্যাহ্ন সময়ে যেন আদিত্য উদিত ॥
পুরাইতে শ্রীহরি ভক্তের মনোরথ।
অগ্রসর হইয়া আইল কত পথ ॥
সেইমত সর্ব্বজন আইল সংহতি।
মুনিবরে প্রণাম করিল হৃষ্টমতি ॥
কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়া সান্দীপন।
অনন্ত তোমার মায়া জানে কোন জন ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ণ।
কি শক্তি আমার প্রভু করিতে স্তবন ॥
বহুমত স্তব করি মুনি সান্দীপন।
আশ্রমে আসিয়া দিল বসিতে আসন ॥
সেইমত আসন দিলেন সর্ব্বজনে।
বসিলেন সর্ব্বজন আনন্দিত মনে ॥
অতিথি বিধানে করি সবাকার পূজা।
পরম আনন্দ মনে যুধিষ্ঠির রাজা ॥
নানা কথা কৌতুকে রহিল মনোরথে।
রজনী বঞ্চিয়া সবে উঠিল প্রভাতে ॥
পঞ্চভাই প্রণাম করিয়া মুনিবরে।
বিদায় হইয়া যান হরিষ অন্তরে ॥
কহিলেন বহু কৃষ্ণ মুনি সান্দীপনে।
সম্ভাষ করিল তবে ভাই পঞ্চজনে ॥
তথা হৈতে পূর্ব্বভিতে করিল গমন।
দুই দিগে দেখিল অনেক রম্যবন ॥

ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস।

যুধিষ্ঠিরের শূরসেন বনে স্থিতি।

মুনি বলিলেন শুন কহিতে বিস্তর।
এইমত সংহতি পাণ্ডব দামোদর ॥
শূরসেন নামে বন যমুনার তটে।
উপনীত সর্ব্বজন তাহার নিকটে ॥
জলস্থল দেখে সব বিচিত্র কানন।
বসিলেন বিশ্রাম করিতে সর্ব্বজন ॥
শ্রীকৃষ্ণ কহেন রাজা কর অবধান।
বনমধ্যে এমন না দেখি রম্যস্থান ॥
জলস্থল সুরম্য অসঙ্খ্য মৃগ পাখী।
ইহাতে আশ্রম কর পরম কৌতুকী ॥
চতুর্দ্দিকে ইহার না আছে রাজচর।
যথা সুখে আজ্ঞাতে বঞ্চহ নরবর ॥
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ তৈলঙ্গ গুজরাট।
কাম্বোজ কর্ণাট মদ্র বিভঙ্গ বিরাট ॥
অযোধ্যা পঞ্চাল কাশী কাঞ্চি আদি দেশ
সিঙ্গসেন কাশীভোজ কাশ্মীর বিশেষ ॥
ইত্যাদি অনেক রাজ্য নিকটে আছয়।
কদাচিৎ নাহি ইথে কৌরবের ভয় ॥
ইতিমধ্যে নিবাস করিয়া কোন দেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিবে গুপ্তবেশে ॥
তদন্তরে রাজ্যে গিয়া হইবে ভূপতি।
আমারে বিদায় কর যাই দ্বারাবতী ॥
বিশেষ হইল তব অজ্ঞাত সময়।
অতঃপর অত্যন্ত জনতা ভাল নয় ॥
ধর্ম্ম বলিলেন কৃষ্ণ কি কহিব আর।
তোমাতে একান্ত আছে ভার পাণ্ডবের ॥
সহায় সম্পত্তি সখা বন্ধু মিত্র ভাই।
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেহ নাই ॥
পুনঃ পুনঃ রাখিয়াছ অনেক সঙ্কটে।
অজ্ঞানে রাখহ কৃষ্ণ দুষ্টের কপটে ॥
গোবিন্দ কহেন তুমি না করিহ ভয়।
যথা তুমি তথা আমি জানিহ নিশ্চয় ॥
যখন যে কর্ম্ম তব হবে উপস্থিত।
জ্ঞাতমাত্র আসিয়া করিব সমাহিত ॥
এত বলি যান কৃষ্ণ দ্বারকানগর।
শুনিয়া পাণ্ডব পঞ্চ দুঃখিত অন্তর ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্ম জানিবার জন্য ধর্ম্মের ছলনা
ও ভীমের জল আনিতে গমন।

জিজ্ঞাসিল জন্মেজয় কহ অতঃপর।
কি কি কর্ম্ম করিলেন পঞ্চ সহোদর॥
মুনি বলিলেন বাক্য শুন নৃপবর।
তৃষ্ণায় পীড়িত হয়ে পঞ্চ সহোদর॥
বৃক্ষমূলে বসি রাজা কহিল ভীমেরে।
জল আছে কেথা ভীম জানহ সত্বরে॥
আজ্ঞামাত্র বৃকোদর করিল গমন।
সে বনে না পাইলেন জল অন্বেষণ॥
কোথায় পাইব জল চিন্তে মহামতি।
পবননন্দন যান পবনের গতি॥
কতদূরে দেখিলেন কুসুম কানন।
নানা জাতি ফুল ফলে অতি সুশোভন॥
অশোক কিংশুক জাতি টগর মল্লিকা।
চম্পক মাধবী কুরু ঝটি সেফালিকা॥
ইন্দ্রমণি পলাশ কাঞ্চন নানা ফুল।
মধুলোভে উড়ে বৈসে মত্ত অলিকুল।
খঞ্জন খঞ্জনী নাচে আপনার সুখে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে পরম কৌতুকে॥
তথা হৈতে যান বীর অতি মনোদুঃখে
কোথায় পাইব জল যাব কোন মুখে।
চিন্তাকুল বৃকোদর করিল গমন॥
হেনকালে শুন রাজা অপূর্ব্ব কথন॥
জানিতে পুত্রের ধর্ম্ম আসি ধর্ম্মরায়।
দিব্য এক সরোবর সৃজিল মায়ায়॥
আপনি মায়ায় ধর্ম্ম পক্ষিরূপ ধরি।
রহিলেন তথায় ছলনা মনে করি॥
পাইল জলের তত্ত্ব বীর বৃকোদর।
ত্বরিতে আইল তথা হরিষ অন্তর॥
জল দেখি তুষ্ট হয়ে পবননন্দন।
পান করিবারে বারি নামিল তখন॥
মায়াপক্ষী বলে শুন ওহে মতিমান।
সমস্যা পুরণ করি কর জলপান॥
নতুবা তোমার মৃত্যু হবে জলপানে।
সমস্যা পুরণ মম কর বিদ্যমানে॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
কাশীদাস কহে পানে দূরে যাবে ক্ষুধা॥

ভীমান্বেষণে অর্জ্জুনের গমন।

ভীম বলিলেন অগ্রে করি জলপান॥
তবে সে করিব তব সমস্যা বিধান॥
তৃষ্ণায় আকুল ভীম অহঙ্কার মনে।
জলস্পর্শ মাত্রেতে মরিল সেইক্ষণে॥
হেথায় ভাবিত রাজা আশ্রমে বসিয়া।
ধীরে২ কহিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া॥
শুন ভাই ধনঞ্জয় না বুঝি কারণ।
কিবা হেতু ভীমের বিলম্ব এতক্ষণ॥
শীঘ্রগতি ভীমেরে করহ অন্বেষণ।
বুঝি ভীম কার সঙ্গে করিতেছে রণ॥
আজ্ঞামাত্র পার্থ বীর উঠিয়া সত্বর।
নিলেন গাণ্ডীব হস্তে তূণ পূর্ণ শর।
প্রণাম করিয়া বীর ধর্ম্মের চরণে।
চলিলেন ধনঞ্জয় ভীম অন্বেষণে॥
ঘোর বনে প্রবেশিল পার্থ ধনুর্দ্ধর।
চলিলেন নিজ সুখে নির্ভয় অন্তর॥
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুহরে।
মকরন্দ লোভে অলি সদা রোল করে॥
কুহু কুহু রবেতে কোকিলগণ গান।
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান।
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া সরোবরে।
তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া যান পান করিবারে॥
হেনকালে বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি কয়।
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনঞ্জয়॥
প্রশ্ন না করিয়া যদি কর বারি পান।
পরশ করিবামাত্র যাবে যমস্থান॥
ধর্ম্মবাক্য ধনঞ্জয় না শুনি শ্রবণে।
আপনার দম্ভে চলিলেন বারিপানে॥
নিপতিত বৃকোদর জলের উপর।
দেখি শোক করিলেন মনে বীরবর॥
এই জল হৈতে হৈল ভ্রাতার নিধন।
আমি কোন লাজে আর রাখিব জীবন॥
মায়া জল পরশ করিতে ইন্দ্রসুত।
শরীর হইতে তার গেল পঞ্চভূত॥
এখানে চিন্তিত অতি রাজা যুধিষ্ঠির।
দোঁহার বিলম্ব দেখি হইলেন অস্থির॥
নকুলেরে কহিলেন ধর্ম্ম নরপতি।
ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে যাব শীঘ্রগতি॥
ভারত পঙ্কজ রবি মহামুনি ব্যাস।
রচিলেন পাঁচালী প্রবন্ধে কাশী দাস॥

ভীমার্জ্জুন অন্বেষণে নকুলের গমন।

লঘু-ত্রিপদী।

নকুলের প্রতি, কহিছে ভূপতি,
শুনহ আমার বাণী।

ভাই দুই জন, জলের কারণ,
গেল কোথা নাহি জানি ॥
করি অন্বেষণ, গহন কানন,
জল আনি শীঘ্রগতি।
পাপিষ্ঠ তৃষ্ণায়, প্রাণ ফেটে যায়,
শুন ভাই মহামতি ॥
রাজ আজ্ঞা শুনি, চলিল তখনি,
মাদ্রীর তনয় বীর।
মহাসত্ত্বোদয়, নির্ভয় হৃদয়,
মনে মনে ভাবি ধীর ॥
দেখিতে সুন্দর, অতি শোভাকর,
কুসুম উদ্যান যত।
অতি সুশোভন, সেই সে কানন,
পশু পক্ষি আদি যত ॥
দেখিয়া কানন, আনন্দিত মন,
চলিলা সত্বরে ধীর।
কতক্ষণ পরে, মায়া সরোবরে,
আইল নকুল বীর ॥
দেখি সরোবর, হরিষ অন্তর,
বিহরে কত বিহঙ্গ।
আরো লাখে লাখ, হংস চক্রবাক,
বিরাজে রমণী সঙ্গ ॥
নকুল হেরিয়া, আকুল হইয়া,
চলে সরোবর তীর।
কহে এ সময়, ধর্ম্ম মহাশয়,
শুন হে নকুল বীর ॥
প্রশ্ন মম কও, তবে জল লও,
নহে যাবে যমপুরে।
তৃষ্ণায় আকুল, হইয়া নকুল,
সে কথা অগ্রাহ্য করে ॥
জলপান তরে, চলিল সত্বরে,
সেই মায়া সরোবরে।
বিধির ঘটন, কে করে খণ্ডন,
পরশন মাত্রে মরে ॥
হেথা রাজা বসি, হইল হুতাশী,
বিলম্ব দেখিয়া অতি।
দুঃখযুত মন, চিত্ত উচাটন,
অত্যন্ত উদ্বিগ্ন মতি ॥
অরণ্যের কথা, সুখ মোক্ষদাতা,
রচিলেন মুনি ব্যাস।
পাঁচালী প্রবন্ধে, মনোহর ছন্দে,
বিরচিল কাশীদাস ॥

ভীমার্জ্জুন নকুলের অন্বেষণে সহদেবের গমন।

যুধিষ্ঠির রাজা অতি ব্যাকুলিত মনে।
সহদেবে কহিলেন মলিন বদনে ॥
আমার বচন ভাই কর অবধান।
তিন জনে না দেখিয়া বাহিরায় প্রাণ ॥
অস্থির আমার মন হৈল কি কারণে।
কার সনে বনে যুদ্ধ করে তিন জনে ॥
যাহ সহদেব জল আনহ সত্বরে।
অন্বেষণ কর আর তিন সহোদরে ॥
এত শুনি সহদেব চলিল সত্বর।
প্রবেশ করিল গিয়া কানন ভিতর ॥
দেখিয়া বনের শোভা হরষিত মন।
চতুর্দ্দিগে দেখে বহু কুসুম কানন ॥
নির্ভয় শরীর বীর করিল গমন।
কত শত শোভা করে কে করে গণন ॥
দেখি সহদেব বীর বনের ভিতর।
মনের আনন্দে যায় নির্ভয় অন্তর।
বন মধ্যে তিন জনে করে অন্বেষণ।
ভ্রমণ করিল বহু গহন কানন ॥
ভীমের দেখিল চিহ্ন অরণ্যেতে আছে।
পদাঘাতে গিরিশৃঙ্গ চূর্ণ করে গেছে ॥
চিহ্ন দেখি সেই পথে যায় মহাবীর।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল সরোবর তীর ॥
সরোবর দৃষ্টমাত্র মাদ্রীর তনয়।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল ধর্ম্মের মায়ায় ॥
জলপান করিবারে যায় সরোবরে।
বককপী ধর্ম্মরাজ কহেন তাঁহারে ॥
মম প্রশ্ন বলি তবে কর জলপান।
অগ্রে যদি পান কর যাবে যমস্থান ॥
ধর্ম্মবাক্য সহদেব না শুনি শ্রবণে।
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে যায় বারিপানে ॥
বিধির নির্ব্বন্ধ যাহা খণ্ডিতে কে পারে।
পরশ করিবা মাত্র সহদেব মরে ॥
সুন্দর কমল তুল্য ভাসিতে লাগিল।
হেথা যুধিষ্ঠির মনে চিন্তা উপজিল ॥
অনেক বিলম্ব দেখি ধর্ম্ম নরপতি।
চিন্তাযুক্ত কহিলেন দ্রৌপদীর প্রতি।
শুনহ আমার বাক্য দ্রৌপদী সুন্দরী।
শ্রীহরি স্মরণ করি আন গিয়া বারি ॥
পাইয়া পতির আজ্ঞা পতিব্রতা নারী।
পানী পাত্র লয়ে যায় আনিবারে বারি ॥

মহাঘোর বনমধ্যে প্রবেশিয়া সতী।
ভয় পায়ে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকে গুণবতী॥
বনমধ্যে যায় কৃষ্ণা সশঙ্কিত মনে।
কতক্ষণে উত্তরিল সরোবর স্থানে॥
পিপাশা কাতরা অতি শুষ্ক কলেবর।
জলপান করিবারে গেল সরোবর॥
জলেতে নামিল সেই দ্রুপদ কুমারী।
হইল তাঁহার মৃত্যু স্পর্শে মায়াবারি॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

ভ্রাতৃগণান্বেষণে যুধিষ্ঠিরের গমন।

এখানে আশ্রমে বসি রাজা যুধিষ্ঠির।
ভ্রাতার বিলম্ব দেখে হলেন অস্থির॥
কোথা ভীম ধনঞ্জয় মাদ্রীর তনয়।
তোমা সবা না দেখিয়া প্রাণ বাহিরায়॥
কোথা লক্ষ্মী গুণবতী দ্রুপদ নন্দিনী।
তোমার গুণেতে বশ ছিল যত মুনি॥
আমার সঙ্গেতে প্রিয়ে বহু দুঃখ পায়ে।
হস্তিনানগরে গেল আমারে ছাড়িয়ে॥
এইমত বিলাপ করিয়া নরপতি।
বনে বনে ভ্রমণ করেন দুঃখমতি॥
অরণ্যের মধ্যে রাজা করি অন্বেষণ
ভীমের পাইয়া চিহ্ন করেন গমন॥
যেই পথে গিয়াছেন বীর বৃকোদর।
কত শত বৃক্ষ চূর্ণ কত গিরিবর॥
সেই পথে গমন করেন যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত সরোবর তীর॥
সরোবর তীরে দেখিলেন রম্যবন।
অপ্রমিত যুথ পশু মহিষ বারণ॥
দেখিয়া এ সব শোভা নাহি তাহে চান।
উদ্বিগ্ন চিত্তেতে রাজা সরোবরে যান॥
সরোবর দৃষ্টি যেই করেন নৃপতি।
দেখেন ভাসিছে জলে ভীম মহামতি॥
তার পাশে ধনঞ্জয় ভাসিতেছে জলে।
মাদ্রীপুত্র ভাসে দোঁহে পবন হিল্ললে॥
দ্রৌপদী সুন্দরী ভাসে জলের উপর।
শরীর ভেদিল যেন সহস্র তোমর॥
দেখে রাজা মোহ হয়ে পড়েন ধরণী।
অচেতন রোদন করেন নৃপমণি॥
কতক্ষণে চেতন পাইয়া যুধিষ্ঠির।
দেখিয়া সবার মুখ হৈলেন অস্থির॥
পুনর্ব্বার পড়িলেন ধরণী উপর।
চেতন পাইয়া পুনঃ উঠেন সত্বর॥
পুনঃ পুনঃ কাঁপিয়া পড়েন ঘন ঘন।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরি।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি॥

রাজা যুধিষ্ঠিরের আক্ষেপ

এই রূপে ভূপতি কান্দেন উচ্চঃস্বরে।
কোথা কৃষ্ণ রমানাথ রাখহ আমারে॥
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায়।
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায়॥
পিতৃগণ আমারে দিলেন অভিশাপ।
এই জন্য আজন্ম পাই যে মনস্তাপ॥
অত্যন্ত বালককালে হৈল মহাশোক।
অজ্ঞানেতে পিতার হইল পরলোক॥
অনন্তর অস্ত্র শিক্ষা করি যেই কালে।
বিহার কারণে যাই জাহ্নবীর জলে॥
তাহে দুঃখ দিল দুর্য্যোধন দুরাচার।
প্রকারে করিতে ছিল ভীমের সংহার॥
উদ্ধার পাইল ভীম পূর্ব্ব কর্ম্ম ফলে॥
নতুবা জীবন পায় কে কোথা মরিলে।
পরে মাতৃ সহিতে ছিলাম পঞ্চজন।
বিনাশ মন্ত্রণা করে যত শত্রুগণ॥
জতুগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দুরাচার।
প্রকারে করিতেছিল সকল সংহার॥
তাহে সুমন্ত্রণা দিল বিদুর সুমতি।
যাহার কৃপায় তথা পাই অব্যাহতি॥
ঘোর বনে প্রবেশিয়া ভ্রমি নানা দেশ।
পাইলাম যত দুঃখ নাহি তার শেষ॥
ভ্রমিতে২ আসি পঞ্চাল নগরে।
স্বয়ম্বর বার্ত্তা শুনি যাই সভাপরে॥
লক্ষবিদ্ধি ধনঞ্জয় জিনি রাজগণে।
দ্রৌপদী বরণ কৈল আমা পঞ্চজনে॥
বিবাহ করিয়া পুনঃ আইলাম দেশে।
করেছি যতেক কর্ম্ম কৃষ্ণের আদেশে॥
বিদায় হইয়া কৃষ্ণ গেলেন দ্বারকায়।
বিধির নিযুক্ত কর্ম্ম লঙ্ঘন না যায়॥
কপট পাশায় দুষ্ট নিল রাজ্যধন।
তোমা সবা সঙ্গে নিয়া আসি ঘোর বন॥
কাননে যতেক দুঃখ পাইলে ভ্রাতৃগণ।
অনেক প্রমাদ হৈতে হইল মোচন॥

কাননে আসিবা মাত্র রাক্ষস কির্ম্মীর।
তোমা সবা বিনাশিতে করিলেক স্থির॥
রাক্ষসী মায়াতে কৈল ঘোর অন্ধকার।
মারিয়া রাক্ষসে ভীম করিল উদ্ধার॥
অনন্তরে জটাসুর আইল কাম্যবনে।
তারে মারি উদ্ধার করিল চারি জনে॥
খেদ করি সরোবরে চাহি নৃপমণি।
দেখিয়া সবার মুখ পড়েন ধরণী॥
কতক্ষণে মূর্চ্ছা ত্যজি উঠেন নৃপতি।
ধনঞ্জয় ভাই বলি কান্দেন সুমতি॥
কেবা আর কুরুযুদ্ধে করিবে উদ্ধার।
যুদ্ধ হেতু স্বর্গে অস্ত্র শিখিলা অপার॥
যুদ্ধেতে হইয়া তুষ্ট দেব ত্রিলোচন।
পশুপত অস্ত্র তোমায় করেন অর্পণ॥
মাতলিরে পাঠাইল দেব পুরন্দর।
আদর করিয়া নিল স্বর্গের উপর॥
শিখিলা যতেক বিদ্যা নাহিক অবধি।
স্বর্গেতে আছিল বহু অমর বিবাদী॥
ছলে পাঠাইলেন ইন্দ্র নগর ভ্রমণে।
করিল দেবের কার্য্য মারি দৈত্যগণে॥
দৈত্যবধে হৃষ্ট হয়ে যত দেবগণ।
নিজ নিজ মায়া সবে করিল অর্পণ॥
দেবের অসাধ্য কার্য্য করিলে সাধন।
তুষ্ট হয়ে অস্ত্র দিল সহস্রলোচন॥
কিরীট শোভিত শিরে হাতে ধনুঃশর।
এ সব স্মরিয়া ভাই দহে কলেবর॥
রহিল প্রচণ্ড শত্রু রাজা দুর্য্যোধন।
সহায় যাহার আছে সুতের নন্দন॥
শেষ দুঃখ আছে মাত্র অজ্ঞাত বৎসর।
চল ভাই বঞ্চি গিয়া পঞ্চ সহোদর॥
এত বলি নৃপতি চাহিয়া মায়াজলে।
মূর্চ্ছাগত হইয়া পড়েন ধরাতলে॥
মূর্চ্ছা ত্যজি পুনর্ব্বার উঠেন সত্বর।
চাহিয়া সবার মুখ রোদন তৎপর॥
ধিক্২ দুর্য্যোধন অতি কুলাঙ্গার।
কপটেতে এত দুঃখ দিল দুরাচার।
বনে করিলাম বাস ভাই পঞ্চজন।
অবশেষে সকলেতে হইলাম নিধন॥
দুর্য্যোধনে কি দুষিব মম কর্ম্মফলে।
জন্মাবধি বিধি দুঃখ লিখিল কপালে॥
ভাবিয়া ভবিষ্য তত্ত্ব বুঝি আপনার।
নিতান্ত দেখেন রাজা নাহি প্রতিকার॥
মনোদুঃখে নরপতি মরিবারে যান।
বৃক্ষে থাকি বকরূপী ধর্ম্মরাজ কন॥
মৃত্যুপতি বলে রাজা তুমি জ্ঞানবান।
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান॥
বুদ্ধি হ্রাস হৈল দেখি তোমা হেন জনে।
অগতি মরণ ইচ্ছা কর কি কারণে॥
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেই জন।
অধোগতি হয় তার বেদের বচন॥
তোমার মহিমা শুনি দেব ঋষি মুখে।
উপমার যোগ্য তব নাহি তিনলোকে॥
আত্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন।
স্বর্গেতে তাহার স্থান নাহিক রাজন॥
ধর্ম্মবাক্যে যুধিষ্ঠির কহেন বিনয়।
আমার দুঃখের কথা শুন মহাশয়॥
অল্পকালে পিতৃহীন হৈল বড় শোক।
মন্ত্রণা করিয়া দুঃখ দিল দুষ্ট লোক॥
কপট পাশায় শেষে নিয়া রাজ্য ধন।
বাকল পরায়ে সবে পাঠাইল বন॥
বহু দুঃখে বঞ্চিলাম কানন ভিতর।
এক আত্মা এই মোরা পঞ্চ সহোদর॥
দুঃখের উপরে বিধি এত দুঃখ দিল।
এবে সে জানিনু কৃষ্ণ মোসবে ত্যজিল॥
আমিত শরীর ধরি পঞ্চজন প্রাণ।
সে প্রাণ হরিয়া যদি নিল ভগবান॥
নিতান্ত যদ্যপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে।
আমিহ ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে॥
আমার যতেক দুঃখ শুনিলে নিশ্চয়।
তুমি কেন নিবারণ কর মহাশয়॥
নিষেধ না কর মোরে করহ পয়ান।
ভ্রাতৃগণ শোকে আমি ত্যজিব পরাণ॥
এত বলি নরপতি অধৈর্য্য হইয়া।
মরিবারে যান রাজা শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন কর অবধান।
ধৈর্য্য হয় নরপতি ত্যজ দুঃখ জ্ঞান॥
অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধর্ম্ম।
তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধর্ম্ম॥
পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেহ কারো নয়।
ভবিষ্য বৃত্তান্ত এই শুন মহাশয়।
কাল প্রাপ্ত হয়ে তব ভাই চারি জন।
আসিয়া এ সরোবরে ত্যজিল জীবন॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন জানিনু কারণ।
এত দিনে বিধি মোরে করিল বঞ্চন॥

জীবন রাখিতে আর নাহি লয় মতি।
এত বলি মরিবারে যান শীঘ্রগতি॥
বকরূপী ধর্ম্মরাজ ডাকে পুনরায়।
না শুনিয়া যান রাজা মরণ আশয়॥
অত্যন্ত কাতর দেখি কহে মৃত্যুপতি।
শুন শুন যুধিষ্ঠির আমার ভারতী॥
অতিশয় তৃষ্ণা যদি হয়েছে তোমারে।
চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিব কহিবে আমারে॥
না শুনিয়া অহঙ্কারে এই চারি জন।
পানমাত্র এই জলে হইল মরণ॥
রাজা বলে কিবা প্রশ্ন কহ মহাশয়॥
কহিতে লাগিল ধর্ম্ম চাহিয়া রাজায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে ভবভয়ে তরি॥

ধর্ম্মের চারি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং
রাজা যুধিষ্ঠিরের উত্তর।

কা চ বার্ত্তা কিমাশ্চর্য্যং কঃ পন্থাঃ
কশ্চ মোদতে। মমৈতাংশ্চতুরঃ
প্রশ্নান্ কথয়িত্বা জলং পিবঃ॥

কিবা বার্ত্তা কি আশ্চর্য্য পথ বলি কারে।
কোন জন সুখী হয় এই চরাচরে॥
পাণ্ডু পুত্র আমার যে এই প্রশ্ন চারি।
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি॥

প্রথম প্রশ্নের উত্তর।

মাসর্ত্ত দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন সূর্য্যা-
গ্নিনা রাত্রি দিবেন্ধনেন। অস্মিন্
মহামহোময়ে কটাহে, ভূতানি
কালঃ পচতীতি বর্ত্তা॥ ১॥

অস্যার্থঃ।

ঘটন কারণ হৈল মাসঋতু হাতা।
রাত্রি দিবা কাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে কাল কর্ত্তা।
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্ত্তা॥ ১॥

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর।

অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যম-
মন্দিরং। শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি
কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥ ২॥

অস্যার্থঃ।

প্রতিদিন জীবন্ত যায় যমঘরে।
শেষ থাকে যারা তারা ইহা মনে করে॥
আপনারা চিরজীবী না হইব ক্ষয়।
অতঃপর কি আশ্চর্য্য আছে মহাশয়॥ ২॥

তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর।

বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্য্যস্য মতং ন ভিন্নং
ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥ ৩॥

অস্যার্থঃ।

বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র এক মত নয়।
স্বেচ্ছামত নানা মুনি নানা মত কয়॥
কে জানে নিগূঢ় কর্ম্ম তত্ত্ব নিরূপণ।
সেই পথ গ্রহ্য যাহে যায় মহাজন॥ ৩॥

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর।

দিবসস্যাষ্টমে ভাগে শাকং পচতি
যোনবঃ। অঋণী চাপ্রবাসী চ স
বারিচর মোদতে॥ ৪॥

অস্যার্থঃ।

অপ্রবাসে অঋণে যাহার কাল যায়।
যদ্যপি মধ্যাহ্ন কালে শাক অন্ন খায়॥
তথাপি সে জন সুখী সংসার ভিতর॥
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর॥ ৪॥

যুধিষ্ঠিরের প্রতি ধর্ম্মের ছলনা।

প্রশ্নের উত্তর শুনি ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি ধর্ম্ম বলিয়া দিলেন পরিচয়॥
বর মাগ নরপতি হয়ে এক মন।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা একজন॥
যুধিষ্ঠির শুনিয়া করেন নিবেদন।
কেবল সতত যেন ধর্ম্মে থাকে মন॥
আর যদি অনুগ্রহ কর মহাশয়।
প্রাণ দেহ সহদেবে বিমাতৃতনয়॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা তুমি জ্ঞানহীন।
অত্যন্ত বালক তুমি না হও প্রবীণ॥
বিশেষত বৈমাত্র ভ্রাতা অনেক অন্তর।
জীয়াইয়া লহ তব ভ্রাতা বৃকোদর॥
নতুবা অর্জ্জুনে রাজা বাঁচাইয়া লহ।
পরপূর্ব্ব কি কারণে জীয়াইতে চাহ॥
লক্ষ্মী স্বরূপিণী যিনি কৃষ্ণা গুণবতী।
অথবা ইহারে প্রাণ দেহ নরপতি॥
আছয়ে প্রবল রিপু দুষ্ট দুর্য্যোধন।
ভীমার্জ্জুন বিনা তারে কে করে নিধন॥
কুরুযুদ্ধে শক্তিমাত্র পার্থ বৃকোদর।
কিকার্য্য হইবে তব জীয়াইয়া পর॥
রাজা বলে পর নহে বিমাতা নন্দন।
সহদেব নকুল আমার প্রাণ ধন॥

ভীমার্জ্জুন হৈতে স্নেহ করি অতিশয়।
বর দেহ প্রাণ পায় বিনতা তনয়॥
বিশেষ আমার এক শুন নিবেদন।
আমা হৈতে পিণ্ড পাবে মম পিতৃগণ॥
মম মাতামহগণ তাঁরা পিণ্ড নিবে।
নকুলের মাতামহে কেবা পিণ্ড দিবে॥
সহদেব প্রাণ পাইলে ধর্ম্ম রক্ষা পায়।
নতুবা পরম ধর্ম্ম একেবারে যায়॥
পরম ধর্ম্মেতে প্রভু করি যদি হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে নাহি আর ভেলা।
হেন ধর্ম্ম লঙ্ঘিতে আমার মন নয়॥
নিতান্ত আমার কথা এই কৃপাময়।
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী॥
কাশীরাম দাস কহে ভবভয় তরি।

ধর্ম্মের নিকটে যুধিষ্ঠিরের বর লাভ ও কৃষ্ণা সহ চারি ভ্রাতার পুনর্জীবন।

শুনিয়া রাজার বাণী ধর্ম্ম মহাশয়।
আমি তব পিতা বলি দেন পরিচয়॥
তব ধর্ম্ম জানিবারে করিয়া মনন।
এই সরোবর আমি করেছি সৃজন॥
এত বলি ধর্ম্মরাজ পুত্র নিয়া কোলে।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব দেন বদন কমলে॥
ধন্যা কুন্তী তোমা পুত্র গর্ব্ভে ধরেছিল।
তোমার ধর্ম্মেতে বিশ্ব পবিত্র হইল॥
আমার বচন শুন পুত্র যুধিষ্ঠির।
শেষ দুঃখ সম্বরহ মন কর স্থির॥
ধর্ম্মেতে ধার্ম্মিক তুমি হও মতিমন্ত।
অচিরেতে হইবে তোমার দুঃখ অন্ত।
দয়াশীল ধর্ম্মবান ক্ষমবান ধীর॥
জানিলাম তুমি সর্ব্বগুণেতে গভীর।
অল্প দিনে নষ্ট হবে কৌরব দুরন্ত॥
কহিনু তোমারে আমি ভবিষ্য বৃত্তান্ত।
ধর্ম্ম না ছাড়হ তুমি ধর্ম্ম কর সার।
অনায়াসে দুঃখের সাগরে হবে পার॥
এত বলি আশ্বাসিয়া মধুর বচনে।
কৃষ্ণাসহ বাঁচাইলেন ভাই চারিজনে॥
প্রণাম করিয়া কহিলেন নৃপমণি।
সহায় সম্পূর্ণ তব চরণ দুখানি॥
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে।
প্রাণ পায়ে পঞ্চ জন ভাবিতেছে মনে॥
কি জন্যে এস্থানেতে আমরা পঞ্চজন।
ভাবিয়া না পাইলেন ইহার কারণ॥
হেনকালে দেখি তথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শীঘ্রগতি তথায় আসিয়া পঞ্চজনে॥
জিজ্ঞাসেন যুধিষ্ঠিরে কহ বিবরণ।
এস্থানে আমরা আইলাম কি কারণ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুনহ কারণ।
মৃত্যু সরোবর এই ধর্ম্মের সৃজন॥
তৃষ্ণায় আকুল হয়ে ধর্ম্ম মায়াবলে।
আসিয়া মরিলে সবে এই মৃত্যু জলে॥
আমিহ আসিয়া মৃত্যু করিলাম পণ।
তবে ধর্ম্ম বকরূপে দিল দরশন॥
ছলনা করিয়া অগ্রে অনেক প্রকারে।
শেষে দয়া করি বর দিলেন আমারে॥
সেই বরে বাঁচাইয়া তোমা পঞ্চ জনে।
আশীর্ব্বাদ করি ধর্ম্ম গেলেন স্বস্থানে॥
কহিলাম ভ্রাতৃগণ ইহার বিধান।
অতঃপর এই জলে সবে করে স্নান॥
এত বলি যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সঙ্গে।
স্নান করিলেন সেই জলে মনোরঙ্গে॥
সেই দিন রহিলেন তথা ছয় জন।
পরদিনে জন্মেজয় শুন বিবরণ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্যাস মুনির আগমন এবং অজ্ঞাত-বাসের পরামর্শ।

পরদিন প্রভাতে উঠিয়া পঞ্চজন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকেন ঘনেঘন॥
হেনকালে আইলেন ব্যাস তপোধন।
প্রণমিয়া ভূপতি করেন নিবেদন॥
শুন প্রভু গত দিবসের এক ভাষা।
এই সরোবরেতে আমার যে দুর্দ্দশা॥
পথশ্রমে পিপাসায় হইয়া কাতর।
নিকটেতে জল নাহি দূরে সরোবর॥
জল অন্বেষণে ভীমে দিয়া অনুমতি।
তাহার বিলম্বে পার্থে দিলাম আরতি॥
দ্রৌপদী সহিত এই ভাই চারি জন।
এই জল পরশিয়া ত্যজিল জীবন॥
পশ্চাতে আসিয়া আমি দেখি সরোবরে।
শবরূপে ভাসে সবে জলের উপরে॥
দেখি মূর্চ্ছাগত হয়ে পড়িলাম ভূমে।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ উঠিলেন ক্রমে॥
আমিহ মরিতে যাই সরোবর নীরে।
বকরূপী ধর্ম্ম ডাকি বলিলেন ধীরে॥

শুহে ধর্ম্ম হেন কর্ম্ম উচিত না হয়।
আত্মহত্যা কি হেতু করিবে মহাশয় ॥
যদি বড় তৃষ্ণাযুক্ত হও মতিমান।
চারি প্রশ্ন বলিয়া করহ বারিপান ॥
প্রণাম করিয়া আমি কহিলাম তাঁরে।
কিবা প্রশ্ন আছে তব বলহ আমারে ॥
প্রশ্ন চারি বলিলেন ধর্ম্ম মহাশয়।
যথার্থ উত্তর আমি করিলাম তায় ॥
প্রশ্নের উত্তর শুনি সন্তুষ্ট হইয়া।
কহিলেন এক ভাই লহ বাঁচাইয়া ॥
ভাবিয়া চাহিনু দেহ সহদেব ভাই।
বিমাতার পিতৃবংশে জল পিণ্ড নাই ॥
কপটেতে প্রতারণা অনেক করিয়া।
জীয়াইয়া দিলেন পশ্চাতে বর দিয়া ॥
ইহা শুনি কহিলেন ব্যাস মহামুনি ॥
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদবাক্য শুনি ॥
বিদায় হইয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে।
সেই রাত্রি বঞ্চি তথা ভাই পঞ্চ জনে ॥
আর দিন প্রভাতে উঠিয়া সর্ব্বজনে।
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন মাদ্রীর নন্দনে ॥
কহ সহদেব ভাই বিচারে প্রবীণ।
দ্বাদশ বৎসর গত শেষ কত দিন ॥
আজ্ঞামাত্র সহদেব সাবধান হয়ে ॥
গণিতে লাগিল শীঘ্র হস্তে খড়ি লয়ে ॥
কহিল রাজার অগ্রে করিয়া নির্ণয়।
দ্বাদশ বৎসর শেষ আছে দিন ছয় ॥
এত শুনি যুধিষ্ঠির ভাবি মনে মনে।
অজ্ঞাত বিধান কহিলেন সর্ব্বজনে ॥
সবে জান পূর্ব্বে যাহা হইল নির্ণয়।
উপস্থিত হৈল আসি অজ্ঞাত সময় ॥
কোন দেশে কিবা বেশে বঞ্চি বৎসরেক।
নিকটে বেষ্টিত তাহে নগর অনেক ॥
সবে মিলি সুযুক্তি করহ এইবার।
কোনমতে দুঃখের সাগরে হব পার ॥
এত শুনি কহিতে লাগিল চারিজন।
সুযুক্তি ইহার সবে করি মনে মন ॥
দোষ গুণ বুঝি সব্ব করিব নির্ণয়।
অকারণে আপনি চিন্তহ মহাশয় ॥
কি কারণে চিন্তব আমরা সর্ব্বজন।
অবশ্য হইবে যাহা বিধির লিখন ॥
এই সর্ব্ব চিন্তা করি ধর্ম্ম অধিকারী।
নির্ণয় করিতে আর গেল দিন চারি ॥
মুনি বলিলেন শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
এইরূপে দ্বাদশ বৎসর গেল বন ॥
নানা ক্লেশে ভ্রমণ করিল বহু বন।
সংক্ষেপে কহিনু আমি বনের ভ্রমণ ॥
অশ্বমেধ ফল পায় যে শুনে এ কথা।
ব্যাসের বচন ইথে নহিবে অন্যথা ॥
সুবর্ণ মণ্ডিত যে ভৃঙ্গার ধেনু শত।
সুপণ্ডিত দ্বিজে দান দেন অবিরত ॥
নিত্য নিত্য শুনে মহাভারতের কথা।
নিশ্চয় জানিহ সত্য ফল হয় দাতা।
যেবা কহে যেবা শুনে করে অধ্যয়ন।
তুল্য ফল হয় তার সেই সাধুজন ॥
সুবৃষ্টি করিবে মেঘ সর্ব্ব দেশে দেশে।
পরিপূর্ণ হবে পৃথ্বী শস্য সমাবেশে ॥
অক্ষয় হউক লোক ব্রহ্মাকীটময়।
ভক্তজনে কৃতার্থ করুণ ধর্ম্মজয় ॥
ধন্য হৈল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
পাঁচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস।
অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
হরিধ্বনি কর সবে গোবিন্দের প্রীতে।
অন্তকালে স্বর্গপুরে যাবে আনন্দেতে ॥
সর্ব্বশাস্ত্র বীজ হরিনাম দ্বিঅক্ষর।
আদি অন্ত নাহি যার বেদে অগোচর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে মজিবে কৃষ্ণে দেহ।
কৃষ্ণের মুখের আজ্ঞা না হয় সন্দেহ ॥
পাঁচালী বলিয়া কেহ না করিবে হেলা।
অনায়াসে পাপ নাশে গোবিন্দের লীলা ॥
নীচ গৃহে থাকিলে ভারত নহে দুষ্ট।
অনায়াসে শুনিলে পাতক হয় নষ্ট ॥
সংপূর্ণ হইল হরি বল সর্ব্বজন।
এত দূরে বনপর্ব্ব হৈল সমাপন ॥

বন পর্ব্ব সমাপ্ত।

মহাভারত।

বিরাটপর্ব্ব।

ব্যাস দেবের মহিম বর্ণন।

বন্দ মহামুনি ব্যাস তপস্বি তিলক।
মহামুনি পরাশর যাঁহার জনক॥
বেদ শাস্ত্র পরানিষ্ঠ শুদ্ধবুদ্ধি ধীর।
নীলপদ্ম আভা জিনি কোমল শরীর॥
কনকাভা জটাভার শিরে শোভা করে।
প্রচণ্ড শরীর পরিহিত বাঘাম্বরে॥
নয়নযুগলে দীপ্ত উজ্জ্বল মিহির।
পদযুগে কত মণি শোভে নখশির॥
ভাগবত ভারতাদি যতেক পুরাণ।
যাঁহার কোমল মুখে সবার নির্ম্মাণ॥
শ্রীকৃষ্ণের লীলা আর বেদ চারিখান।
ঋক্ যজু সাম আর অথর্ব্ব বিধান॥
মৎস্যগন্ধা গর্ব্ভে যার দ্বীপেতে উৎপতি।
বাল্যকালাবধি যাঁর তপস্যা সম্পত্তি॥
প্রণতি করিয়া মুনিচরণ পঙ্কজে।
পরম আনন্দে কাশীদাস সদা ভজে॥
বেদ রামায়ণে আর পুরাণ ভারতে।
লিখিত যতেক তীর্থ আছে ত্রিজগতে॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিচারিয়া বুঝ পুনঃ পুনঃ।
আদি অন্ত অভ্যন্তরে গাঁথা হরিগুণ॥

পঞ্চ পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসরে মন্ত্রণা।

জন্মেজয় বলিলেন কহ তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহ গণ॥
বিরাটনগর মধ্যে রহিল অজ্ঞাতে।
বৎসরেক নির্ব্বাহ হইল কোন মতে॥
কহেন বৈশম্পায়ন শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর ছিল অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডবেরা পাঞ্চালী সহিত।
দ্বিজগণ সঙ্গে বহু ধৌম্য পুরোহিত॥
বলিলা সবার প্রতি ধর্ম্মের তনয়।
সবে জান হইয়াছে পূর্ব্বের নির্ণয়॥
দ্বাদশ বৎসর অন্তে অজ্ঞাতবৎসর।
অজ্ঞাত রহিব কোথা পঞ্চ সহোদর॥
বৎসরের মধ্যেতে বিদিত যদি হব।
পুনরপি দ্বাদশ বৎসর বনে রব॥
বিচারিয়া কহ সবে ইহার বিধান।
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব কোন স্থান॥
সেই দিন হবে কালি অজ্ঞাত প্রভাতে।
বিচারিয়া যুক্তি কহ আমার সাক্ষাতে॥
শুনি ভীম কহিলেন রাজারা চাহিয়া।
তোমা আর গাণ্ডীব ধারীকে উপেক্ষিয়া॥
মম অগ্রে যুঝিবেক পৃথিবীর মাঝ।
হেন জন নয়নে না দেখি মহারাজ॥
মৃত্যু সম বনে দুঃখ দ্বাদশ বৎসর।
রহিলাম তোমার নিয়মে নৃপবর॥
পাণ্ডবের পতি তুমি পাণ্ডবের গতি।
তুমি যেই পথে যাবে সবে সেই পথী॥
কহিলেন ধর্ম্মরাজ দ্বিজগণ প্রতি।
সবে জান আমার যা কৈল কুরুপতি॥
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিব লুকাইয়া।
তত দিন যথা স্থানে সবে রহ গিয়া॥
দ্বিজগণে মেলানি করিয়া নৃপমণি।
পড়িলেন মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া ধরণী॥
ভ্রাতৃগণ ধৌম্য আদি যত দ্বিজ আর।
রাজারে বুঝান সবে বিবিধ প্রকার॥
বিপদ কালেতে রাজা অধৈর্য্য না হবে।
ধীর হলে শত্রু জয়ে সুপ্রতিষ্ঠা রবে॥
বড়২ রাজগণ বিপদে পড়িয়া।
পুনরপি রাজ্য সাধে মন্ত্রণা করিয়া॥
অসুরের ভয়ে ইন্দ্র ছিল লুকাইয়া।
বলিরে ছলিলা হরি বামন হইয়া॥

ক্ষণমাত্র থাকি ইন্দ্র অসুরে মারিলা।
কাষ্ঠ মধ্যে থাকি অগ্নি খাণ্ডব দহিলা॥
আপনি এমন রাজা বুঝ কালগতি।
ধৈর্য্যভাবে পুনরপি শ্বাস বসুমতী॥
এত বলি শান্ত করি তুষিল রাজায়।
আশীর্ব্বাদ করি হয় দ্বিজের বিদায়॥
তবে ধর্ম্মরাজ সব ভ্রাতৃগণ লয়ে।
এক ঘোর বনে যান সে স্থল ছাড়িয়ে॥
জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ প্রতি।
কোথায় অজ্ঞাতরূপে করিব বসতি॥
রম্যদেশ পাইয়া রহিব গুপ্তবেশে।
এক স্থানে ছয় জনে থাকিব বিশেষে॥
এত শুনি বিনয়ে কহেন ধনঞ্জয়।
ধর্ম্মের বরেতে রাজা নাহি কোন ভয়।
অজ্ঞাত রহিব সবে কে পাবে নির্ণয়।
দেশ নাম করি রাজা যথা মনে লয়॥
পঞ্চাল বিদর্ভ মৎস্য বাহ্লীকাদি শাল্ব।
মগধ কলিঙ্গ শূরসেন কাশী মল্ল॥
এই সব দেশে তব যথা লয় মনে।
সেই দেশে অজ্ঞাত বঞ্চিব পঞ্চজনে॥
রাজা বলিলেন মৎস্য বিরাট ভূপতি।
সত্যবাদী ধর্ম্মশীল শান্ত মহামতি॥
তথায় বঞ্চিতে মন হইল আমার।
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় বিচার॥
সবারে দেখিব সবে থাকিয়া গুপ্তেতে।
অন্য জন কেহ যেন না পারে লক্ষিতে॥
বৃকোদর কহিলেন চাহিয়া রাজায়।
কহ কোন বেশে রাজা বঞ্চিবা তথায়॥
নিন্দিত নহিবে কর্ম্ম হইবে না ক্লেশ।
বিচারিয়া নরপতি কহ উপদেশ॥
ইহা সম দুঃখ আর না হয় রাজন।
রাজা হৈয়া পরবশ পরের সেবন॥
মহাপাপে দুঃখ যেন পায় পাপিগণ।
কোন কর্ম্মে নির্ব্বাহিবা বলহ রাজন॥
রাজা বলিলেন আমি বঞ্চিব যে মতে।
ন্যায়কর্ত্তা হব আমি বিরাট সভাতে॥
কঙ্ক নাম বলাইব পাশায় পণ্ডিত।
ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র জানি সর্ব্ব নীত॥
জানি মণি রত্নাদি যথার্থ যেই মূল্য।
যুধিষ্ঠির সখা আমি তার প্রাণ তুল্য।
শাস্ত্রকথা কহিয়া তুষিব নরবরে।
এইরূপে বঞ্চিব ভাই বিরাট নগরে॥

ভীমে চাহি বলিলেন ধর্ম্ম নরনাথে।
কহ ভাই কোন বেশে বঞ্চিবা অজ্ঞাতে॥
পদ্মপুষ্প হেতু গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
নিরাক্ষসা হৈল ক্ষিতি তোমার ক্রোধেতে॥
হিড়ম্বক বক জটাসুর কির্ম্মীরাদি।
নিষ্কণ্টক কৈলে মারি মাগধ অবধি॥
কি রূপে বঞ্চিবা ভাই বিরাট নগর।
এত শুনি কহিতে লাগিলা বৃকোদর॥
হব আমি বল্লভ নামাতে সুপকার।
রন্ধন করিতে নাহি সমান আমার॥
বিশেষে আমার তেজঃ দেখাব রাজনে।
মল্লযুদ্ধে জিনিব যতেক মল্লগণে॥
বৃষ ব্যাঘ্র সিংহ মেষ মহিষ কুঞ্জর।
ধরিয়া আনিয়া দিব রাজার গোচর॥
পূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের ছিলাম সুপকার।
রাজা আমা পুষিলা কৌতুক দেখিবার॥
এত বলি পরিচয় দিব বিরাটেরে।
শুনিয়া সন্তুষ্ট চিত্ত রাজা যুধিষ্ঠিরে॥
বলিলেন অর্জ্জুনে চাহিয়া নৃপবর।
কহ ভাই কি মতে বঞ্চিবে সম্বৎসর॥
অগ্নিরে নিরোগী কৈলা জিনি পুরন্দর।
বাহুবলে পৃথিবী জিনিলা একেশ্বর॥
দেব মধ্যে ইন্দ্র যেন দানবেতে বলি।
ত্রিভুবন পুজে যেন রুদ্রের কপালী॥
আদিত্যেতে বিষ্ণু যেন স্থির মেরুবৎ।
গ্রহমধ্যে চন্দ্র যেন গজে ঐরাবত॥
ঋষি মধ্যে শুদ্ধ যেন শুকদেব মুনি।
আয়ুধেতে বজ্র যেন শব্দে কাদম্বিনী॥
তাদৃশ পাণ্ডব মধ্যে অর্জ্জুন প্রধান।
পরাক্রমে তুল্য বাসুদেবের সমান॥
ত্রিভুবনে বিস্তারিত যার রূপ গুণ।
কি মতে লুকাবে ভাই এমত অর্জ্জুন॥
দুই হস্তে ধনুর্গুণ ঘর্ষণের চিহ্ন।
কি মতে লুকাবে ভাই সব্যসাচী চিহ্ন॥
অর্জ্জুন বলিলা দেব আছয়ে উপায়।
নপুংসক বেশে আমি আচ্ছাদিব কায়॥
দুই হস্ত আচ্ছাদিব শঙ্খ আচ্ছাদনে।
মস্তকে ধরিব বেণী কুণ্ডল শ্রবণে॥
রাজা জিজ্ঞাসিলে দিব এই পরিচয়।
পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি পাণ্ডব আলয়॥
রাজপত্নী দ্রৌপদীর ছিলাম নর্ত্তক।
নত্য গীতে বিজ্ঞ আমি জাতি নপুংসক॥

শিক্ষা করাইতে পারি অন্তঃপুর বালা।
এই বৃত্তি জানি আমি নাম বৃহন্নলা ॥
নকুলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসেন ধর্ম্মরায়।
কহ ভাই লুকাইবা কি মত উপায় ॥
দুঃখ ক্লেশ নাহি জান অতি সুকুমার।
বালকের প্রায় ভাই পালিতে আমার ॥
নকুল বলিলা দেব কর অবধান।
পরিচয় দিব এই বিরাটের স্থান ॥
অশ্ববৈদ্য হই আমি নামেতে গ্রন্থিক।
অশ্বের চিকিৎসা জানি পীড়ার গতীক ॥
কড়িয়ালি দিব আমি মুখে যে ঘোড়ার।
কোনকালে দুষ্ট ভাব না থাকিবে তার ॥
এইরূপে গুপ্ত করি আপনার কায়।
বৎসরেক মহারাজ বঞ্চিব তথায় ॥
তবে জিজ্ঞাসেন রাজা সহদেব প্রতি।
বিবিধ বিচারে বিজ্ঞ বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥
জননী কুন্তীর সদা অতি প্রিয়তর।
কি মতে বঞ্চিবা ভাই অজ্ঞাত বৎসর ॥
সহদেব কহিলেন শুন নরবর।
বিরাট রাজার গাবী আছে বহুতর ॥
গোধন রক্ষক হব জাতীয় গোয়াল।
মৎস্যদেশে বলাইব নাম তন্ত্রিপাল ॥
দ্রৌপদীর মুখ চাহি নৃপতি কাতর।
কি মতে বঞ্চিবা কৃষ্ণা অজ্ঞাত বৎসর ॥
রাজকন্যা রাজপত্নী দুঃখিনী অপার।
কিছু নাহি জান কৃষ্ণা নারী ব্যবহার ॥
পুষ্পমাল্য আভরণ গায়ে নাহি সয়।
পরাধীনা কি মতে বঞ্চিবা পরালয় ॥
প্রাণাধিকা প্রিয়তমা দেখি অনুক্ষণে।
পর আজ্ঞা বহনেতে বঞ্চিবা কেমনে ॥
কৃষ্ণা বলিলেন তাপ না করিবা মনে।
যে মতে বঞ্চিব আমি বিরাটভবনে ॥
তোমা সবাকার মনে না হইবে দুঃখ।
সদাই দেখিব সবে সবাকার মুখ ॥
বিরাট রাজার রাণী সুদেষ্ণা নামেতে।
তাঁর স্থানে বৎসরেক বঞ্চিব অজ্ঞাতে ॥
তাঁরে কব সৈরিন্ধ্রীর কর্ম্ম আমি জানি।
শুনিয়া অবশ্য মোরে রাখিবেন রাণী ॥
এত শুনি হৃষ্ট চিত্ত ধর্ম্মের নন্দন।
অগ্নিহোত্র ধৌম্যেরে করেন সমর্পণ ॥
দাস দাসী আছিল যতেক দ্রৌপদীর।
পঞ্চালে যাইতে আজ্ঞা দিলা যুধিষ্ঠির ॥
ইন্দ্রসেন আদি করি যতেক সারথি।
রথ লৈয়া সবে চলি যাও দ্বারাবতী ॥
পথে জিজ্ঞাসিলে লোক কহিবা সত্বর।
না জানি কোথায় গেলা পঞ্চ সহোদর ॥
কালি সবে এক স্থানে ছিলাম কাননে।
আমা সবা ছাড়ি কোথা পশিলা নির্জ্জনে।
তবে ধৌম্য কহিলেন বহু উপদেশ।
কালক্রমে অজ্ঞাত সময়ে নানা ক্লেশ ॥
যদি অপমান কহে তাহা সম্বরিবা।
যখন যেমন হয় বুঝিয়া করিবা ॥
ক্ষত্রমধ্যে অগ্নি সম তোমা পঞ্চ জনে।
সকলে তোমার শত্রু জানহ আপনে ॥
গুপ্তভাবে গুপ্তবেশে থাক ভালমতে।
রাজসেবা করিয়া থাকিবা রাজনীতে ॥
ক্ষুধ তৃষ্ণা পরিহর আলস্য শয়ন।
রাজাকে বিশ্বাস না করিবা কদাচন ॥
রাজার সম্মুখে কিম্বা পাছে না থাকিবা।
তাঁর বাম পার্শ্বে কিম্বা দক্ষিণে রহিবা ॥
কোন কার্য্য হেতু যদি রাজ আজ্ঞা হয়।
আপনার প্রাণপণে করিবা নিশ্চয় ॥
অন্তঃপুর নারী সহ না কহিবা কথা।
মিথ্যাবাক্য রাজারে না কহিবা সর্ব্বথা ॥
হরষিতে মত্ত না হইবা কদাচন।
রাজা সনে না কহিবা রহস্য বচন ॥
সন্নিকটে না থাকিবা অন্তরে থাকিবা।
লাভালাভ না বিচারি অনুজ্ঞা রাখিবা ॥
ভ্রাতৃ বন্ধু পুত্রেতে রাজার নাহি প্রীত।
নৃপতি করেন কর্ম্ম অতি মনোনীত ॥
আমি কি কহিব তোমা পণ্ডিত সকলে।
কাল কাটি পুনরপি আইস কুশলে ॥
এত শুনি উঠিয়া পাণ্ডব পঞ্চজন।
পাঞ্চালীকে অগ্রে করি করিলা গমন ॥
কাম্যবন ছাড়িয়া যমুনা হৈল পার।
বামে শাল্ব দক্ষিণেতে পঞ্চাল বিস্তার ॥
শূরসেন রাজ্য মধ্যে করিয়া প্রবেশ।
পদব্রজে চলি যান বিরাটের দেশ ॥
মৎস্যদেশ ছাড়ি গেলা ধৌম্য তপোধন।
শ্রমযুক্তা কৃষ্ণা রাণী বলয়ে বচন ॥
চলিবার শক্তি আর না হয় ভূপতি।
আজি নিশি এক ঠাঁই করহ বসতি ॥
নিকটে না দেখি দূরে বিরাটনগর।
কালি প্রাতে যাইব অজ্ঞাতে নরবর ॥

ভূপতি বলেন যদি কর অবসাদ।
বিদিত হইলে লোক হইবে প্রমাদ ॥
পার্থে ডাকি আজ্ঞা দেন ধর্ম্মের তনয়।
দ্রৌপদীরে স্কন্ধে করি লও ধনঞ্জয় ॥
আজ্ঞামাত্র ধনঞ্জয় করিলেন স্কন্ধে।
ঐরাবত স্কন্ধে যেন ইন্দ্রাণী আনন্দে ॥
নগর নিকটে হৈল ছিল অল্প দূর।
ভ্রাতৃগণে বলিলেন ধর্ম্মের ঠাকুর ॥
সঅস্ত্র নগরে যদি করিবা প্রবেশ।
দৃষ্টিমাত্র সর্ব্ব লোকে চিনিবে বিশেষ ॥
বালক বৃদ্ধ যুবাতে গাণ্ডীব ধনুঃ খ্যাত।
হেন স্থানে রাখ যেন লোকে নহে জ্ঞাত ॥
অর্জ্জুন বলেন হেন দেখ সমিক্রম।
ভয়ঙ্কর শাখা সব পরশয়ে ব্যোম ॥
আরোহিতে না পারিবে অন্য কোন জন।
ইহাতে রাখিব অস্ত্র যদি লয় মন ॥
অর্জ্জুনেরি বাক্য রাজা করিল শিকার।
হেনমতে রাখ যেন না হয় প্রচার ॥
তবেত গাণ্ডীব ধনুঃ খসাইয়া গুণ।
গদা শঙ্খ আদি যত অস্ত্র পুণ্য তূণ ॥
বসন আচ্ছাদি সব একত্র ছান্দিয়া।
রাখিলেন উচ্চতর শাখাতে বান্দিয়া ॥
নিকটে তাহার যত ছিল গোপগণ।
সবাকারে পুনঃ পুনঃ বলিল বচন ॥
পথেতে আসিতে বৃদ্ধা জননী মরিল।
অগ্নি অসংযোগে বৃক্ষে বান্ধি রাখা গেল ॥
কুল ক্রম আমার আছয়ে এই পথ।
কিবা অগ্নি দহি কিবা করি এইমত ॥
তবে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়ৎসেন।
জয়দ্বল পঞ্চনাম গুপ্তে রাখিলেন ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

পাণ্ডবের বিরাট সভায় প্রবেশ।

কাঁখেতে দেখেন মণি মাণিকের সাজ।
সভা মধ্যে প্রথমে গেলেন ধর্ম্মরাজ ॥
যুধিষ্ঠির রূপ দেখি মুগ্ধ মৎস্যপতি।
সভালোক চাহিয়া জিজ্ঞাসে শীঘ্রগতি ॥
এই যে পুরুষ আসে কন্দর্প আকার।
কেহ কভু ইহাকে কি দেখিয়াছ আর ॥
ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য সম প্রভা কলেবর।
ঐরাবত সম গতি পরম সুন্দর ॥
কাঞ্চন পর্ব্বত যেন ভূমে শোভা পায়।
আমার সভায় আসে যেন অভিপ্রায় ॥
ক্ষত্রিয় লক্ষণ সর্ব্ব ব্রাহ্মণের নয়।
রাজচক্রবর্ত্তী প্রায় সর্ব্ব তেজোময় ॥
কি মনে করিয়া এই আসিতেছ হেথা।
ক্ষত্র হৌক দ্বিজ হৌক দিবত সর্ব্বথা ॥
এত বিচারিতে উপনীত ধর্ম্মরাজ।
কল্যাণ বলিয়া দাণ্ডাইল সভামাঝ ॥
নমস্কার করিয়া বিরাট নৃপবর।
বিনয় পূর্ব্বক ধর্ম্মে জিজ্ঞাসিল পর ॥
কে তুমি কোথায় বাস হেথা কোথা হৈতে।
কোন কুল গোত্রে জন্ম কেমন বংশেতে ॥
যে কর্ম্ম তোমার মাগি লও মম স্থান।
রাষ্ট্র পুর গৃহ দণ্ড ছত্র আর যান ॥
তোমারে দেখিয়া মম হেন মনে লয়।
যাহা মাগ তাহা দিব জানিবা নিশ্চয় ॥
এত শুনি কহিছেন ধর্ম্ম অধিকারী।
বৈয়াগ্য আমার গোত্র কঙ্ক নাম ধরি ॥
যুধিষ্ঠির রাজার ছিলাম আমি সখা।
কিছু ভেদ নাহি ছিল হেন আত্মা একা ॥
শত্রু নিল রাজা বনে গেল পঞ্চভাই।
তাঁর সম লোক আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
পাশা খেলাইতে আমি বিশেষ নিপুণ।
আইলাম হেথা রাজা শুনি তব গুণ ॥
এত শুনি মৎস্যরাজ বলয়ে হরিষে।
সদাই আমার বাঞ্ছা এমত পুরুষে ॥
দৈবযোগে মম ভাগ্যে তোমারে পাইনু।
রাজ্য মম তোমারে সকল সমর্পিনু ॥
আমার সদৃশ হৈয়া থাকিবা সভায়।
যত মন্ত্রী সব্যই সেবিবে তব পায় ॥
এত শুনি বলিলেন ধর্ম্মের নন্দন।
কোন দ্রব্য আমার না হয় প্রয়োজন ॥
হবিষ্য আহার মম শয়ন ভূমিতে।
কেহ যদি মাগে তবে লব তোমা হৈতে ॥
হেনমতে তথায় রহিলা যুধিষ্ঠির।
কতক্ষণে উপনীত বৃকোদর বীর ॥
হাতেতে করিয়া চাটু মৃগপতি গতি।
হেমন্ত পর্ব্বত প্রায় কিব যুথপতি ॥
সভাতে প্রবেশে যেন বাল সূর্য্যোদয়।
দেখি বিরাটের মনে হইল বিস্ময় ॥
রাজার সভাতে উপনীত বৃকোদর।
জয় হউক বলিয়া তুলিলা দুই কর ॥

চতুর্বর্ণ শ্রেষ্ঠ আমি জাতিয় ব্রাহ্মণ।
গুরু উপদেশে পারি করিতে রন্ধন॥
মম সম রন্ধনে না আছে সুপকার।
মল্লযুদ্ধভ্যাস কিছু আছয়ে আমার॥
এত শুনি মৎস্যপতি বলিল বচন।
সুপকার তোমারে না লাগে মম মন॥
কুবের ভাস্কর যেন শোভিয়াছে ভূমি।
সর্ব্ব ক্ষিতি পালনের যোগ্য হও তুমি॥
সুপকার যোগ্য তুমি নহ কদাচন।
এত শুনি বৃকোদর বলিল বচন॥
যুধিষ্ঠীর রাজার ছিলাম সুপকার।
আমাতে বড়ই প্রীত আছিল রাজার॥
সিংহ ব্যাঘ্র বৃষ আর মহিষ বারণ।
যাহা সহ যুঝাইয়া দিব আমি রণ॥
মল্লযুদ্ধে মম সম না পারে মানুষে।
আমারে পুষিল রাজা কৌতক বিশেষে॥
বল্লভ আমার নাম দিল ধর্ম্মরাজ।
উহার অভাবে ভ্রমি পৃথিবীর মাঝ॥
বিরাট কহিল এতে না হয় সংশয়।
তোমার এ সব কথা বিচিত্র না হয়॥
সসাগরা পৃথিবী শাসিতে যোগ্য তুমি।
যে কামনা তোমার অবশ্য দিব আমি॥
আমার রন্ধনে যত আছে সুপকার।
সবাকার উপরে তোমার অধিকার॥
এত বলি রন্ধন গৃহেতে পাঠাইল।
এমতে রহিল ভীম কেহ না জানিল॥
তবে কতক্ষণ পরে বীর ধনঞ্জয়।
স্ত্রীবেশ কুণ্ডল শঙ্খ করেতে শোভয়॥
দীর্ঘকেশ বেণী নামিয়াছে পৃষ্ঠোপরে।
ভূমিকম্প যেন মত্তগজ পদভরে॥
দূরে দেখি সবারে কহিল মৎস্যপতি।
এই যে আইসে যুবা ছদ্মবেশে গতি॥
পূর্ব্বে কি ইহারে কভু দেখিয়াছ আর।
মনুষ্য না হয় এই দেবের কুমার॥
ইহা দেখি অসম্ভব হইল আমার।
কেবা এ বুঝহ শীঘ্র আসিছে এথায়॥
অর্জ্জুন বলেন আমি কার্য্যেতে নর্ত্তক।
যেই হেতু বহুকাল আমি নপুংসক॥
নৃত্য গীতে মম সম না হয় ভুবনে।
শিক্ষাইতে পারি আমি দেবকন্যাগণে।
বিরাট বলিল ইহা নাহি লয় মন।
এ কর্ম্মের যোগ্য তুমি নহ কদাচন॥

যেই নারীবেশে তুমি ভুলিয়াছ গায়।
তোমার অঙ্গেতে ইহা শোভা নাহি পায়॥
ভূতনাথ অঙ্গে যেন ভস্মে আচ্ছাদিল।
দিনকর তেজ যেন মেঘেতে ঢাকিল॥
তোমার এ ভুজতেজঃ যে ধনু সহিল।
সে ধনুঃ তেজে সর্ব্ব পৃথিবী কাঁপিল॥
পার্থ বলিলেন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
তার ভার্য্যা শিক্ষিতেন আমাতে গায়ন॥
শত্রু রাজ্য নিল তারা প্রবেশিল বন।
এই হেতু তব রাজ্যে মম আগমন॥
আমি নপুংসক রাজা নাম বৃহন্নলা।
নৃত্য গীত বাদ্য শিক্ষা দেই রাজবালা॥
রাজা বলিলেন তুমি রহ মম পুরে।
সর্ব্ব সমর্পণ আমি করিব তোমারে॥
ধনজন পুত্র দারা রাখ এই পুর।
পুত্র তুল্য তুমি এই রাজ্যের ঠাকুর॥
উত্তরালি কন্যা যত আছে মম পুরে।
নৃত্য গীতে বিশারদ করহ সবারে॥
এত বলি অন্তঃপুর মধ্যে পাঠাইল।
এমতে রহিল পার্থ কেহ না জানিল॥
কতক্ষণ নকুল করিল আগমন।
দূরে থাকি মুহুর্মুহু দেখিল রাজন॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন শোভা শশধরে।
সুতবেশ তুরঙ্গ প্রবোধ বাড়ি করে॥
দুই ভিতে অশ্বগণ করি নিরীক্ষণ।
মদমত্ত গতি যেন প্রমত্ত বারণ॥
প্রণমিয়া দাণ্ডাইল রাজ সভাস্থলে।
বলিল কোমলভাবে ভূপতি মণ্ডলে॥
অশ্ব চিকিৎসক আমি শুন গুণধাম।
জীবিকার্থ আইনু গ্রন্থিক মম নাম॥
রাজা বলিলেন এলে কোন দেশ হৈতে।
দেবপুত্র প্রায় তোমা লয় মম চিতে॥
নকুল বলিল কুরু ধর্ম্মের নন্দন।
কত লক্ষ অশ্ব তাঁর না যায় গণন॥
সর্ব্ব অশ্ব পালিতে আমারে নিয়োজিল।
আমার পালনে অশ্বগণ বৃদ্ধি হয়॥
কড়িয়ালি দেই আমি যে অশ্বের মুখে।
কোনকালে তার দুষ্টভাব নাহি থাকে॥
রাজা বলিলেন মম যত অশ্বগণ।
সকল রক্ষার্থে তোমা করিনু অর্পণ॥
নকুল করিল অশ্বগৃহেতে গমন।
কতক্ষণে সহদেব দিল দরশন॥

বালসূর্য্য যেমন উদয় পূর্ব্বদিকে।
অগ্নিশিখা যেন যজ্ঞে দেখে আচম্বিতে॥
গোপ জাতি যেন ধরিয়াছে নটবেশ।
গোপুচ্ছ পুচ্ছের জড়ি আছয়ে বিশেষ॥
রাজা সহ বিস্মিত যতেক সভাজন।
প্রণমিয়া বলিলেন মাদ্রীর নন্দন॥
জীবিকার্থে আইলাম তোমার নগর।
গবী রক্ষা হেতু মোরে রাখ নরবর॥
আমার রক্ষণে গবী ব্যাধি নাহি জানে।
ব্যাঘ্রভয় চোরভয় নাহি কদাচনে॥
বিরাট বলিল এতে তুমি যোগ্য নহ।
কে তুমি কি নাম ধর সত্য করি কহ॥
ইন্দ্র চন্দ্র কামদেব জিনি তব মূর্ত্তি।
তব বুদ্ধি পরাক্রমে রাজ চক্রবর্ত্তী॥
বৃহস্পতি শুক্র সম নীতি তব ভাষ।
খড়্গধারী হস্ত তব ছদ্মধারী পাশ॥
সহদেব বলিলেন পাণ্ডুর নন্দন।
তাহার যতেক গবী লোকে অগণন॥
করিতাম সেই সর্ব্ব গোধন পালন।
মম গুণে প্রীতি ছিল পাণ্ডুর নন্দন॥
আর আমি মৎস্য কর্ম্ম জানি নরনাথ।
ভবিষ্যৎ ভূত বর্ত্তমান মম হাত॥
পৃথিবীর মধ্যেতে যতেক কর্ম্ম হয়।
গৃহেতে বসিয়া তাহা জানি মহাশয়॥
ধর্ম্মরাজ সভাতে ছিলাম চিরকাল।
যুধিষ্ঠির মোরে নাম দেন তন্ত্রীপাল॥
রাজা বলিলেন সব সম্ভবে তোমারে।
যে কার্য্য তোমার থাকে লহ মম পুরে॥
যত মম আছে সর্ব্ব গবীপালগণ।
তোমারে দিলাম সর্ব্ব করহ পালন॥
এমতে রহিল সহদেব মহামতি।
পঞ্চ জনে বাঞ্ছামত দিল নরপতি॥
মৎস্যদেশে পাণ্ডবেরা রহিল গোপনে।
অস্তগিরি মধ্যে যেন সহস্র কিরণে॥
অগ্নি যেন রহিল ভস্মের মধ্যে লুকি।
কেহ না জানিল সবে অনুক্ষণ দেখি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বিরাট পুরে দ্রৌপদীর প্রবেশ ও রাণীর সহিত কথোপকথন।

তবে কতক্ষণে কৃষ্ণা প্রবেশিল পুরে।
চতুর্দ্দিকে স্ত্রী পুরুষ ধায় দেখিবারে॥
ক্লেশেতে মলিন মুখ দীর্ঘ মুক্তকেশ।
পিন্দন মলিন জীর্ণ সৈরিন্ধ্রির বেশ॥
পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করেন নারীগণ।
কে তুমি একাকী ভ্রম কিসের কারণ॥
তোমার রূপের সীমা বর্ণন না যায়।
দেব কন্যা কিন্নরী অপ্সরী অভিপ্রায়॥
সবারে প্রবোধি কৃষ্ণা কহিলেন বাণী।
সৈরিন্ধ্রির কর্ম্ম করি নরজাতি আমি॥
এমতে বেষ্টিত লোকে ভ্রমিতেছেন কৃষ্ণা।
প্রসাদে থাকিয়া তাহা দেখিল সুদেষ্টা॥
কেকয় রাজার কন্যা বিরাট মহিষী।
কৃষ্ণারে আনিতে শীঘ্র পাঠাইল দাসী॥
আদর করিয়া তারে যতেক কামিনী।
অন্তঃপুরে লয়ে গেল যথা রাজরাণী॥
শত শত রাজকন্যা সুদেষ্টা বেষ্টিতা।
দ্রৌপদী দেখিতে সবে হইল চেষ্টিতা॥
নাকে হস্ত দিয়া সবে করে নিরীক্ষণ।
স্তব্ধ হয়ে অনুমান করে মনে মন॥
কতক্ষণে জিজ্ঞাসিলা বিরাটের রাণী।
দেবকন্যা হয়ে কেন ভ্রমহ অবনী॥
মহাভারতের কথা সুধা হৈতে সুধা।
সাধুজন করে পান নাশিবারে ক্ষুধা॥

দ্রৌপদীর রূপ বর্ণন।

দীর্ঘ-ত্রিপদী।

কিবা লক্ষ্মী সরস্বতী, হরপ্রিয়া হৈমবতী,
সাবিত্রী কি ব্রহ্মার গৃহিণী।
রোহিণী চন্দ্রের রামা, রতি সতী তিলোত্তমা
কিবা হবে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী॥
তোমার অঙ্গের আভা, আলো করিলে কসভা,
তারা যেন চন্দ্রের উদয়ে।
তোমার শরীর দেখি, নিমিষ না ধরে আঁখি,
ঘন ঘন কম্পিত হৃদয়ে॥
শশি নিন্দি মুখপদ্ম, করিয়াছ হেন ছদ্ম,
এ বেশ তোমারে নাহি শোভে।
পায়ে তব অঙ্গরাগ, ত্যজিয়া কুসুমোদ্যান,
অলিবৃন্দ ধায় মধুলোভে॥
মৃগনেত্র জিনি অক্ষ, কামশর হৈতে তীক্ষ্ণ,
বাজিলে মরিবে কামরিপু।
কণ্ঠ তব জিনি কম্বু, ওষ্ঠ যে রঞ্জিত বিম্বু,
পঞ্চশর লিপ্ত তব বপু॥
কর রক্ত কোকনদ, রক্ত কোকনদ পদ,
রক্ত যুক্ত অরুণ অধর।

শুক চঞ্চু জিনি নাসা, মধুর সদৃশ ভাষা,
ভুজযুগ জিনি বিষধর।
তোমার নিতম্ব কুচে, গগন নিবাসী পুছে,
মৃগপতি জিনি মধ্যদেশ।
কিবা রূপ কাদম্বিনী, কিম্বা চারু চকোরিণী,
মুক্ত দেখি কেন হেন কেশ॥
হের দেখ বরাগনে, তোমা দেখিতরু গণে,
লজ্জিত হইল শাখা সহ।
কে দেবী নামিলা ভূমি, কি হেতু ভ্রমহ ভূমি,
না ভাণ্ডিবা সত্য করি কহ॥
তব অঙ্গ যোগ্যপতি; মানুষ না দেখি সতী,
কিবা দেব দিক্‌পালগণ।
তব অঙ্গ দরশনে, মোহ গেল নারীগণে,
পুরুষ না জীবে কদাচন॥
সুদেষ্টার বাক্য শুনি; মধুর কোমল বাণী,
সবিনয়ে বলয়ে পার্ষতী।
না দেবী গন্ধর্ব্বী আমি, মানুষী নিবাসীভূমি
ফলাহারী সৈরিন্ধির জাতি॥
রাণী দয়া করে মোরে, রাখহ আপনঘরে,
সেবা করি রহিব তোমার।
না ছোঁব উচ্ছিষ্ট ভাত, না দিব চরণেহাত,
এই মাত্র বিনয় আমার॥
প্রবাল মুকুতাপাতি, ভাল জানি নিত্যগাথি
পুষ্পমালা জানিত বিশেষ।
সিন্দূর কজ্জল আদি; রত্ন আভরণ বিধি,
বিচিত্র করিব কেশ বেশ॥
গোবিন্দের প্রিয়তমা, মহাদেবী সত্যভামা,
বহুকাল সেবিলাম তাঁকে।
আমার নৈপুণ্য দেখি, পাণ্ডবের প্রিয়সখী,
কৃষ্ণা মাগি নিলেন আমাকে॥
কৃষ্ণা আমি এক প্রাণ, এতে না জানিবা আন
চিরকাল রক্ষিলাম তথা।
রাজ্য নিল শত্রুগণে, পাণ্ডুপুত্র গেল বনে
তেই আমি আইলাম হেথা॥
বিরাট পর্ব্বের কথা, বিচিত্র ভারত গাথা,
সর্ব্ব দুঃখ শ্রবণে বিনাশ।
কমলাকান্তের সুত, সুজনের মনঃপুত;
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

দ্রৌপদীর সহিত সুদেষ্টার
কথোপকথন।

রাণী বলিলেন আমি তব রূপ দেখি।
স্ত্রীজাতি হইয়া পালটিতে নারি আঁখি॥
নৃপতি দেখিয়া লোভ করিবে তোমারে।
মম শক্তি নহিবে বারণ করিবারে॥
তোমা দেখি আদর না করিবে আমারে।
আমি উদাসিনী হব রাখিয়া তোমারে॥
আপনার দ্বারে কাটা রোপিব আপনে।
কর্কটির গর্ভ যেন মরণ লক্ষণে॥
এত শুনি বলিলেন কৃষ্ণা সুদেষ্টারে।
অন্য দুষ্টা স্ত্রীর মত না ভাব আমারে॥
বিরাট হউন কিম্বা আর অন্যজন।
দুষ্ট চিত্তে দেখিলে না জীবে কদাচন॥
আমি করি পঞ্চ জন গন্ধর্ব্ব সেবন।
সর্ব্বদা রাখেন মোরে সেই পঞ্চজন॥
ছোঁবার থাকুক পাছু দেখে পাপ চক্ষে।
মনুষ্য কি গণি দেব হৈলে মৃত্যু ভক্ষে॥
দুঃখানলে দগ্ধ সদা মম স্বামীগণ।
না জীবেক যে আমারে করিবে চালন॥
দয়া করি আমাকে রাখহ যদি সতী।
পশ্চাতে জানিবা তুমি আমার প্রকৃতি॥
না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছোঁব চরণ।
পুরুষের ঠাঁই না পাঠাবে কদাচন॥
সুদেষ্টা বলিল যদি তোমার এ রীতি।
যথা সুখে মম পাশে রহ কুলবতী॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি কৃষ্ণা হৃষ্টমনে।
এমতে রহিল সুখে বিরাট ভবনে॥
সেবায় হইল বশ বিরাটের রাণী।
শীলতায় বশীভূতা যতেক রমণী॥
বিরাটের সভাপতি ধর্ম্মের নন্দন।
ন্যায়ে বশ করিলেন ধর্ম্ম সভাজন॥
সপুত্রেতে আনন্দিত মৎস্য অধিকারী।
সর্ব্বক্ষণ ধর্ম্ম সহ খেলা পাশা সারি॥
পাশায় জিনিয়া ধর্ম্ম অনেক রতনী।
নিভৃতে বাঁটিয়া লয় যত ভৃত্যগণ॥
ভীমের রন্ধনে তুষ্ট হইল রাজন।
বশ হৈল যত জন করিল ভোজন॥
মল্লযুদ্ধে বড় তুষ্ট হইল রাজন।
প্রসাদ করিল ভীমে কনক রতন॥
অর্জ্জুনের দেখি নৃত্য গীত বাদ্যরস।
অন্তঃপুর নারীগণ সবে হৈল বশ॥
বহুকাল অশ্বগণ দুষ্ট মম ছিল।
নকুলের কর লাগি সবে শান্ত হৈল॥
গাভীগণ বাড়িল হইল ক্ষীরবতী।
সহদেব গুণে বশ হন মৎস্যপতি॥

পাণ্ডবের গুণে মৎস্য দেশ বশ হৈল।
এই রূপে তথায় চতুর্থ মাস গেল॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শঙ্করযাত্রা ও ভীমের মল্লযুদ্ধ।

পূর্ব্বাপর কৌলিক আছয়ে মৎস্যদেশে।
শঙ্কর নামেতে যাত্রা আরাধে মহেশে॥
করিলা শঙ্কর যাত্রা বিরাট রাজন।
দেশের হৈতে আইল বহু জন॥
দ্বিজ আদি চারি জাতি স্ত্রী পুরুষগণ।
নৃত্য গীত মহোৎসব করে জনে জন॥
পণ্ডিতের কথা শাস্ত্রের বিবাদ।
হস্তীর যুদ্ধ হয় ছাড়ে ঘোর নাদ॥
কৌতুক দেখেন তথা বিরাট রাজন॥
পর্ব্বত আকার লক্ষ লক্ষ মল্লগণ॥
মল্লগণ মধ্যে এক মল্ল বলবান।
সর্ব্ব মল্লগণ করে যাহার বাখান॥
সর্ব্ব মল্লগণ মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ।
কে আছে আমার সঙ্গে করিবে বিবাদ॥
লাখে লাখে বড় বড় যত মল্ল ছিল।
অধোমুখ হয়ে কেহ উত্তর না দিল॥
ডাকিয়া বলয়ে মল্ল নৃপতির প্রতি।
মোর সঙ্গে যুঝ হেন দেহ নরপতি॥
চিন্তিয়া বিরাট তবে করিয়া স্মরণ।
সুপকার বল্লভেরে ডাকিলা তখন॥
বিরাট বলিল তুমি কহিয় ছ পূর্ব্বে।
ইহার সহিত রণ কর যাত্রা পর্ব্বে॥
এ মল্ল সহিত পার যুদ্ধ করিবারে।
তোমারে তুষিব আমি রাজ ব্যবহারে॥
ভীম বলিলেন রাজা জানহ আপনে।
যতেক কহিনু পূর্ব্বে উহার ভবনে॥
সে সব স্মরিয়া যদি চাহ বধিবারে।
এ মল্ল সহিতে তবে যুঝ বে আমারে॥
মহাবলবান মল্ল পর্ব্বত আকার।
পেটার্থি ব্রাহ্মণ আমি জাতি সুপকার॥
এ মল্ল সহিতে যদি করাও সংগ্রাম।
দ্বিজ বধ ভয় না করিবা পরিণাম॥
শুনিয়া নিঃশঙ্ক হন মৎস্যের ঈশ্বর।
কতক্ষণে কঙ্ক তবে করেন উত্তর॥
যার যে আশ্রয়ে থাকে পণ্ডিত সুজন।
যথা শক্তি তার আজ্ঞা না করে হেলন॥
পুনঃ২ মল্লগণ বলিছে রাজারে।
রাজার হয়েছে ইচ্ছা যুদ্ধ দেখিবারে॥
কর প্রীতি রাজার দেখুক সর্ব্ব জন।
একবার মল্লের সহিত কর রণ॥
যুধিষ্ঠির বাক্য শুনি বীর বৃকোদর।
পুনরপি নৃপতিরে করিল উত্তর॥
তোমার প্রসাদে আর কঙ্কের প্রসাদে।
না জীবেক মল্ল আজি পড়িল প্রমাদে॥
এত বলি রঙ্গসভা মধ্যে দাণ্ডাইল।
ডাক দিয়া বৃকোদর মল্লেরে কহিল॥
যদি মৃত্যু ইচ্ছা তবে যুদ্ধ কর আসি।
প্রাণ ইচ্ছা থাকে যদি পলাও প্রবাসী॥
ভীমের বচন শুনি সে মল্ল কুপিল।
মহা পরাক্রম করি ভীমেরে ধরিল॥
পর্ব্বত নাড়িতে কোথা বায়ুর সকতি।
না পারিল চালিবারে ভীম মহামতী॥
ঈষৎ হাসিয়া ভীম ধরি দুই পায়।
অন্তরীক্ষে তুলিলেন ভ্রমাইয়া তায়॥
ক্ষুদ্র মীনে ধরে যেন গ্রাস করে নক্র।
আকাশে ঘুরান যেন কুম্ভকার চক্র॥
ঘুরাইতে তথায় ত্যজিল মল্ল প্রাণ।
ফেলাইয়া দিল ভূমে যেন পাতাখান॥
দেখিয়া অদ্ভুত সবে মানে চমৎকার।
মৎস্য অধিপতি হৈল আনন্দ অপার॥
অনেক প্রসাদ তারে দিল নরপতি।
যাত্রা নিবর্ত্তিয়া গেল যার যে বসতি॥
বার্ত্তা পায়ে রাজ্যে যত ছিল মল্লগণ।
বৃকোদর সহিতে করিল আসি রণ॥
অনেক মরিল শুনি না আইল আর।
বল বিক্রমেতে প্রীত বিরাট রাজার॥
বড় বড় সিংহ ব্যাঘ্র মত্ত হস্তীগণ।
কৌতুকে ভীমের সঙ্গে করাইল রণ॥
নিমিষেক অক্লেশেতে মারে বৃকোদর।
কৌতুক দেখেন রাজা স্ত্রীবৃন্দ ভিতর॥
এই রূপে তথা একাদশ মাস গেল।
সানন্দ পাণ্ডব অল্প অজ্ঞাত রহিল॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে তাহা সকল সংসার॥
শ্রবণে বিরাটপর্ব্ব পাপের বিনাশ।
কাশীরাম দাস কহে কহিলেন ব্যাস॥

দ্রৌপদীর সহিত কীচকের সাক্ষাৎ।
ও মিলন বাঞ্ছা।

জিজ্ঞাসেন জন্মেজয় কহ মুনিবর।
অতঃপর কি করেন পঞ্চ সহোদর ॥
মুনি বলিলেন পরে শুন কুরুনাথ।
একাদশ মাস গত হইল অজ্ঞাত ॥
সুদেষ্ণার সেবারতা কৃষ্ণা অনুক্ষণ।
হেনমতে দেখ তথা দৈবের ঘটন ॥
কীচক নামেতে ছিল রাজ সেনাপতি।
এক দিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি ॥
দৃষ্টিমাত্র কামবাণে হইল পীড়িত।
দ্রৌপদীর নিকটে যাইয়া উপনীত ॥
বলিতে লাগিল অতি মধুর বচনে।
হের অবধান কর পূর্ণ চন্দ্রাননে ॥
আনন্দিত অঙ্গ তব অনঙ্গমোহিনী।
নিরুপম রূপ তব প্রথম যৌবনী ॥
হেথায় আছহ কভু আমি নাহি জানি।
এ রূপ যৌবন কেন নষ্ট কর ধনী ॥
তোমার অঙ্গের শোভা সুর মন লোভে।
এ সব ভূষণ কি তোমার অঙ্গে শোভে ॥
দেখিয়া তোমায় মন মজিল আমার।
কামবাণে দহে প্রাণ করহ উদ্ধার ॥
গৃহ দারাপুত্র মম যত ধন জন।
সব ত্যজি লইলাম তোমার শরণ ॥
সহস্র সহস্র মম আছে নারীগণ।
দাসী হয়ে সেবিবেক তোমার চরণ ॥
রত্ন অলঙ্কার যত লোক মনোহরে।
যথা ইচ্ছা ভূষণ পরহ কলেবরে ॥
রতন মন্দিরে শয্যা রত্ন সিংহাসন।
রত্ন আভরণ পর শুনহ বচন ॥
সকলের উপরে হইবা ঠাকুরাণী।
যদি না করিবা না রাখিবা মম বাণী ॥
এখনি ত্যজিব প্রাণ তব বিদ্যমানে।
এই দেখ হইয়াছে কণ্ঠাগত প্রাণ ॥
কীচকের বাক্য শুনি কম্পে কলেবর।
ধর্ম্মেরে স্মরিয়া দেবী করিল উত্তর ॥
সৈরিন্ধ্রী আমার জাতি বীভৎসরূপিণী।
আমারে এমত কভু না শোভে কাহিনী ॥
এ সকল কহ নিজ কুল ভার্য্যাগণে।
বংশবৃদ্ধি হবে যাতে থাকিবা কল্যাণে ॥
পরদারে মন কৈলে না হয় মঙ্গল।
কীর্ত্তিতে অখ্যাতি ঘোষে পৃথিবী মণ্ডল ॥
যতেক সুকৃতি তার সব নষ্ট হয়।
পরশ করিতে মাত্র আয়ু হয় ক্ষয় ॥
পুত্র দারা শোকে কষ্ট দরিদ্র লক্ষণ।
অল্পকালে দণ্ড তারে করয়ে শমন ॥
সকল বিনাশ হয় পরদারা প্রীতে।
কভু ত্রাণ নাহি তার নরক হইতে ॥
পরদারা আমি তাহা জানহ আপনে।
পাপদৃষ্টি আমারে করিলা কি কারণে ॥
গন্ধর্ব্ব আমার পতি যদ্যপি দেখিবে।
কুটুম্ব সহিতে তব নিমিষে মারিবে ॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বের করি সর্ব্বদা সেবন।
অনুক্ষণ রাখে মোরে সেই পঞ্চজন ॥
কালরাত্রি প্রভাত হইল আজি তোরে।
তেঁই হেন দুষ্ট ভাষা কহিলি আমারে ॥
তুমি যে এমন ভাষা আমারে কহিলে।
রবিসুত কিঙ্কর ধরিল তোর চুলে ॥
সুবুদ্ধি পণ্ডিত যেই জ্ঞানবান জন।
পরস্ত্রী দেখিলে হেট করয়ে বদন ॥
দ্রৌপদীর বাক্য শুনি কীচক দুঃখিত।
কামবাণাঘাতে হয়ে অত্যন্ত পীড়িত ॥
কীচক ভগিনী হন বিরাটের রাণী।
তাঁর স্থানে কহে গিয়া সবিনয়ে বাণী ॥
অচেতন অঙ্গ কম্প সঘনে নিশ্বাস।
কহিতে না কহে সব অর্দ্ধ ভাষ ॥
ভগিনীরে যে বাক্য কহিতে লাজ পায়।
কামে হত চিত্ত হয়ে লজ্জা নাহি তায় ॥
ভগিনী দেখহ মম বহির্গত প্রাণ।
যদি মোরে চাহ শীঘ্র কর পরিত্রাণ ॥
সৈরিন্ধ্রী আছয়ে যেই তোমার সদনে।
তাহারে আমারে আনি দেও এইক্ষণে ॥
না দিলে সোদর হত্যা হইবে তোমার।
এখনি ত্যজিব প্রাণ সাক্ষাতে তোমার ॥
মধুভাষে তুষিলেন বিরাটের রাণী।
কেন হেন কহ ভাই অনুচিত বাণী ॥
দাসী ছার লাগি কেন ত্যজিবা জীবন।
দিবার হইলে আমি দিতাম এখন ॥
অভয় দিয়াছি আমি লয়েছে শরণ।
দুষ্টমতি নহে সেই বুঝিয়াছি মন ॥
চক্ষু মেলি নাহি চাহে পুরুষের পানে।
তব ভার্য্যা হতে তারে কহিব কেমনে ॥
আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ তাহার রক্ষণে।
শান্ত হও ত্যজ ভাই সৈরিন্ধ্রীকে মনে ॥

কীচক বলিল শুন গন্ধর্ব্ব কি ছার।
কাহার কি শক্তি হয় অগ্রেতে আমার॥
পঞ্চ গন্ধর্ব্বেতে রক্ষা করে বলি কয়।
সহস্র গন্ধর্ব্ব হৈল নাহি করি ভয়॥
নষ্টা স্ত্রী প্রকৃতি যাহা নাহি জান তুমি।
দুষ্টা স্ত্রী লোকের ঠাঞি শুনিয়াছি আমি॥
ভ্রাতৃ কিম্বা পুত্র হৌক একান্ত পাইলে।
বিহার করিতে ইচ্ছা আমি জানি ভালে॥
মুখেতে সতীত্ব কহে অন্তরেতে আন।
সেই মত সৈরিন্ধ্রীকে কর অনুমান॥
যদি মোরে চাহ তবে বল শীঘ্রগতি।
দাসী ছারে কর প্রীতি সোদরে অপ্রীতি॥
রাণী বলিলেন কহ কামের বশেতে।
মম বশ নহে সেই কহিব কিমতে॥
সৈরিন্ধ্রী ইচ্ছিল নিজ মরণ ইচ্ছিলা।
তেঁই হেন দুষ্কর্ম্ম ভগিনী নিয়োজিলা॥
নিশ্চয় নিকট মৃত্যু দেখি যে তোমার।
যাও শীঘ্র পাঠাইব করিয়া প্রকার॥
ভক্ষ্য ভোজ্য সামগ্রী রাখিবে গিয়া ঘরে।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাব সুধা আনিবার তরে॥
এত শুনি শীঘ্র গৃহে করিল গমন।
যে বলিলা ভগিনী করিল ততক্ষণ॥
তবে কতক্ষণেতে বিরাট পাটরাণী।
সৈরিন্ধ্রীকে ডাকিয়া কহিল মধুবাণী॥
ক্রীড়ায় ছিলাম আমি তৃষ্ণায় পীড়িত।
ভ্রাতৃগৃহ হৈতে সুধা আনহ ত্বরিত॥
সুদেষ্ণার বাক্য শুনি যেন বজ্র ঘাত।
ভয়েতে কম্পিতা কৃষ্ণা যেন রম্ভাপাত॥
বলিলেন সুতপুত্র নির্লজ্জ দুর্ম্মতি।
তার ঠাঞি মোরে নাহি পাঠাইবা সতী॥
প্রথমে তোমার স্থানে করেছি সময়।
রাখিলা আপনি গৃহে করিয়া অভয়॥
আপন বচন দেবী কহ পালন।
সুধা আনিবারে তথা যাক অন্যজন॥
আর কোন কর্ম্মে আজ্ঞা কর রাজসুতা।
অকর্ত্তব্য হৈলে তাহা করিব সর্ব্বথা॥
জানিয়া কহিলা রাণী ক্রোধ অনিবার।
প্রেষণ লোকের কেন এত অহঙ্কার॥
যথায় পাঠাব তথা করিবে গমন।
বিশেষ বিশ্বস্তা তুমি বলি এ কারণ॥
যাও শীঘ্রগতি সুধা আনহ ত্বরিতে।
এত বলি সুধা পাত্র তুলি দিল হাতে॥

এত শুনি দ্রৌপদির চক্ষে বহে নীর।
করযোড়ে প্রণময়ে দেবতা মিহির॥
সূর্য্যপানে চাহি দেবী করেন স্তবন।
দুঃসহ সঙ্কটে দেব করহ তারণ॥
পাণ্ডুপুত্র বিনা মম অন্যে নাহি মতি।
কীচকের ঠাঞি মোরে কর অব্যাহতি॥
মুহূর্ত্তেকে সূর্য্য স্তব দ্রৌপদী করিল।
কৃষ্ণা রাখিবারে দেব রক্ষগণ দিল॥
কৃষ্ণাকে সমর্থ যেন না হয় কীচক।
অলক্ষিতে যায় সঙ্গে রাক্ষস রক্ষক॥
দুঃখেতে আবৃতা যান দ্রুপদনন্দিনী।
ব্যাঘ্রের স্থানেতে যেন ডরায় হরিণী॥
দূরে হতে কীচক দেখিল দ্রৌপদীরে।
প্রাসাদ হইতে ভূমে নামিল সত্বরে॥
সমুদ্র তরিতে যেন পাইল তরণী।
কৃষ্ণারে চাহিয়া বলে সমধুরবাণী॥
আজি সুপ্রাভাত মম হইল রজনী।
তেঁই মোরে কৃপা করি আইলে আপনি॥
এই গৃহে ধন জন সকলি তোমার।
দিব্য বস্ত্র পর তুমি দিব্য অলঙ্কার॥
কৃষ্ণা বলিলেন তব ভগ্নি পিপাসিতা।
সুধা দেও লয়ে আমি যাইব ত্বরিতা॥
কীচক বলিল কেন বলহ এমন।
তোমার আজ্ঞায় সুধা লবে অন্য জন॥
কষ্ট গেল শুভ তব হইল এখন।
সহস্র সহস্র দাসী সেবিবে চরণ॥
আসি বৈস তুমি এই রত্ন সিংহাসনে।
এত বলি ধরিতে চলিল সেইক্ষণে॥
কীচকের দুষ্টাচার দেখিয়া পার্ষতী।
ভূমিতে ফেলিয়া পাত্র যান শীঘ্রগতি॥
অন্তঃপুরে গেলে দুষ্ট করিবেক বল।
ভাবিয়া চলিলা দেবী রাজ সভাস্থল॥
পিছেং পরে ধায় কীচক দুর্ম্মতি।
ক্রোধে সভামধ্যে চুল ধরি মারে লাথি॥
সূর্য্য অনুচর যেই অলক্ষিত ছিল।
কীচকে ধরিয়া বলে ভূমে নিক্ষেপিল॥
মুণ্ড কাটা গেলে যেন মহাবৃক্ষ টলে।
অচেতন হইয়া পড়িল ভূমিতলে॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র বসিয়া সভায়।
দেখিলেন দ্রৌপদীরে প্রহারিল পায়॥
সভায় বসিয়াছিল বীর বৃকোদর।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ কম্পিত অধর॥

জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত দিল ঢালি।
দেখিলা যে অপমান পাইলা পাঞ্চালী ॥
নয়ন যুগলে অগ্নিকণা বাহিরায়।
দুপাটি দশন চাপি উঠিলা সভায় ॥
সম্মুখে আছিল বৃক্ষ লইবারে বান।
অনুমতি লইতে ধর্ম্মের পানে চান ॥
অঙ্গুলি নাড়িয়া ধর্ম্ম চক্ষুতে চাপিল।
অধোমুখ হয়ে ভীম সভাতে বসিল ॥
স্বামী সব বসিয়া দেখেন চারিপাশে।
উর্দ্ধশ্বাসে কান্দিলেন কৃষ্ণ অর্দ্ধভাবে ॥
ধর্ম্মাসনে বসি আছে মৎসের ঈশ্বর।
বিনা অপরাধে মোরে মারিল বর্ব্বর ॥
দাসীরে মারিতে নারে রাজার সভায়।
তোমা বিদ্যমানে মোরে প্রহারিল পায় ॥
দুষ্টলোকে রাজা দণ্ড নাহি করে যদি।
তবে অল্পকালে তারে দণ্ড দেন বিধি ॥
অনাথা দেখিয়া মোরে দুষ্ট দুরাশয়।
চুলে ধরি মারিলেক নাহি ধর্ম্মভয় ॥
ন্যায়মত রাজা যদি পালে প্রজাগণ।
বহুকাল বৈসে সেই ইন্দ্রের ভুবন ॥
সুন্যায় না করে যদি উপরোধ করে।
অধোমুখ হয়ে পড়ে নরক দুস্তারে ॥
দান যজ্ঞ আদি কর্ম্ম সব ব্যর্থ যায়।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে শাস্ত্রে হেন গায় ॥
কীচক পড়িয়াছিল হয়ে অচেতন।
সচেতন কর আজ্ঞা করিল রাজন ॥
তার প্রতি কহিলেন বিরাটনন্দন।
রাজধর্ম্ম নৃপতি না করিলা পালন ॥
বিনা অপরাধে আসি মারিল সভায়।
রাজদণ্ড নাহি দিলা চোরসভা প্রায় ॥
সবাই অধর্ম্মি বসিয়াছ যত জন।
ধর্ম্ম ভয় নাহি তেঁই না কহ বচন ॥
এত শুনি উত্তর করিল মৎস্যভুপ।
পরোক্ষে দোহার দ্বন্দ না জানি কি রূপ ॥
না জানিয়া না শুনিয়া কহিব কেমনে।
কি হেতু তোমরা দ্বন্দ কর দুই জনে ॥
বিরাটের হেন বাক্য শুনি যাজ্ঞসেনী।
রোদনেতে কহিলেন শিরে কর হানি ॥
পদাঘাত মৃত্যুবৎ করে শত্রুগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে ॥
সে সব গণের আমি মনের মহিষী।
সুতপুত্র মোরে পদে প্রহারিল আসি ॥
যার ধনুর্ঘোষে তিন লোক কম্প হয়।
এক রথে যে করিল তিন লোক জয় ॥
তার ভার্য্যা হই আমি দেখিয়া অনাথ।
সুতপুত্র দুষ্ট মোরে করে পদাঘাত ॥
বল বুদ্ধি তা সবার কোথায় রহিল।
মোর এত অপমান চক্ষেতে দেখিল ॥
বলিতে লাগিল তবে যত সভাজন।
ভাল কর্ম্ম না করিল সুতের নন্দন ॥
সাক্ষাতে সৈরিন্ধ্রী দেব কন্যা স্বরূপিণী।
হেন অঙ্গে পদাঘাত অনুচিত বাণী ॥
তবে ধর্ম্ম কহিলেন কঙ্ক নাম ধারী।
সৈরিন্ধ্রী না কর খেদ যাও অন্তঃপুরী ॥
ধর্ম্মশীল মৎস্যরাজ ডরে পরলোকে।
উপরোধ করি ক্ষমা করিল কীচকে ॥
দেখিতেছে তে মার গন্ধর্ব্ব পতিগণ।
সময় বুঝিয়া ক্ষমা করিল এখন ॥
কালবশে কীচকে দণ্ডিবে যথোচিত।
কীচক হইতে কিছু না ভাবিহ ভীত ॥
দুঃখিলোক সম কেন কান্দহ সভায়।
আত্ম পাপে দুঃখ পাও কি দোষ রাজায় ॥
কৃষ্ণা কহিলেন সত্য কহিলে প্রমাণ।
আত্ম পাপে দুঃখ মম কে করিবে আন ॥
এত বলি দুই চক্ষু পুছি বস্ত্রাঞ্চলে।
কেশ ঘর্ষণে দেহ চলিল শোণিতে ॥
ভর্ত্তা আজ্ঞা পাইয়া চলিলা অন্তঃপুরী।
যথায় আছয়ে রাণী কৈকয় কুমারী ॥
সুদেষ্ণার অগ্রে দেবী কান্দিতে লাগিল।
সাদরে সুদেষ্ণা তারে সম্ভ্রমে পুছিল ॥
কে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি।
সমূলে বিনাশ হবে সেই দুষ্টমতি ॥
বিশ্বাসেতে কহিলেক সৈরিন্ধ্রী রূপিণী।
জানিয়া কপট কেন কর রাজরাণী ॥
সুধা আনিবারে ভ্রাতৃ গৃহে পাঠাইলা।
কত বা কহিব তাহা যত দুঃখ দিলা ॥
রাজা সহ পাত্র মিত্র দেখেছে সভায়।
কেশে ধরি কীচক মারিল মোরে পায় ॥
যথোচিত তার শাস্তি পাবে দুষ্টমতি।
আজি কিম্বা কালি যাবে যমের বসতি ॥
আজি হতে ত্যজ আশা ভাইয়ের জীবন।
করহ সামগ্রী তার শ্রাদ্ধের কারণ ॥
এত বলি নিজ স্থানে গেলেন পঞ্চালী।
জলে গিয়া ধুইলেন সব রক্তধূলি ॥

পর পুরুষের স্পর্শে যেই আচরণ।
বিধিমতে দ্রৌপদী করিলা তৎক্ষণ॥
পুনঃ২ দ্রৌপদী কান্দয়ে দুঃখ স্মরি।
হেনমতে গেল পরে অনেক সর্ব্বরী॥
ক্ষুধা নিদ্রা নাহি দেবী মনে অনুমান।
এ দুঃখ সাগর হৈতে কে করিবে ত্রাণ॥
বিনা বৃকোদর না পারিবে অন্য জন।
চিন্তিয়া ভীমের কাছে করিল গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীমের সহিত দ্রৌপদীর কীচক বধের মন্ত্রণা।

বিরাট রন্ধন গৃহে ভীমের শয়ন।
নিদ্রা যান বৃকোদর হয়ে অচেতন॥
সঙ্কেতে বলয়ে দেবী চাপি দুই পায়।
উঠ উঠ কত নিদ্রা যাও মৃত প্রায়॥
হীন জন পুরুষ আপনি যত শক্যে।
প্রাণপণ করিয়া সঙ্কটে ভার্য্যা রক্ষে॥
সভা মধ্যে যত মম অপমান কৈল।
সিংহের রমণী লৈতে শৃগাল ইচ্ছিল॥
চরণ চাপিতে ভীম নিদ্রা ভঙ্গ দিলা।
দ্রৌপদী কাতরা দেখি সম্ভ্রমে উঠিলা॥
কহ ভদ্রে এত রাত্রে কেন আগমন।
দুঃখিতার প্রায় দেখি মলিন বদন॥
যে কথা কহিবে আগে শীঘ্র কহ মোরে।
কেহ পাছে দেখে শুনে যাও নিজ ঘরে॥
ভীম বাক্য শুনিয়া অধিক হৈল দুঃখ।
নয়নে সলিল পড়ে হয়ে অধোমুখ॥
ভীম বলিলেন কহ কি হেতু শোচন।
কি দুঃখ তোমার কহ করিব মোচন॥
এত শুনি সকরুণে বলেন পার্ষতি।
কি দুঃখ শোচন যার যুধিষ্ঠির পতি॥
জানিয়া শুনিয়া মোরে পাঠাইলে ঘরে।
আপনার কর্ম্ম কিবা বলিব তোমারে॥
হস্তিনায় যতেক করিল দুঃশাসন।
কুরু সভামধ্যে সবে বসিয়া তখন॥
এক বস্ত্র পরিধানা আমি রজস্বলা।
কেশে ধরি আনিলেক করিয়া বিহ্বলা॥
অনন্তরে অরণ্যেতে দুষ্ট জয়দ্রথ।
বলে ধরি লয়ে গেল বহুদূর পথ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে ফল মূল আশী।
মৎস্যদেশে হইলাম সুদেষ্ণার দাসি॥
গো রোচনা চন্দন ঘষিয়া নিরন্তর।
হের দেখ কলঙ্কী হইল দুই কর॥
এ সব দুঃখ কথা নাহি করি মনে।
তোমা সবা দুঃখ দেখি ভুলি ক্ষণেং॥
বিনা অপরাধে মোরে কীচক দুর্ম্মতি।
সবে বসি দেখিল মারিল দেহে লাথি॥
এমত জীবনে মোর নাহি প্রয়োজন।
এত লঘু হৈয়া জীব কিসের কারণ॥
রাজকন্যা হয়ে মম সমান দুঃখিনী।
স্বামীর জীয়ন্তে কেহ না দেখি না শুনি॥
আজি যদি কীচকেরে তুমি না মারিবে।
নিশ্চয় আমার বধ তোমারে লাগিবে।
কিম্বা বিষ খাই কিম্বা প্রবেশিল জলে।
প্রভাতে মরিব আমি কীচকে দেখিলে॥
নিত্য আসে দুরাচার আমার নিলয়।
মম ভার্য্যা হও বলি অনুক্ষণ কয়॥
সৈরিন্ধ্রী বলিয়া মোরে করে উপহাস।
ধিক ধিক মম জীবনে কি আর আশ॥
হস্ত সুখ নরপতি দেবল দেখিল।
যাহার কর্ম্মেতে এত দুঃখ উপজিল॥
কোন রাজা এমন করেছে কে না দেশে।
সবান্ধবে রাজ্য ত্যজি অরণ্যে প্রবেশে॥
কোটি কোটি গজ বাজী গাবী অশ্ব বাস।
সর্ব্ব ত্যজি হৈলা এবে বিরাটের দাস॥
মূঢ় লোক থাকে যেন সূর্য্য ধ্যান করি।
সেইমত বসিলা সকল নিল অরি॥
নিরবধি বেশ করে সহস্র সুন্দরী।
অতিথি সেবনে যার সহস্রেক নারী॥
যত অন্ধ অথর্ব্ব আশ্রমে সদা থাকে।
লক্ষ রাজা দাণ্ডাইয়া থাকয়ে সম্মুখে॥
মোর দ্যূতে হারিলেক এতেক সম্পদ।
এবে বিরাটের দাস পায়ে কঙ্কপদ॥
অতুল গাণ্ডীব ধারী বীর ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেন ত্রৈলক্য বিজয়॥
ইন্দ্র জিনি করিলেন অগ্নির তর্পণ।
দৈত্য মারি নিষ্কণ্টক করি দেবগণ॥
বজ্রাঘাত ডাকে যার ধনুক নির্ঘোষ।
কন্যাগণ মধ্যে বসি নপুংসক বেশ॥
মাথায় মুকুট যার জিনি দিনমণি।
এখন সে মস্তকে লম্বিত কৈল বেণী॥
দ্রুপদের কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী।
পঞ্চ স্বামী ভজিয়া হইনু অনাথিনী॥

বজ্রের অধিক মম কঠিন শরীর।
তেঁই এত কষ্টে প্রাণ না হয় বাহির॥
এত বলি কান্দিলেন মুখে দিয়া কর।
অশ্রুজলে ভরিল কৃষ্ণার কলেবর॥
কৃষ্ণার ক্রন্দন দেখি দুঃখী বৃকোদর।
কর পদ কম্পয়ে কম্পয়ে ওষ্ঠাধর॥
ধিক মম বাহুবল ধিক ধনঞ্জয়।
তোমার এতেক কষ্ট প্রাণে নাহি সয়॥
আমারে কি বল কৃষ্ণা আমি কি করিব।
আত্মবশ হৈলে কেন এত দুঃখ পাব॥
যে স্থানে তোমারে দুষ্ট মারিলেক লাথি।
সেই স্থানে পাঠাতেম যমের বসতি॥
সব সভা মারিতাম নৃপতি সহিতে।
এক জন না থাকিত অন্যেরে কহিতে॥
বিদিত হইলে পুনঃ যাইতাম বন।
এত অপমান আজ হয় কি সহন॥
কটাক্ষে চাহিয়া মোরে রাজা মানা কৈল।
সে কারণে দুরাচার কীচক রহিল॥
যুধিষ্ঠির বাক্য আমি লঙ্ঘিতে না পারি।
নহিলে এ গতি কেন হইবে সুন্দরী॥
ইন্দ্রের অধিক সুখ শত্রুগণে দিয়া।
এত দুঃখ হইল তাহার বাক্যে গিয়া॥
সভামধ্যে যতেক করিল দুঃশাসন।
মৃত্যু ইচ্ছা হয় তাহা হইলে স্মরণ॥
সে সকল অপমান বসি দেখিলাম।
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা লাগি সব হারালাম॥
ক্রন্দন সম্বর দেবী দুঃখ হৈল শেষ।
অল্পদিন হেতু আর কেন ভাব ক্লেশ॥
কহিলা যে মম সম না হয় দুঃখিনী।
রাজপত্নী হয়ে হেন না দেখি ধরণী॥
পাইয়াছে তোমা হৈতে দুঃখ বহুতর।
কহিব সে সব কথা অবধান কর॥
ছিলেন বৈদেহি সীতা জনক দুহিতা।
লক্ষ্মী অবতার হন রামের বনিতা॥
চতুর্দ্দশ বর্ষ যে অরণ্যে গোঙাইল।
ফল মূল আহারে কি কষ্টেতে বঞ্চিল॥
অরণ্যেতে হরিয়া লইল দশানন।
বহু কষ্ট দিল তথা রাক্ষস দুর্জ্জন॥
অনাহারে হৈল তনু অস্থি চর্ম্ম সার।
নিত্য নিশাচরীগণ করিত প্রহার॥
কত কষ্ট সহিলেন জনক কুমারী।
সীতা উদ্ধারিল রাম রাবণেরে মারি॥
অগস্ত্যের ভার্য্যা দেখ রূপ গুণধামা।
রাজার কুমারী হন লোপামুদ্রা নাম॥
তাহার যতেক কষ্ট কহা নাহি যায়।
বল্মীক মৃত্তিকা সর্ব্ব বেড়িলেক গায়॥
বহুকাল সেইরূপে কষ্টেতে রহিল।
পুনঃ অঙ্গে সহি দুঃখ অগস্ত্যে পাইল॥
ভীমপুত্রী দময়ন্তী নলের গৃহিনী।
তাহার যতেক কষ্ট অদ্ভুত কাহিনী॥
মহাঘোর অরণ্যে ছাড়িয়া গেল পতি।
ক্রমে ক্রমে গেল পুনঃ বাপের বসতি॥
অনেক প্রকারে পুনঃ স্বামীরে পাইল।
কতেক কহিব দুঃখ যতেক সহিল॥
তুমি সেইরূপ দুঃখ পাইলে অপার।
ক্ষমা কর অল্পদিন দুঃখ আছে আর॥
তের বর্ষ পূর্ণ হৈল ত্রিংশত রজনী।
পুনরপি নিজ দেশে হবে ঠাকুরাণী॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণ ভরী॥

ভীম কর্ত্তৃক কীচক বধ।

কৃষ্ণা বলিলেন ইহা সব আমি জানি।
আজি রক্ষা হৈলে তবে হব ঠাকুরাণী॥
যদি তুমি কীচকে না দিবে আজি দণ্ড।
লোকে কবে সৈরিন্ধ্রী যতেক কহে ভণ্ড॥
আমি কহিয়াছি সর্ব্ব লোকের ভিতর।
আমার আশ্রয়ে পঞ্চ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥
গন্ধর্ব্বের নাম শুনি করে উপহাস।
বলে লক্ষ গন্ধর্ব্ব করিব আমি নাশ॥
সকল শোভিল তারে যতেক কহিল।
এত অপরাধ করে দণ্ড না হইল॥
প্রভাত হইলে পুনঃ দ্বারেতে আসিবে।
পরিহাস করি মোরে বচন কহিবে॥
সে বচন শুনিতে যদি বল ঘরে।
এখনি ত্যজিব প্রাণ তোমার গোচরে॥
জয়দ্রথ ভয় হৈতে করিলে উদ্ধার।
জটায়ুরে মারিয়া করিলে প্রতিকার॥
এখন কীচক ভয়ে কর পরিত্রাণ।
তোমা বিনা রাখে এতে নাহি দেখি আন॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞা হেতু বিচারে সুনীতে।
দিয়াছেন অনুজ্ঞা কীচকে দণ্ড দিতে॥
তখনি বিদিত হৈল পূর্ণ সভামাঝ।
ধর্ম্ম ভয় করিয়া ক্ষমিলা মহারাজ॥

এত শুনি চিন্তি ভীম বলিল বচন।
না কর ক্রন্দন দেবী স্থির কর মন॥
এত বলি ক্রোধে ভীম অরুণ নয়ন।
মারিব কীচক আমি বলিনু বচন॥
কিন্তু এক সময় করিবা তার সনে।
উপায় করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
আজিকার মত তুমি যাও নিজালয়।
কালি প্রাতে তার সঙ্গে করিবে নির্ণয়॥
নৃত্যশালা যথা কন্যাগণ নৃত্য শিখে।
রজনীতে শূন্য তথা কেহ নাহি থাকে॥
তথায় নির্ব্বন্ধ কর শয্যা করিবারে।
সেই ঘরে পাপিষ্ঠে পাঠাব যমপুরে॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি সম্বরি ক্রন্দন।
নয়ন পুঁছিয়া কৃষ্ণা করিল গমন॥
যথা রাজগৃহে কৃষ্ণা দ্রুতগতি গেল।
রজনী প্রভাত হৈল কীচক উঠিল॥
দ্রৌপদীর প্রতি তবে দম্ভ করি বলে।
ধাইয়া যে গেলি তুই রাজসভাস্থলে॥
রাজা বিদ্যমানে তোরে প্রহারিনু লাথি।
কি করিল আমারে বিরাট নরপতি॥
মম বাহুবলে রাজ্য ভুঞ্জে নরনাথ।
কি করিতে পারে মম কাহার কি হাত॥
ভজহ সৈরিন্ধ্রী মোরে ক্ষম দোষ মোর।
এই দেখ দন্তে তৃণ দাস হৈনু তোর॥
কৃষ্ণা বলিলেন বশ হইলাম আমি।
কিন্তু মম আছয়ে গন্ধর্ব্ব পঞ্চ স্বামী॥
তাহা সবাকারে বড় ভয় হয় মনে।
এমন করহ যেন কেহ নাহি জানে॥
নৃত্যশালা রজনীতে থাকে শূন্যাগার।
তথা নিশা তব সঙ্গে করিব বিহার॥
এত শুনি কীচক হইল হৃষ্টমন।
শীঘ্রগতি নিজ গৃহে করিল গমন॥
নানা গন্ধ চন্দনাদি অঙ্গেতে লেপিল।
দিব্যরত্ন অলঙ্কারে ভূষিত হইল॥
সৈরিন্ধ্রীর চিন্তা করি বিরহ হুতাশে।
ক্ষণে ক্ষণে দিনকর নিরখে আকাশে॥
কতক্ষণে হবে অস্ত দেব দিবাকর।
পুনঃ বাহিরায় পুনঃ প্রবেশয়ে ঘর॥
হেথা কৃষ্ণা ভীমেরে কহিল সমাচার।
নৃত্যাগারে রাত্রিতে আসিবে দুরাচার॥
যথোচিত ফল আজি দিবা তার প্রতি।
প্রভাতা না হয় যেন আজিকার রাতি॥

এমতে আসিয়া হৈল সন্ধ্যার সময়।
বৃকোদর অগ্রে চলি গেলা নৃত্যালয়॥
অন্ধকার করি বসি পালঙ্কের মাঝ।
মৃগ মারিবারে যেন জাগে মৃগরাজ॥
আনন্দিত চিত্ত হয়ে কীচক চলিল।
একক হইয়া সঙ্গে কারে না লইল॥
যথায় পুরুষ সিংহ ছিল বৃকোদর।
কীচক বসিল গিয়া পালঙ্ক উপর॥
কামবাণাঘাতে দুষ্ট মোহিত হইয়া।
অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিছে হাসিয়া॥
লোহা হৈতে অধিক কঠিন ভীমকায়।
কামানলে মুগ্ধ বুঝে সৈরিন্ধ্রীর প্রায়॥
আমার মহিমা তুমি না জান সুন্দরী।
মম রূপ গুণে বশ যত নর নারী॥
পূর্ব্বভাগ্যে সৈরিন্ধ্রী পাইলে তুমি মোরে।
সবারে ত্যজিয়া আমি ভজিনু তোমারে॥
ভীম বলিলেন ভাগ্যে আমার আছিল।
সে কারণে তোমা স্বামি বিধি মিলাইল॥
তোমার মহিমা আমি নাহি জানি পূর্ব্বে।
সে কারণে গর্ব্ব কৈনু গন্ধর্ব্বে গর্ব্বে॥
কিন্তু এক তাপ মম জন্মিয়াছে মনে।
রাজসভামধ্যে মোরে মারিলে চরণে॥
বজ্রের সমান তব চরণ প্রহার।
বড় ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা হইল আমার॥
কমল অধিক মম কমল শরীর।
বেদনায় প্রাণ মম হতেছে বাহির।
মনোদুঃখ কিসেতে পাইবে রতিসুখ॥
এত শুনি কহে তবে কীচক দুর্ম্মুখ॥
ক্ষমহ সে সব দোষ ত্যজ দুঃখমন।
প্রসন্না হইয়া মোরে করহ বরণ॥
পদাঘাত দুঃখ যদি আছয়ে অন্তরে।
সেইমত পদাঘাত করহ আমারে॥
এত বলি কীচক মস্তক দিল পাতি।
অন্তরেতে হাসিয়া উঠিল ভীমরথি॥
বজ্রাঘাত প্রায় ঘাড়ে প্রহারিল লাথি।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক দুর্ম্মতি॥
যে চরণাঘাতে ভীম গিরি চূর্ণ কৈল।
হিড়িম্ব কির্ম্মির বক প্রভৃতি মারিল॥
একে একে তিন ঘাত করিল প্রহার।
তথাপিহ নাহি জানে কীচক দুর্ব্বার॥
ভীম বলিলেন আরে গন্ধর্ব্বে বিবাদ।
ঘুচাইব সৈরিন্ধ্রীর রমণের সাধ॥

ভীম বাক্য শুনিয়া কীচকে হৈল জ্ঞান।
লাফ দিয়া উঠে ধরে ব্যাঘ্রের সমান॥
মহাপরাক্রম হয় কীচক দুর্জ্জয়।
দশ ভীম হৈলে তার সমযোগ্য নয়॥
কৃষ্ণার ধরিয়া কেশে আয়ু হৈল হীন।
বিশেষ চরণাঘাতে বল হৈল ক্ষীণ॥
তথাপিহ বিক্রমেতে ভীম বলে উন।
পদাঘাতে দৃঢ়মুষ্টী হানে পুনঃ পুনঃ॥
আচড় কামড় মুণ্ডে মুণ্ডে তাড়াতাড়ি।
ধরাধরি করি ভূমে যায় গড়াগড়ি॥
কখন উপরে ভীম কখন কীচকে।
শোণিতে জর্জ্জর অঙ্গ পদাঘাত নখে॥
নিঃশব্দেতে দোহে যুদ্ধ ঘরের ভিতর।
এইমতে যুদ্ধ হৈল তৃতীয় প্রহর॥
পঞ্চাশত বায়ুতেজ বায়ুর তনয়।
বজ্রমত করিল কীচক নহে ক্ষয়॥
পুনঃ২ উঠে দোহে করয়ে প্রহার।
চরণের ঘাতে ক্ষিতি হইল বিদার॥
বসন্ত সময়ে যেন হস্তিনী কারণ।
পর্ব্বত উপরে দুই হস্তী করে রণ॥
ক্রোধে অগ্নি সম জ্বলি বায়ুর নন্দন।
কীচকে ফেলিয়া বুকে করিল আসন॥
দ্রৌপদীর অপমান হৃদয়েতে জাগে।
সিংহ যেন চাপিয়া ধরিল মত্ত মৃগে॥
আরে দুরাচার দুষ্ট কীচক দুর্ম্মতি।
এই মুখে ইচ্ছিলি সৈরিন্ধ্রী সহ রতি॥
এত বলি বদনে প্রহারি বজ্রমুষ্টি।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল তার দন্তাদি সমষ্টি॥
এই চক্ষে সৈরিন্ধ্রী করিলি নিরীক্ষণ।
বজ্র নখে উপাড়িয়া ফেলিল নয়ন॥
অণ্ডকোষ ধরিয়া মারিল তাহে লাথি।
সেই ঘাতে প্রাণ ছাড়ে কীচক দুর্ম্মতি॥
হস্ত পদ শির তার সব চূর্ণ কৈল।
কচ্ছপের প্রায় করি অঙ্গে পুরাইল॥
মাংসপিণ্ড ন্যায় করি কুষ্মাণ্ড আকার।
কৃষ্ণারে ডাকিয়া বলে পবন কুমার॥
অগ্নি জ্বালি দেখ হের যাজ্ঞসেনী সতী।
তোমা হিংসি কীচকের এতেক দুর্গতি॥
অপরাধ মত দণ্ড পাইল দুর্ম্মতি।
যে তোমার অপরাধী তার এই গতি॥
এত বলি বৃকোদর করিল গমন।
রন্ধনশালায় যথা শয়ন আসন॥
স্নান করি অঙ্গে দিলা সুগন্ধি চন্দন।
যুদ্ধশ্রান্ত হয়ে বীর করিল শয়ন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশীরাম দাস কহে শুন কর্ণভরি॥

কীচকের শবদাহে তাহার উনশত ভ্রাতার মৃত্যু ও দাহ।

কীচক মরণে কৃষ্ণা সানন্দা হইয়া।
সভাসদ প্রতি তবে বলিল ডাকিয়া॥
মোরে যেন দুঃখ দিল কীচক দুর্ম্মতি।
ফল দিল উচিত গন্ধর্ব্ব মম পতি॥
অহঙ্কার করি দুষ্ট গন্ধর্ব্ব না মানে।
গন্ধর্ব্বে মারিবে কোথা মনুষ্য পরাণে॥
এত শুনি ধাইলেক যতেক রক্ষক।
মাংসপিণ্ড প্রায় তথা দেখিল কীচক॥
অপূর্ব্ব দেখিয়া লোক মানিল বিস্ময়।
কেহ বলে কীচক এ কে বলে নয়॥
কোথা গেল হস্ত পদ কোথা গেল শির।
কুষ্মাণ্ডের প্রায় দেখি কাহার শরীর॥
কেহ বলে গন্ধর্ব্ব মারিল এইমত।
বার্ত্তা পেয়ে ধায় সহোদর উনশত॥
কীচকে বেড়িয়া সবে করয়ে ক্রন্দন।
ভ্রাতৃ মিত্র বন্ধু যত স্ত্রী পুরুষ গণ॥
এইমত বন্ধুগণ কান্দিল অপার।
অগ্নিতে সংস্কার হেতু করিল বিচার॥
হেনকালে কৃষ্ণারে দেখয়ে সেই স্থানে।
দর্প করি দাণ্ডাইয়া সভা বিদ্যমানে॥
ক্রোধে সুতপুত্রগণ বলিল বচন।
এই দুষ্টা হৈতে হৈল কীচক নিধন॥
কেহ বলে না চাহিও এ দুষ্টার পানে।
কেহ বলে অসতীরে মারহ পরাণে॥
অগ্নিতে পোড়াব এরে কীচক সংহতি।
পরলোকে কীচকের হইবেক প্রীতি॥
বান্ধিয়া ইহারে শীঘ্র মৃতদেহে লব।
একবার গিয়া মাত্র নৃপতিরে কব॥
বিরাট ভূপতি শুনি কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
মহাবীর কীচক সৈন্যের সেনাপতি।
তোমার বিহনে মম হয় কোন গতি॥
সৈরিন্ধ্রী দুষ্টার হেতু কীচক নিধন।
ক্রোধে নরপতি আজ্ঞা দিল সেইক্ষণ॥
তার মুখ আর না দেখিব কদাচন।
শীঘ্র করি লহ তারে করিয়া বন্ধন॥

পোড়াও কীচক সহ জ্বালিয়া অনল।
তবে সে আমার অঙ্গ হইবে শীতল॥
আজ্ঞা পায়ে কৃষ্ণারে বান্ধিল সেইক্ষণ।
শব সহ লইলেক করিয়া বন্ধন॥
ইহাতে দ্রৌপদী দেবী না দেখি উপায়।
আকুল হইয়া অতি কান্দিলা তথায়॥
ওহে জয় বিজয় জয়ন্ত জয়সেন।
জয়দ্বল নাম লৈয়া উচ্চেতে ডাকেন॥
দুন্দুভির শব্দ যার ধনুক টঙ্কার।
তিনলোকে অমান্য না হয় শত্রু যার॥
তার প্রিয়তমা আমি করিল বন্ধন।
শীঘ্রগতি আসি মোরে করহ মোচন॥
এইমত পুনঃ পুনঃ ডাকে যাজ্ঞসেনী।
রন্ধন গৃহেতে থাকি ভীমসেন শুনি॥
ক্রন্দনের শব্দ শুনি উঠিয়া বসিল।
দ্রৌপদীর স্বর বুঝি হৃদয়ে কম্পিল॥
কেশ বেশ মুক্ত বীর বায়ুবেগে ধান।
পথাপথ নাহি জ্ঞান শব্দ শুনি যান॥
এক লাফে ভিঙ্গাইল গড়ের প্রাচীর।
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীরে ডাকিলেন বীর॥
না কান্দ সৈরিন্ধ্রী দেবী আইল গন্ধর্ব্ব।
এখনি মরিবে দুষ্ট সুতপুত্র সর্ব্ব॥
এত বলি উপাড়িলা দীর্ঘ তরুবর।
দণ্ড হস্তে যম যেন ইন্দ্র বজ্রকর॥
সবে বলে হের ভাই গন্ধর্ব্ব আইল।
পলাও পলাও বলি সবে ধড় দিল॥
নগর সম্মুখ করি যায় বায়ুবেগে।
পাছে ধান বৃকোদর সিংহ যেন মৃগে॥
আরে দুচাচার সব সুতপুত্রগণ।
মনুষ্য হইয়া কর গন্ধর্ব্ব চালন॥
এতবলি প্রহার করিল তরুবর।
এক ঘায় মারে উনশত সহোদর॥
অশ্রুপূর্ণামুখী কৃষ্ণা আছিলা বন্ধনে।
মুক্ত করি বৃকোদর দিলা সেইক্ষণে॥
ভীম বলিলেন নাহি ভাব গুণবতী।
তোমারে হিংসিয়া দুষ্ট হৈল হেন গতি॥
আজ্ঞা কর যাব আমি কেহ পাছে জানে।
করহ গমন তুমি আপনার স্থানে॥
এতবলি চলি গেলা বীর বৃকোদর।
অন্তঃপুরে গেলা কৃষ্ণা সুদেষ্ণার ঘর॥
রজনী প্রভাতা হৈল আসি সর্ব্বজন।
রাজারে করিল জ্ঞাত রাজমন্ত্রিগণ॥
কীচকে দহিতে গেলা যত ভ্রাতৃগণ।
গন্ধর্ব্বের হাতে সর্ব্ব হইল নিধন॥
সবে মারি সৈরিন্ধ্রীরে মুক্ত করি দিল।
পুনঃ আসি সৈরিন্ধ্রী পুরেতে প্রবেশিল॥
আর মৎস্যদেশের নাহিক প্রতিকার।
গন্ধর্ব্বের হাতে সবে হইবে সংহার॥
মনোরমা নারী হয় পরম সুন্দরী।
তার পানে চাহিলে গন্ধর্ব্বে যাবে মারি॥
শীঘ্র কর ভূপতি ইহার প্রতিকার।
হেথা হৈতে দুষ্টা গেলে সবার নিস্তার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা মনে ত্রাস পাইল।
কীচকেরে দহিবারে লোকে আজ্ঞা দিল॥
অন্তঃপুরে গিয়া রাজা রাণীরে বলিলা।
সৈরিন্ধ্রী রাখিয়া গৃহে বিপত্তি করিলা॥
এখন সে হেথা হৈতে যায় যেইমতে।
মম নাম না লইবা কহিবে সম্প্রীতে॥
এত দিন ছিলা তুমি আমার সদন।
এখন যথায় ইচ্ছা করহ গমন॥
তোমা হৈতে বড় ভয় হইল সবার।
বিলম্ব না কর দ্রুত কর অগ্রসার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সাগর।
শ্রবণেতে যাহার নিষ্পাপ হয় নর॥

দ্রৌপদীকে দেখিয়া পুরজনের সভয়।

বন্ধন হইতে মুক্ত কৈল বৃকোদর।
স্নান করি দ্রৌপদী চলিল নিজ ঘর॥
চতুর্দ্দিকে আছিল যতেক লোকজন।
কৃষ্ণারে দেখিয়া ভয়ে পলায় তখন॥
সিংহ দেখি অজা যেন যায় দৌড়াদৌড়ি।
মহাভয়ে একের উপরে আর পড়ি॥
প্রাচীন অথর্ব্ব লোক যা হৈতে নারিল।
অধোমুখে ভূমি ধরি বস্ত্র আচ্ছাদিল॥
সবে বলে কেহ না চাহিও ইহা পানে।
এখনি গন্ধর্ব্ব হাতে মরিবা পরাণে॥
এত বলি সর্ব্বলোক করে কাণাকাণী।
যথায় রন্ধন গৃহে গেল যাজ্ঞসেনী॥
দাণ্ডাইয়া ছিল তথা বীর বৃকোদর।
নমস্কার করিলেন যুড়ি দুই কর॥
গন্ধর্ব্ব রাজার পায়ে মোর নমস্কার।
যে মোরে সঙ্কট হৈতে করিল নিস্তার॥
ভীম বলিলেন যে আশ্রিত হয় যার।
অবশ্য করয়ে লোক তার প্রতিকার॥

তথা হৈতে নৃত্যশালা করিল গমন।
সৈরিন্ধ্রীরে দেখিয়া বলিছে কন্যাগণ॥
ভাল হৈল সবান্ধবে মরিল দুর্ম্মতি।
যে তোমার করিলেক এতেক দুর্গতি॥
পার্থ বলিলেন কহ অদ্ভুত কথন।
কি মতে কীচকে কৈল গন্ধর্ব্বে নিধন॥
কৃষ্ণা বলিলেন কি জানিবে বৃহন্নলা।
অহর্নিশি কন্যাগণ লয়ে কর খেলা॥
কি মতে জানিবে দুঃখ যতেক আমার।
হাসিং জিজ্ঞাসহ কি কহিব আর॥
তথা হতে গেলেন সুদেষ্ণা অন্তঃপুরী।
কৃষ্ণারে দেখিয়া সর্ব্ব পলাইল নারী॥
দ্বারেতে কপাট কেহ দিল মহাভয়।
দেখিয়া দ্রৌপদী দেবী মানিল বিস্ময়॥
হেনকালে সুদেষ্ণা রাজার পাটরাণী।
সবিনয়ে সৈরিন্ধ্রীরে কহিলেন বাণী।
হেথা হতে বাছা তুমি করহ গমন।
কথা আছে তোমার গন্ধর্ব্বপতিগণ॥
নৃপতির বড় ভয় হইল তোমারে।
কালরূপী জানি তোমা সর্ব্ব লোকে ডরে॥
সর্ব্বনাশ হৈল মম তোমার কারণ।
তোমা রাখি হত্যা কৈনু সহোদরগণ॥
এইক্ষণে ক্ষম মোরে করি পরিহার।
যথা ইচ্ছা তথা তুমি কর অগ্রসার॥
দ্রৌপদী বলিল দেবী কর অবধান।
তেরোদিন বহির্ভূতে যাব নিজ স্থান॥
তোমারে গন্ধর্ব্বগণ বহু প্রীত হবে।
তেরোদিন উপরান্তে মোরে লয়ে যাবে॥
আমা হতে যত কষ্ট হইল তোমার।
ততেক সন্তোষ আমি করিব অপার॥
মরিল আপন দোষে কীচক দুর্ম্মতি।
বিনা দোষে কাহারে না হিংসে মম পতি॥
দেব দ্বিজ প্রিয় তার সাধকবৎসল।
ধার্ম্মিকের কভু নাহি করে অমঙ্গল॥
এ স্থানে দেখিবে সেই মম স্বামিগণে।
দেব দ্বিজগণ প্রিয় বড় প্রিয় রণে॥
সুদেষ্ণা বলিল দেখ দেখিয়া তোমারে।
পুরুষের কিবা কথা স্ত্রী পলায় ডরে॥
তেরোদিন তুমি যদি থাকিবে হেথায়।
সত্য করি এক কথা কর গো আমায়॥
স্বামী পুত্র ডরে মম রহিল বাহিরে।
অভয় করিলে তুমি আসিবেক ঘরে॥
সবান্ধবে লইলাম তোমার শরণ।
গন্ধর্ব্বের ভয়ে তুমি করহ রক্ষণ॥
অভয় করিল কৃষ্ণা সুদেষ্ণার বোলে।
এই মতে তথায় রহিল কুতূহলে॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাহার কি শক্তি তাহা বর্ণিবারে পারি॥
রহস্য বিরাটপর্ব্ব কীচকের বধে।
কাশীদাস কহে দ্বিজ চরণ প্রসাদে॥

পাণ্ডবান্বেষণার্থে দুর্য্যোধনের সর্ব্বত্রে চর প্রেরণ।

অজ্ঞাতে বঞ্চেন হেথা পাণ্ডুর নন্দন।
হস্তিনাপুরেতে তথা রাজা দুর্য্যোধন॥
লক্ষ লক্ষ চরগণ আনিয়া ত্বরিত।
পাণ্ডবেরে খুঁজিতে পাঠান চতুর্ভিত॥
দূতে বলিলেন যেই পাণ্ডবে দেখিবে।
পাণ্ডবে দেখেছি বলে যে আসি কহিবে॥
ধন জন দেশ দিব বহুত ভাণ্ডার।
রাজ্যভোগ ভূঞ্জিবেক সহিতে আমার॥
এত বলি দূতগণে দিল বহু ধন।
অষ্ট দিকে পাঠাইল লক্ষ লক্ষ জন॥
বৎসরেক পর্য্যন্ত খুঁজিল সর্ব্বজন।
ভ্রমিয়া সকল দেশে আইল তখন॥
নমস্কার করিয়া রাজার অগ্রে কয়।
বহু খুঁজিলাম রাজা পাণ্ডুর তনয়॥
গ্রাম দেশ নগর যতেক জনপদ।
নদ নদী তড়াগ নির্ঝর আর হ্রদ॥
পর্ব্বত কানন বৃক্ষ লতার ভিতর।
গহ্বর কন্দর গুহা অরণ্য সাগর॥
মুনি মধ্যে মুনি হয়ে ব্যাধ মধ্যে ব্যাধ।
হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র মধ্যে না গণি প্রমাদ॥
রাজগৃহে হইলাম সারথির বেশ।
ভ্রমিলাম উদাসিন হৈয়া সর্ব্ব দেশ॥
অযোধ্যা পঞ্চাল কাশী দ্বারকা নগর।
এই চারি ভ্রমিলাম গিয়া ঘরে ঘর।
কোথাও না দেখিলাম পাণ্ডুর নন্দন॥
জীয়ন্ত থাকিলে হৈত অবশ্য দর্শন॥
থাকে যদি জীয়ন্তে হৈয়াছে সিন্ধুপার।
পৃথিবীর মধ্যে তারা নাহি কিন্তু আর॥
নিশ্চয় ভূপতি এই কহিনু তোমারে।
যদি আজ্ঞা হয় তবে যাই পুনর্ব্বারে॥
এত বলি চরগণ নিবৃত্ত হইল।
দক্ষিণের দূত তবে কহিতে লাগিল॥

অদ্ভুত কথন এক শুন মহারাজ।
এক দিন ছিনু মোরা মৎস্যদেশ মাঝ॥
বিরাট শ্যালক জাম কৈকয়াদি যারা।
কীচক নামেতে শত সহোদর তারা॥
নারী হেতু শত ভাই গন্ধর্ব্বে মারিল।
ত্রিগর্ত্তের রাজ্য সেই বলে লয়ে ছিল।
যে দেখিনু শুনিনু কহিনু মহারাজ।
আজ্ঞা কর এক্ষণে করিব কোন কায॥
চরগণ বচনে কহিল দুর্য্যোধন।
আমার যে বাঞ্ছা তাহা শুন সর্ব্বজন॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইল আসি শেষ।
আসিবে পাণ্ডবগণ পায়ে বহু ক্লেশ॥
দেখাইবে ক্রোধে মহাভয় কুরুগণে।
ইহার উপায় এই লইতেছে মনে॥
পুনর্ব্বার চরগণ যাক খুজিবারে।
নিশাপতি হয়ে যদি দেখে পাণ্ডবেরে॥
শুনিয়া বলিল কর্ণ সূর্য্যের নন্দন।
এ সকল থাক যাক অন্য চরগণ।
ছদ্মরূপে যাক যেই হয় বিচক্ষণ।
পণ্ডিত সুবুদ্ধি যেই অনুগত জন॥
দুঃশাসন বলে ভাল কহ মহামতি।
পুনরপি দূতগণ যাক আশুগতি॥
পশুগণ ঘ্রাণে জানে বেদে দ্বিজবরে।
অন্য জন দৃষ্টে জানে রাজা জানে চরে॥
ইহা বিনা কর্ম্ম অন্যে না হয় রাজন।
আপন হিতের চর যাউক এখন॥
মরিলে তথাপি চাহি বার্ত্তা জানিবারে।
ব্যাঘ্র সিংহে মারিল কি অরণ্য ভিতরে॥
অনাহারে কষ্টে ভীমসেন কি মরিল।
তাহার মরণ শোকে সবে প্রাণ দিল॥
নিরন্তর বৃকোদর রাক্ষশেতে বাদী।
যার তার সহ দ্বন্দ করে নিরবধি॥
বেড়িয়া রাক্ষস কিবা মারিল পাণ্ডবে।
নিশ্চয় মরিল তারা চরে কোথা পাবে॥
এত শুনি বলেন আচার্য্য মহামতি।
কৌরব পাণ্ডব গুরু বুদ্ধে বৃহস্পতি॥
এরূপে পাণ্ডব যদি হইবে নিধন।
তবে লোক ধর্ম্ম করে কিসের কারণ॥
অশক্ত অবলা মধ্যে ধর্ম্ম বলবান।
ধর্ম্ম যার আছে তার সর্ব্বত্র কল্যাণ॥
পাণ্ডুপুত্রে পরাভব করিবেক রণে।
তিন লোক মধ্যে হেন না দেখি নয়নে॥
সুচী সত্যবাদী কৃতকর্ম্মা জিতেন্দ্রিয়।
ধর্ম্মজ্ঞ শাস্ত্রজ্ঞ গুরু দেব দ্বিজ প্রিয়॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীর ধর্ম্ম অবতার।
আর চারি সহোদর অনুগত তাঁর॥
তাহার কুনীতি হয় নাহি দেখি আমি।
ছদ্মবেশে আছয়ে সময় অনুগামী॥
যে বিচার কহিতেছ করহ ত্বরিত।
পুনর্ব্বার চরগণ যাক চতুর্ব্বিত॥
বচনান্তে দ্রোণেরে কহেন ভীষ্ম বীর।
সজল জলদ তুল্য বচন গভীর॥
অকারণ চরগণে পাঠাও আবার।
ইহারা চিনিবে কোথা পাণ্ডুর কুমার॥
বেদ বিজ্ঞ দ্বিজ হবে সর্ব্ব শাস্ত্র জানে।
সত্যবৃত্ত তপস্বী হইবে যেই জনে॥
সেই সে জানিতে পারে পাণ্ডুপুত্রগণে।
মরিল বলিয়া কেন বল অকারণে॥
ত্রয়োদশ বৎসর কঠিন তপ কৈল।
তার ফল পাইবে নিকট আসি হৈল॥
যেই দেশে থাকিবেক পাণ্ডুর নন্দন।
তার চিহ্ন কহিতেছি শুন চরগণ॥
ন ব্যাধি ন দুঃখ শোক সে দেশের জনে।
দুষ্টের নিগ্রহ শিষ্ট পালন যতনে॥
দানশীল দয়াশীল ক্ষমাশীল ধির।
সেই রাজ্যে থাকিবেন রাজা যুধিষ্ঠীর॥
প্রিয় বাক্যশীল ধর্ম্মশাস্ত্র অনুগত।
ব্রহ্মচর্য্য পুণ্যকর্ম্ম যজ্ঞ হোম ব্রত॥
উত্তম হইবে শস্য মেঘের পালন।
হইবেক বহু ক্ষীরবতি গাভীগণ॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠীর যথায় থাকিবে।
সুগন্ধি শীতল বায়ু সদাই বহিবে।
শরীরে জন্ময়ে ব্যাধি সে করে বিপদ।
বন্ধু হয়ে হিত করে বনের ঔষধ॥
পর হয়ে বন্ধু হয় যদি হিত করে।
জাতি হয়ে শত্রু হয় অধর্ম্ম আচারে॥
সেইমত দেখি দুর্য্যোধনের আচার।
পাণ্ডবের হাতে হবে সবংশে সংহার॥
আমরা এতেক কহি নাহি প্রয়োজন।
সমান আমার কুরু পাণ্ডুর নন্দন॥
কিন্তু আর চর পাঠাইবে কি কারণ।
আসিবেক হেথায় নিকটে পঞ্চজন॥
ত্রয়োদশ বৎসর হইল আসি শেষ।
নিজ রাজ্যে না আসিয়া যাবে কোন দেশ॥

আসি মহা ভয় দেখাইবে সর্ব্বজনে।
যে রূপে বাহির কৈলা যথা জান মনে॥
বিস্তর কহিয়া আর নাহি প্রয়োজন।
যথা ধর্ম্ম তথা জয় বেদের বচন॥
ভীষ্মদেব বচনে বলিলা কৃপাচার্য্য।
ধর্ম্মনীতি বুঝিয়া রাজার হিত কার্য্য॥
দ্রোণ ভীষ্ম যে বলিলা না হবে অন্যথা।
গুপ্তবেশে আছয়ে পাণ্ডব মহারথা॥
শেষ হৈল সবার উদয়কাল স্থির।
উপায় করহ দ্রুত শুন কর্ণবীর॥
চরগণ খুঁজিতে পাঠাও দেশ দেশ।
হেথায় করহ দ্রুত সৈন্য সমাবেশ॥
ভাণ্ডারের ধন দেখ দেখ নিজ বল।
পরাপর আপ্ত কর নৃপতি সকল॥
ইতর তোমার শত্রু পাণ্ডুপুত্র নয়।
এক এক পাণ্ডব করয়ে ইন্দ্র জয়॥
শরদ্বান মুনি পুত্র কহি নিবর্ত্তিল।
সভা মধ্যে সুশর্ম্মা নৃপতি বসে ছিল॥
কহিব বলিয়া পূর্ব্বে বিচার করিল।
কর্ণ বীর কহিল কহিতে না পারিল॥
বলেতে আমার রাজ্য নিলেক সকল।
কীচক মরিল এবে বড়ই মঙ্গল॥
সবান্ধবে আমারে জিনিল করি গর্ব্ব।
শুনিলাম এবে তারে মারিল গন্ধর্ব্ব॥
কীচক মরিল এবে বড় হৈল কার্য্য।
বিরাটের বান্ধিয়া লইব নিজ রাজ্য॥
ধন রত্ন পূর্ণ তার গাভী অপ্রমিত।
এ সময়ে তোমার হইবে বড় হিত॥
হীনবীর্য্য বিরাটে মারিব মুহূর্ত্তেকে।
বিচারে আইসে রাজা আজ্ঞা দেও মোকে॥
কর্ণ বলিলেন ভাল সুশর্ম্মা ভূপতি।
মৎস্যদেশ যাব সৈন্য সাজ দ্রুতগতি॥
পাণ্ডবের হেতু চিন্তা কর অকারণ।
কোথায় মরিয়া গেল বৃথা অন্বেষণ॥
জীয়ন্ত থাকিলে কি না আসিবে হেথায়।
ধন হীন বন্ধু হীন ক্লেশে ক্লিষ্ট কায়॥
মম বল বীর্য্য তারা ভালমতে জানে।
পুনঃ হেথা পাণ্ডব না আসে কদাচনে॥
এক্ষণে চলহ সবে যাব মৎস্য রাজ্য।
ধন রত্ন পাইব হইবে লভ্য কার্য্য॥
কর্ণের বচন শুনি বলিলা বিদুর।
নিশ্চয় সবার চিত্ত যাবে মৎস্যপুর॥
সবাকার মন হৈল নিষেধিতে দোষে।
রত্ন গাভী উপার্জ্জন হয় বড় ক্লেশে॥
কহিলেক মৎস্যদেশ সমাচার চরে।
স্ত্রীর হেতু দুর্জ্জয় কীচক বীর মরে॥
অদ্যাপিও নাহি দেখি নাহি শুনি কানে।
গন্ধর্ব্ব নিবাস করে মনুষ্য ভবনে॥
গন্ধর্ব্বের নারী সহ কীচকের কথা।
অনুমানে বুঝি যে গন্ধর্ব্ব আছে তথা॥
বুঝিয়া করিবা কার্য্য যাইবা নিশ্চয়।
গন্ধর্ব্ব সহিত যেন বিবাদ না হয়॥
বিদুর বচন শুনি হাসি দুর্য্যোধনে।
শক্তি মত কহে যুক্তি যাহার যে মনে॥
যত শক্তি আপনার যতেক মন্ত্রণা।
না বুঝ আমার শত্রু আছে কোন জনা॥
গন্ধর্ব্ব কি গণি যদি আসে দেবগণ।
ইন্দ্র সহ সাজি আসে এ তিন ভুবন॥
কার শক্তি আমার সম্মুখে আসি রয়।
তোমারে না ডাকি সঙ্গে কেন কর ভয়॥
এত বলি সৈন্য আজ্ঞা দিল কুরুপতি।
চতুরঙ্গ দল সজ্জা কর দ্রুতগতি॥
বলিলেন সুশর্ম্মা ভূপতি যাও আগে।
আপনার রাজ্য গিয়া লও যাম্যভাগে॥
স্বসৈন্য সহিত যাবে করিবারে রণ।
শূন্য রাজ্যে গিয়া আমি হরিব গোধন॥
এক দিন অগ্রে যাও সুশর্ম্মা রাজন।
পশ্চাতে স্বসৈন্যে আমি করিব গমন॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
কাশী কহে শুনিলে তরয়ে ভববারি॥

গোগ্রহণার্থে সুশর্ম্মা রাজার যাত্রা।

দুর্য্যোধন আজ্ঞা পায়ে সুশর্ম্মা ভূপতি।
সাজাইল আপন বাহিনী শীঘ্রগতি।
আষাঢ়ের শীত পক্ষে পঞ্চমী দিবসে॥
সুশর্ম্মা ভূপতি চলি গেল মৎস্যদেশে।
শঙ্খ ভেরি দুন্দুভি বিবিধ বাদ্য বাজে।
বাদ্যের শব্দেতে কম্প হৈল মৎস্যরাজে॥
প্রবেশিয়া মৎস্যদেশে সুশর্ম্মা ভূপতি।
হরহ গোধন আজ্ঞা দিল সৈন্য প্রতি॥
হয় হস্তী গাভী আর নানা রত্নধন।
চতুর্দ্দিকে লুটিতে লাগিল সর্ব্বজন॥
গোধন রক্ষণে যত ছিল গোপগণ।
ধাইয়া রাজারে বার্ত্তা কহিল তখন॥

সভাতে বসিয়া ছিল বিরাট ভূপতি।
উদ্ধশ্বাসে কহে গোপ প্রণমিয়া ক্ষিতি ॥
মৎস্যদেশ সকল মজিল নরবর।
সকল হরিয়া নিল ত্রিগর্ত্ত ঈশ্বর ॥
রক্ষা করিবারে রাজা যদি থাকে মন।
বাহিরাও বিলম্ব না সহে একক্ষণ ॥
দূত মুখে হেন বার্ত্তা পাইয়া ভূপতি।
চতুরঙ্গবাহিনী সাজিল শীঘ্রগতি ॥
শতানিক মুদ্রিরাক্ষ দুই সহোদর।
শ্বেত শঙ্খ দুই ভাই রাজার কোঙর ॥
পাত্র মিত্র যোদ্ধাগণ সাজিল সকল।
বিবিধ বাজন বাজে সৈন্য কোলাহল ॥
শতানীকে আজ্ঞা দিলা বিরাট ভূপতি।
দিব্য অস্ত্র ধনু দেহ চারি জন প্রতি ॥
শ্রীকঙ্ক বল্লভ অশ্ব বৈদ্যক গোপাল।
মহাবীর্য্যবন্ত যুদ্ধ করিবে বিশাল ॥
দিব্য ধনুর্গুণ দিল রথ তুরঙ্গম।
মুকুট কুণ্ডল দিল কবচ উত্তম ॥
সাজিয়া পাণ্ডব রথে করি আরোহণ।
স্বর্গ হতে আসে যেন দিকপালগণ ॥
চলিল বিরাট রাজা মৎস্যধ্বজ রথে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার পশ্চাতে ॥
রথ চালাইয়া দিল রথের সারথি।
পশ্চাতে মাহুতগণ চালাইল হাতি ॥
পদধূলি ঢাকিলেক দেব দিবাকর।
ঘোর অন্ধকার হৈল দিন দুপ্রহর ॥
শূন্য হতে পক্ষীগণ ভূমেতে পড়িল।
হেনমতে উভয় সৈন্যেতে দেখা হৈল ॥
রথীকে ধাইল রথী গজ ধায় গজে।
অশ্বারোহী প্রতি প্রতি যুঝে ॥
মল্লেং গজে গজে ধানুকি ধানুকি।
খড়্গেং শূলে শূলে তবকী তবকী ॥
হইল দারুণ যুদ্ধ মহা ভয়ঙ্কর।
পূর্ব্বে যেন দেবাসুরে অদ্ভুত সমর ॥
সিংহনাদ মুহুর্মুহু গর্জ্জে সৈন্যগণ।
ধনুক নির্ঘোষে ঘন শংখের নিস্বন ॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে কর্ণে লাগে তালি।
অন্ধকার হৈল সর্ব্ব আচ্ছাদিল ধুলি ॥
বাণের আগুণ মাত্র ক্ষণে ক্ষণে জ্বলে।
অন্ধকার রাত্রে যেন মুকুতা উজ্জ্বলে ॥
মুষল মুদ্গর শূল ইষু চক্র শেল।
পরশু পট্টিশ লাঠি ভল্ল কুন্ত শেল ॥
পড়িল অনেক সৈন্য পৃথিবী আচ্ছাদি।
বাণে অন্ধকার হৈল রক্তে বহে নদী ॥
মুকুট কুণ্ডল মুণ্ড যায় গড়াগড়ি।
বুকে শেল বাজি কেহ ভূমিতলে পড়ি ॥
সব্য হস্তে খড়্গ সহ পড়িল ভূতলে।
পদ কাটা গেল কার গড়াগড়ি চলে ॥
পর্ব্বত আকার গজ ভূমে দন্ত দিয়া।
পড়িল দুর্ভিত সৈন্য অনেক দলিয়া ॥
হেনমতে যুদ্ধ হৈল দ্বিতীয় প্রহর।
কেহ পরাজিত নহে হইল সমর ॥
ক্রোধে শতানীক আসি সমরে প্রবেশে।
এক শত রথী মারে চক্ষুর নিমিষে ॥
মুদ্রিরাক্ষ মারিলেক শত সেনাপতি।
শত শত মারিল বিরাট নরপতি ॥
বিরাট ভূপেরে দেখি সুশর্ম্মা ধাইল।
দুই মত্ত ব্যাঘ্র যেন একত্র মিলিল ॥
ক্রোধেতে বিরাটরাজা মারি শত শর।
চারি অশ্ব মারি চারি সারথি উপর ॥
রথধ্বজে দুই দুই সুশর্ম্মা উপরে।
অস্ত্রে কাটি সুশর্ম্মা ফেলিল কতদূরে ॥
পঞ্চশত বাণ মারে বিরাট উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা মৎস্যের ঈশ্বর ॥
দেখিয়া ত্রিগর্ত্তপতি অতি শীঘ্রগতি।
লাফ দিয়া ভূমিতে নামিল মহামতি ॥
হাতে গদা করিয়া ধাইল বায়ুবেগে ॥
সিংহ যেন ধরিবারে যায় মত্ত মৃগে ॥
চারি অশ্ব মারিল মারিয়া গদা বাড়ি।
সারথির কেশ ধরি ভূমিতলে পাড়ি ॥
তার পরে ধরিয়া বিরাট নরনাথে।
তুলিয়া ত্রিগর্ত্তপতি আপনার রথে ॥
রাজা বন্দি হইল সৈন্যের ভঙ্গিয়ান।
চতুর্দ্দিকে পলায় লইয়া নিজ প্রাণ ॥
বড় বড় যোদ্ধাগণ ত্যজি ধনু শর।
আপনি চালায়ে রথ পলায় সত্বর ॥
উভলেজ মত্ত গজ গর্জ্জিয়া পলায়।
অশ্বারোহী পদাতিক পাছু নাহি চায় ॥
পলাইল সর্ব্ব জন কেহ নাহি আর।
রাখিতে না পারে সৈন্য বিরাট কুমার ॥
রণজয় করিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
বিরাট লইয়া রথে যান হৃষ্টমতি ॥
জয়ধ্বনি করিয়া বাজায় বাদ্যগণ।
মৎস্যরাজ সৈন্য মধ্যে হইল রোদন ॥

ভ্রাতৃ পুত্র মন্ত্রীগণ হাহাকারে কান্দে।
ভয়ে পলাইল সৈন্য কেশ নাহি বান্ধে॥
সন্ধ্যাকাল হইল ভাস্কর অস্ত গেল।
কাহারে না দেখি কেবা কোথায় চলিল॥
দেখিয়া ধর্ম্মের পুত্র কহেন অনুজে।
দাণ্ডাইয়া কিবা দেখ ভীম মহাভুজে॥
বহু উপকারী এই বিরাট নৃপতি।
বৎসরেক অজ্ঞাত গৃহেতে করি স্থিতি॥
যার যে কামনা মত পাইলে এ স্থানে।
তাহারে লইয়া যায় আমা বিদ্যমানে॥
দাণ্ডাইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্রধর্ম্ম।
অনুগত বিশেষ আমার এই কর্ম্ম॥
শীঘ্র কর বিরাট রাজার বিমোচন।
যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন॥
এত শুনি বলিলেন ভীম যোড়পাণি।
তব আজ্ঞা চাহিয়া অপেক্ষা নৃপমণি॥
এখন আমার কর্ম্ম দেখ দাণ্ডাইয়া।
বিরাটে আনিয়া দিব সুশর্ম্মা মারিয়া॥
এই যে দেখহ শাল সরল বিস্তার।
আমার হাতের যোগ্য গদার আকার॥
এই বৃক্ষ ঘাতে আমি বধিব সকল।
নিঃশেষ করিব আজি ত্রিগর্ত্তের দল॥
এত বলি বৃক্ষ উপাড়িতে ধায় বীর।
দেখিয়া কহেন পুনঃ রাজা যুধিষ্ঠির॥
হেন কর্ম্ম না করিবে ভাই বৃকোদর।
লোকে জ্ঞাত হবে উপাড়িলে বৃক্ষবর॥
অজ্ঞাত হইতে ব্যক্ত বহু দিন নয়।
তত দিন খ্যাত কর্ম্ম উচিত না হয়॥
মানুষিক ধনুকাস্ত্র লয়ে কর রণ।
মনুষ্যের মত কর রথ আরোহণ॥
দুই পাশে থাক তব দুই সহোদর।
শীঘ্র আন ছাড়াইয়া মৎস্যের ঈশ্বর॥
আমিও তোমার পাছে সর্ব্ব সৈন্য লৈয়া।
বিরাট রক্ষার হেতু যাইব চলিয়া॥
ভীম বলিলেন রাজা ইহা কেন কহ।
মুহূর্ত্তেকে বিরাটের আনিয়া দিব রহ॥
কোন হেতু আপনি করিবা পরিশ্রম।
ত্রিগর্ত্ত সহিতে করি সংগ্রাম বিষম॥
কোন হেতু যাবে দুই মাদ্রীর নন্দন।
কি কারণে লইব অনেক সৈন্যগণ॥
বৃক্ষ নিতে নিষেধিলে বৃক্ষ না লইব।
রিক্ত হস্তে গিয়া আমি বিরাটে আনিব॥
কত বড় কর্ম্ম যে ত্রিগর্ত্ত সহ রণ।
আমার সহিত পাঠাইবে সৈন্যগণ॥
এত বলি বৃকোদর যান শীঘ্রগতি॥
চলিতে চরণ ভরে কম্পে বসুমতী।
রজনী সম্মুখ হৈল ঘোর অন্ধকার।
বায়ুবেগে ধায় ভীম বলি মার মার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ভীম কর্ত্তৃক সুশর্ম্মার পরাজয় ও
বিরাটের বন্ধন মুক্তি।

তথায় ত্রিগর্ত্ত রাজা সংগ্রাম জিনিয়া।
কৃষ্ণা নামে নদীতীরে উত্তরিল গিয়া॥
যুদ্ধশ্রমে সর্ব্ব সৈন্য ক্ষুধায় আকুল।
রন্ধন ভোজন করে নদীর দুকুল॥
রন্ধন গৃহেতে কেহ করিছে শয়ন।
কেহ স্নানে কেহ পানে অশন ভোজন॥
বিরাটে করিয়া বন্দি সুশর্ম্মা হরিষে।
বসিয়া সভার মধ্যে কহে পরিহাসে॥
কোথায় শ্যালক তব বিরাট ভূপতি।
যার ভুজবলে ভোগ করিলে এ ক্ষিতি॥
বড় ভাগ্যে শ্যালক পাইয়াছিলে ভূমি।
যার তেজে ছাড়াইয়া নিলে মম ভূমি॥
এখন তোমার কিবা আছে হে উপায়।
নাহি দেখি কেহ আছে তোমার সহায়॥
নিশ্চয় তোমার মৃত্যু হৈল মম হাতে।
শৃগাল হইয়া বাদ সিংহের সহিতে॥
কেহ বলে ইহারে না রাখ এক দণ্ড।
কেহ বলে খড়্গে কাটি কর খণ্ড খণ্ড॥
কেহ বলে দৃঢ়রূপে করিয়া বন্ধন।
দুর্য্যোধন অগ্রে গিয়া করিব নিধন॥
এমত বিচারে আছে তথা সর্ব্বজন।
হেনকালে উপনীত পবননন্দন॥
দুই ভিতে ভাঙ্গে শুনি শব্দ মড় মড়।
নাসার নিশ্বাস বহে প্রলয়ের ঝড়॥
মার মার শব্দেতে সৈন্যেতে উপনীত।
দেখিয়া ত্রিগর্ত্ত সৈন্য হৈল মহাভীত॥
কেহ বলে রাক্ষস কি যক্ষ বিদ্যাধর।
হেমন্ত পর্ব্বত শৃঙ্গ সম কলেবর॥
পলায় সকল সৈন্য গণিয়া প্রমাদ।
হস্তীগণ পলায় করিয়া ঘোরনাদ॥
শীঘ্রগতি হস্তীপৃষ্ঠে চড়িয়া মাহুত।
বৃকোদরে বেড়িল কুঞ্জর যুথেযুথ॥

রথীগণ রথ সাজি আরোহণ হৈয়া।
লক্ষ লক্ষ চতুর্দ্দিকে বেড়িল আসিয়া॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুষণ্ডী তোমর।
চতুর্দ্দিকে মারে সবে ভীমের উপর॥
মহাবল ভীমসেন ভীম পরাক্রম।
রণস্থল মধ্যে যেন যুগান্তের যম॥
ধরিয়া কুঞ্জর শুণ্ডে শুণ্ডে ঝুঝাইয়া।
মারিলা কুঞ্জরবৃন্দ প্রহার করিয়া॥
রথধ্বজ ধরিয়া প্রহারি রথোপরে।
সহস্র সহস্র রথ ভাঙ্গে একেবারে॥
অশ্বগণ ধরিয়া প্রহারী অশ্বগণে।
পদাতি পদাতি মারি ধরিয়া চরণে॥
তাহারে মারেন বীর যে পড়ে সম্মুখে।
রথ অশ্ব কুঞ্জর পড়িল লাখে লাখে॥
পলায় সকল সৈন্য পাছু নাহি চায়।
সিংহের গর্জ্জনে যেন শৃগাল পলায়॥
পলাও পলাও বলি হৈল মহাধ্বনি।
আইল আইল সৈন্যে এই মাত্র শুনি॥
উদ্ধশ্বাসে দূত গিয়া কহে সুশর্ম্মারে।
বসিয়া কি কর রাজা পলাহ সত্বরে॥
আচম্বিতে সৈন্য মধ্যে আসি এক জন।
রাক্ষস গন্ধর্ব্ব কিবা না জানি কারণ॥
মহাভয়ঙ্কর মূর্ত্তি না জানি কি রঙ্গ।
প্রকাণ্ড শরীর যেন হিমাদ্রির শৃঙ্গ॥
মারিল অনেক সৈন্য যে পড়ে সম্মুখে।
সুশর্ম্মা সুশর্ম্মা বলি ঘন ঘন ডাকে॥
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় বিচার।
তার অগ্রে পড়িলে না দেখি প্রতিকার॥
যত সৈন্য পড়িল না হয় তার অন্ত।
নাহি জানি হেথা আছে এমন দুরন্ত॥
পলাও রাজন শীঘ্র প্রাণ বড় ধন।
হের দেখ আইল ভীষণ দরশন॥
এত বলি ধায় দূত পাছু নাহি চায়।
হেনকালে উপনীত ভীম মহাশয়॥
ভীমের শরীর দেখি অতি ভয়ঙ্কর।
ভয়েতে কম্পিত সুশর্ম্মার কলেবর॥
পলাইল সর্ব্ব সৈন্য রাজা মাত্র আছে।
ভয়েতে আবৃত দেহ ভীমসেন কাছে॥
শীঘ্রগতি উঠিয়া সুশর্ম্মা রড় দিল।
কেশে ধরি বৃকোদর ভূমিতে পাড়িল॥
আকর্ষণ করি কেশ ধরি বাম হাতে।
দক্ষিণ করেতে ধরি নিল মৎস্যনাথে॥
দুই করে ধরি দুই ভূপতির কেশ।
বায়ুবেগে যান ভীম ভয়ঙ্কর বেশ॥
মুহূর্ত্তেকে উপনীত যথা ধর্ম্মবর।
চরণে ফেলিয়া ভীম হইল অন্তর॥
কেশের কর্ষণে দুই হয়ে অচেতন।
কতক্ষণে চেতন পাইল দুই জন॥
মাথা তুলি মৎস্যনাথ দেখি সভাসদে।
কৌতুক অশ্বস্ত চিত্ত হইল বিপদে।
কহ ভদ্র কঙ্ক ভাগ্যে দেখিনু তোমায়।
আমা দোহা ফেলি গেল গন্ধর্ব্ব কোথায়॥
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ গন্ধর্ব্বের হাতে।
চল যাব শীঘ্রগতি পশ্চিম সৈন্যেতে॥
পুনর্ব্বার আসিয়া গন্ধর্ব্ব পাছে ধরে।
এবার না জীব আমি দেখিলে তাহারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ভয় না কর ভূপতি।
গন্ধর্ব্ব রাজার বড় তোমা প্রতি প্রীতি॥
সে কারণে শত্রু তব আনিলেক ধরি।
শত্রু হৈতে তোমারে দিলেক মুক্ত করি॥
গন্ধর্ব্বের ভয় না করিবা কদাচন।
কার্য্য করি নিজ স্থানে করিল গমন॥
সুশর্ম্মারে চাহিয়া বলেন ধর্ম্মরায়।
হেথায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায়॥
কীচক মরিল বলি পাইলা ভরসা।
না জান গন্ধর্ব্ব হেথা করিয়াছে বাসা॥
ভাগ্যেতে গন্ধর্ব্ব তোমা না মারিল প্রাণে।
পূর্ব্ব পুণ্যফলে জীলা গন্ধর্ব্বের স্থানে॥
আজ্ঞা কর মৎস্যনাথ সুশর্ম্মার প্রতি।
ক্ষমহ সকল দোষ ছাড় শীঘ্রগতি॥
সৈন্যগণ পলাইল একা মাত্র হয়।
করহ প্রসাদ রাজা যদি মনে লয়॥
বিরাট বলিল যাহা তব অনুমতি।
যাও নিজ রাজ্যেতে সুশর্ম্মা নরপতি॥
দিব্য রথ দিলা এক করিয়া সাজন।
রথে চড়ি সুশর্ম্মা সে করিল গমন॥
ধর্ম্মরাজ বলিলেন বিরাটের প্রতি।
নগরেতে দূত রাজা যাক দ্রুতগতি॥
তোমার শুনিয়া বন্দি রাজ্যে হবে ভয়।
নারীগণ দুঃখ পাবে ভাল কর্ম্ম নয়॥
দ্রুতগতি বার্ত্তা দূতে দেক অন্তঃপুরে।
বিজয় ঘোষণা দেও রাজ্যের ভিতরে॥
ধর্ম্মের বচনে আজ্ঞা দিল মৎস্যরাজ।
দ্রুতগতি পাঠাইলা দূত পুরীমাঝ॥

মহাভাতের কথা অমৃত সমান।
কশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥
দক্ষিণ গোগৃহ সমাপ্ত।

উত্তর গোগৃহে কুরুসৈন্যের আগমন ও গাভী হরণ।

সংগ্রামেতে হারিয়া ত্রিগর্ত্ত নরপতি।
ভগ্ন সৈন্য নিরুৎসাহ অতি ভীত গতি ॥
হেথায় উত্তরভাগে রাজা দুর্য্যোধন।
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ কৃপ আচার্য্যনন্দন ॥
দুর্ম্মুখ দুঃসহ দুঃশাসন মহাবল।
রথ রথী গজ বাজী চতুরঙ্গ দল ॥
বেড়িল আসিয়া সবে মৎস্যের গোধন।
লইলেক যুদ্ধ করি মারি গোপগণ ॥
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িয়া।
ষষ্টি লক্ষ গোধন লইল চালাইয়া ॥
শীঘ্রগতি গোপগণ রথ আরোহণে।
জানাইতে গেল মৎস্যরাজার ভবনে ॥
ভূমিঞ্জয় নামে পুত্র বিরাট রাজার।
প্রণাম করিয়া দুত কহে সমাচার ॥
অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন।
গোধন তোমার সর্ব্ব নিল কুরুগণ ॥
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিয়া।
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি উঠ রথে কর আরোহণ।
কুরুগণ জিনি রাখ আপন গোধন ॥
নানা অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা লোকে তুমি খ্যাত।
জানি দেশ রক্ষা হেতু রাখিলেন তাত ॥
তোমার সংগ্রামে স্থির হবে কোন জনা।
তৃণ হেন মুহূর্ত্তে দহিবা কুরু সেনা ॥
উঠ শীঘ্র বসিলে নহিবে কোন কার্য্য।
গোধন লইয়া তারা যাবে নিজ রাজ্য ॥
দৈত্য জিনি ইন্দ্র যেন রাখেন স্বপুর।
সেইমত রক্ষা কর মৎস্যের ঠাকুর ॥
স্ত্রীবৃন্দের মধ্যে গোপ এতেক কহিল।
শুনিয়া বিরাট পুত্র উত্তর করিল ॥
কি কহিব গোপগণ কহা নাহি যায়।
রাজ্য রক্ষা হেতু তাত রাখিল আমায় ॥
একামাত্র সঙ্গে নাহি আমার সারথি।
সারথি থাকুক দূরে না আছে পদাতি ॥
মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥
মত্ত গজগণে যেন মারিয়ে কেশরী।
দৈত্যগণ বিনাশে যেমন বজ্রধারী ॥
সেই মত দলিয়া কৌরব সৈন্যগণ।
এইক্ষণে ফিরাইব আপন গোধন ॥
পুর মম শূন্যাকার জানিলেক মনে।
দ্বিতীয় শমন আছে বলিয়া না জানে ॥
এক জন সারথি আমার যোগ্য হয়।
এক রথে করিব কৌরব পরাজয় ॥
ধনঞ্জয় যেমন দলিল দেবগণ।
একেশ্বর করিলেন খাণ্ডব দাহন ॥
পার্থবৎ মহৎকর্ম্ম আপনি করিব।
একেশ্বর সর্ব্ব সৈন্য নিমিষে মারিব ॥
স্ত্রীগণের মধ্যে যদি এতেক কহিল।
পার্থপ্রিয়া যাজ্ঞসেনী তথায় আছিল ॥
রাখিব বিরাটলক্ষ্মী বিচারিল মনে।
শীঘ্রগতি উঠি গেল অর্জ্জুনের স্থানে ॥
নৃত্যাগারে পার্থ সহ সব কন্যাগণ।
সঙ্কেতে দ্রৌপদী তারে বলিলা বচন ॥
বিরাটের রাজ্য ভাঙ্গি যতেক গোধন।
বলেতে লইয়া যায় কুরু সৈন্যগণ ॥
ইহার উপায় তুমি চিন্তহ আপনি।
রাখহ বিরাট লক্ষ্মী কুরুগণ জিনি ॥
অর্জ্জুন বলেন দেবী কি মতে এ হয়।
যত দিন ধর্ম্মরাজ অনুমতি নয় ॥
কুরুসৈন্য মধ্যে গেলে হইবেক খ্যাত।
না জানি কি কহিবেন পাণ্ডুকুলনাথ ॥
দ্রৌপদী কহিহ গাভী কুরুগণ নিলে।
অধর্ম্মী হইবা তুমি বসিয়া দেখিলে ॥
বিরাট ভূপতি হন বহু উপকারী।
উপকারি জনের হইবে তুমি অরি ॥
সহায় বলিষ্ঠ তার কীচক মরিল।
তোমা সবে দিয়া স্থল বিপাকে মজিল ॥
এত শুনি অর্জ্জুন করিলা অঙ্গীকার।
রাখিব বিরাট ধেনু বাক্যেতে তোমার ॥
প্রকার করিয়া গিয়া জানাও উত্তরে।
সারথি করিয়া আমা যুদ্ধে যেন বরে ॥
এত শুনি হৃষ্ট হয়ে গেলা যাজ্ঞসেনী।
সব কাহ পাঠাইল উত্তরা ভগিনী ॥
ভ্রাতৃ স্থানে কহে গিয়া বিরাট নন্দিনী।
শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধ্রী সুবদনী ॥
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত।
একারণে আমাকে সে পাঠায় ত্বরিত ॥

নন্তকি যে বৃহন্নলা আছয়ে আমার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল বল পরাক্রম তার॥
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিল অনলে।
বৃহন্নলা আছিল সারথি সেই কালে॥
পাণ্ডব আলয়ে আমি ছিলাম যখন।
বৃহন্নলা পর ক্রমে দেখেছি তখন।
বৃহন্নলা সহায়ে অর্জ্জুন মহাবীর।
এক রথে শাসিল ভূপতি পৃথিবির॥
আজ্ঞা যদি হয় ভাই লয় তব মন।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া কর রণ॥
উত্তর বলিল তুমি আনহ তাহারে।
সারথি হইলে যোগ্য লইব সমরে॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ বচনে চলিল নৃপসুতা।
কাঞ্চনের মালা গলে বিচিত্র মুকুতা॥
রূপেতে কমলা সম কমল নয়ন।
আনন্দিত সিংহ মধ্যে মরাল গমন॥
জিজ্ঞাসিলা পার্থ কেন গতি শীঘ্রতর।
শুনিয়া বিরাট পুত্রী করিল উত্তর॥
মম পিতৃ গোধন হরিল কুরুগণে।
শুনিয়া রক্ষার্থে মম ভাই যাবে রণে॥
সারথির হেতু চিন্তা হয়েছে তাঁহার।
সৈরিন্ধ্রী কহিল গুণ সকল তোমার॥
অবশ্য তথাতে তুমি করিবা গমন।
আনহ গোধন মম জিনি কুরুগণ॥
না গেলে তোমার অগ্রে ত্যজিব জীবন।
শুনিয়া উটিয়া পার্থ করিল গমন॥
উত্তরা সহিতে গেলা তথায় সত্বর।
দূরে দেখি বৃহন্নলা কহিলা উত্তর॥
পূর্ব্বে তুমি অর্জ্জুনের আছিল সারথি।
সাহায্যেতে তোমার জিনিল সুরপতি।
সারথি যতেক খ্যাত আছে ত্রিভুবনে।
ইন্দ্রের সারথি শ্রেষ্ঠ সর্ব্বলোকে জানে॥
বিষ্ণুর দারুক আর সূর্য্যের অরুণ।
দশরথ ভূপতির সুমন্ত্র নিপুণ॥
সকল সারথি হৈতে তোমা বাখানিল।
তোমা সম কেহ নহে সৈরিন্ধ্রী কহিল॥
এই হেতু তোমাকে আনিনু ডাকাইয়া।
চলশীঘ্র গরু আনি কৌরব জিনিয়া॥
অর্জ্জুন বলেন আমি এ সব না জানি।
নৃত্যগীত জানি আর তাল বাদ্যধ্বনি॥
কভু আমি নাহি দেখি সমর কেমন।
শুনিয়া বলিলা তবে বিরাট নন্দন॥
নর্ত্তন গায়নে তুমি সকলেতে খ্যাত।
সৈরিন্ধ্রীর মুখে তব গুণ অবগত॥
সৈরিন্ধ্রীর বাক্য মিথ্যা নহে কদাচন।
উঠ শীঘ্র মম রথে কর আরোহণ॥
অর্জ্জুন বলেন মানি তোমার বচন।
সারথি না হই তব করিব গমন॥
কেবল আমার এক আছয়ে নিয়ম।
যথা যাই শত্রু যদি হয় মম সম॥
না জিনিলে না বাহুড়ে আসে মম রথ।
সর্ব্বকালে প্রতিজ্ঞা আমার এই মত॥
স্ত্রীগণের অগ্রে তুমি যে কিছু কহিলে।
রথ না বাহুড়ে মম তাহা না করিলে॥
যথায় কহিবা রথ তথায় ধরিব।
রথসজ্জা দেও রথ সাজন করিব॥
এত শুনি উত্তরের আনন্দিত মন।
মম মনোমত যোগ্য তুমি বিচক্ষণ॥
এত বলি গলে হৈতে দিলা রত্নমালা।
বড় ভাগ্যে তোমারে পাইনু বৃহন্নলা॥
রাজপুত্র প্রসাদ না নিলে অনুচিত।
প্রসাদ লইতে পার্থ হইলা লজ্জিত।
রথসজ্জা তখন করিলা ধনঞ্জয়।
দেখিয়া উত্তর মনে মানিল বিস্ময়॥
বীরবেশ করিয়া উত্তর রাজসুত।
রথে আরোহণ করে অস্ত্রগণ যুত॥
চতুর্দ্দিকে নারীগণ করয়ে মঙ্গল।
হেনকালে উত্তরাদি বালিকা সকল॥
বৃহন্নলা চাহিয়ে বলয়ে ততক্ষণ।
পুতলী খেলাব মোরা যত কন্যাগণ॥
এই বাক্য তুমি মম করিয়া স্মরণ।
যোদ্ধাগণ অঙ্গস্থিত বিচিত্র বসন॥
ভীষ্ম দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া বীরগণ।
সবাকার অঙ্গ হৈতে আনিবা বসন॥
কহিলা ঈষৎ হাসি পার্থ ধনুর্দ্ধর।
সংগ্রাম জিনিবে যবে তব সহোদর॥
আনিব বসন রত্ন তোমার বাঞ্ছিত।
এতবলি রথ মধ্যে বসিলা ত্বরিত॥
হেনকালে অন্তঃপুরে যত নারীগণ।
অর্জ্জুন চাহিয়া বলে করুণ বচন॥
খাণ্ডব দাহনে যেন জিনি পুরন্দরে।
সহায় হইয়া জয় দিলা পার্থবীরে॥
সেইমত এখন জিনিয়া কুরুগণে।
উত্তর কুমারে লয়ে আইস কল্যাণে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

কুরুসৈন্যের সহিত যুদ্ধে
উত্তরের গমন।

ভূমিঞ্জয় কহিলেন ধনঞ্জয় প্রতি।
রথ চালাইয়া তুমি দেও দ্রুতগতি॥
যথায় কৌরব সৈন্য করহ গমন।
সাক্ষাতে দেখিবা আজি তাহার মরণ॥
এত গর্ব্ব হইল হরিল মম গরু।
তার সমুচিত ফল পাবে আজি কুরু॥
পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বীর কয়।
হাসি রথ চালাইলা বীর ধনঞ্জয়॥
আকাশে উঠিল রথ চক্ষুর নিমিষে।
মুহূর্ত্তেকে উত্তরিল কুরুসৈন্য পাশে॥
দূরে থাকি উত্তর অর্জ্জুন প্রতি বলে।
কেমনে চালাও রথ কোথায় আনিলে॥
তথায় লইবা রথ যথায় গোধন।
সমুদ্রের মধ্যেতে আনিলা কি কারণ॥
পর্ব্বত প্রমাণ উঠে লহরি হিল্লোল।
কর্ণেতে না শুনি কিছু পুরিল কল্লোল॥
নৌকাবৃন্দ দেখিয়া ব্যাকুল হইল চিত্ত।
কলরব জলজন্তু করে অপ্রমিত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন তবে বলিলেন তায়।
সমুদ্র প্রমাণ কুরুসৈন্য দেখা যায়॥
ধবল আকার যত দেখহ কুমার।
জল নহে এই সব গোধন তোমার॥
নৌকাবৃন্দ নহে সব মাতঙ্গমণ্ডল।
না হয় লহরী রথ পতাকা সকল॥
সৈন্য কোলাহল শব্দ সিন্ধু গর্জ্জে প্রায়।
কৌরবের সৈন্য এই জানাই তোমায়॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
নাহি জান বৃহন্নলা সমুদ্র নিশ্চয়॥
সমুদ্র না হয় যদি হয় সৈন্যগণ।
এ সৈন্য সহিতে তবে কে করিবে রণ॥
দেবের দুরন্ত এই সৈন্য সিন্ধু মত।
মনুষ্য কি শক্তি ধরে আমার অগ্রত॥
এত সৈন্য বলি মম নাহি ছিল জ্ঞান।
জনকত লোক বলি ছিল অনুমান॥
মহা মহা রথিগণ দেখি লাগে ভয়।
পৃথিবীর ক্ষত্র যার নামে ধ্বংস হয়॥
দেবতা তেত্রিশ কোটি লয়ে পুরন্দর।
না পারিল যার সহ করিতে সমর॥
যথা ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ অশ্বত্থামা কৃপ।
বিবিংশতি দুঃশাসন দুর্য্যোধন নৃপ॥
কুবুদ্ধি লাগিল মোরে হইনু অজ্ঞান।
তেঁই কুরু সৈন্য মধ্যে করিনু প্রয়াণ॥
যুদ্ধের থাকুক কার্য্য দেখি ছন্ন হৈনু।
ছাড়ল শরীরে প্রাণ তোমারে কহিনু॥
ত্রিগর্ত্তের সহ রণে পিতা মম গেল।
এক মাত্র পদাতিক পুরে না রাখিল॥
একা মোরে রাখি গেল রাজ্যের রক্ষণে।
মম কিবা শক্তি কুরুরাজ সহ রণে॥
কহ বৃহন্নলা কি তোমার মনে আসে।
তবু রথ রাখিয়াছ কেমন সাহসে॥
শীঘ্র রথ বাহাড়ও পাছে কুরু দেখে॥
ধেনু হেতু মিথ্যা কেন মরিব বিপাকে॥
উত্তরের বচনে কহিলা ধনঞ্জয়।
শত্রু দেখি কি হেতু এতেক তব ভয়॥
কৃষ্ণবর্ণ হৈল মুখ শীর্ণ হৈল অঙ্গ।
জিহ্বাতে পড়িল ধূলি কম্পে কর জঙ্ঘ॥
না করিয়া যুদ্ধ তব দেখি হৈল ডর।
কোন মুখে বাহুড়িয়া যাবে পুনঃ ঘর॥
কহিলা যে রথ বাহাড়ও শীঘ্রগতি।
চিন্তে না করিবা আমি এমন সারথি॥
না করিয়া কার্য্যসিদ্ধি বাহাড়াব কেনে।
পূর্ব্বে কহিয়াছি বুঝি তাহা নাহি মনে॥
কিসের কারণে আমি রথ বাহড়িব।
সর্ব্ব সৈন্য মধ্যে রথ এখনি লইব॥
স্ত্রী সকল মধ্যে তুমি যতেক কহিলে।
রথ না বাহড়ে মম তাহা না করিলে॥
যুদ্ধ ভয় ত্যজিয়া ধরিয়া বীরগণ।
ধনু ধরি নিজ বলে জিন কুরুগণ॥
বিনা কুরু জিনিয়া গোধন ছাড়ি গেলে।
মহালজ্জা হবে তব পৃথিবী মণ্ডলে॥
হাসিবেক সর্ব্ব লোক যত ক্ষত্রগণ।
হাসিবেক স্ত্রীলোক অপরাপর জন॥
আমার সারথি হও সৈরিন্ধ্রী কহিল।
তব সঙ্গে আসি মম সর্ব্ব নষ্ট হৈল॥
তোমার এ কর্ম্ম যদি পূর্ব্বেতে জানিব।
তবে কেন তব সঙ্গে সংগ্রাম আসিব॥
হাসিবেক অন্তঃপুরে নারী পুনঃ পুনঃ।
কহিল সৈরিন্ধ্রী মিথ্যা বৃহন্নলা জন॥
যে জনার কর্ম্মে লোক করে উপহাস।
কিবা তার নিন্দিত জীবনে কিবা আশ॥

উপহাস হইতে মরণ শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম।
বিশেষ ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ যুদ্ধেমৃত্যুধর্ম্ম ॥
ইহা না করিয়া আমি বাহুড়িব কেনে।
ধৈর্য্য ধর যুদ্ধ কর ভয় ত্যজ মনে ॥
উত্তর বলিল কি বলহ বৃহন্নলা।
মহাসিন্ধু পার হতে বান্ধ তৃণভেলা ॥
অগ্নির কি করিবেক পতঙ্গের গতি।
মত্ত গজ অগ্রে কোথা শশকের মতি ॥
মৃত্যুসহ বিবাদে বাঁচিবে কোনজন।
দেখি ফণিমুখে হস্ত দিব কি কারণ ॥
জীবন থাকিলে সর্ব্ব পাব পুনর্ব্বার।
গাণ্ডী রত্ন নিল মম হাসুক সংসার ॥
নারীগণ হাসুক হাসুক বীরগণ।
ঘরে যাব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন ॥
দৈবে নপুংসক তুমি হীন সর্ব্বসুখে।
তেঁই মৃত্যু শ্রেয় বলি কহ নিজ মুখে ॥
জীবন মরণ তব একই সমান।
তব বোলে কি কারণে ত্যজিব পরাণ ॥
সমানের সহিত করিবে ক্ষত্র রণ।
লজ্জা নাহি বলবান দেখি পলায়ন ॥
মম বোলে যদি তুমি না ফিরাও রথ।
পদব্রজে চলিয়া যাইব আমি পথ ॥
এত বলি ফেলাইয়া দিল শরচাপ।
রথ হৈতে ভূমিতে পড়িল দিয়া লাফ ॥
শীঘ্রগতি চলি যায় নিজ রাজ্যমুখে।
রহ রহ বলিয়া ডাকয়ে পার্থ সুখে ॥
হেন অপকীর্ত্তি করি জীয়া কোনফল।
এত বলি আপনি নামেন ভূমিতল ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

অর্জ্জুনের প্রতি কৌরবদিগের অনুমান।

লঘু-ত্রিপদী।

পাছে ধায় রড়ে, দীর্ঘ বেণী নড়ে,
পৃষ্ঠোপরে শোভে চারু।
লোহিত বসন, অঙ্গে বিভূষণ,
মহাকরিকর উরু ॥
আজানুলম্বিত, অঙ্গদ মণ্ডিত,
দ্বিভুজ ভুজঙ্গ সম।
দেখিয়া কৌরব, নেহালয়ে সব,
পাইয়া মনেতে ভ্রম ॥
এক জন আগে, পলাইছে ভেগে,
আর জন পাছে ধায়।
একি বিপরীত, না বুঝি চরিত,
কেবা এ অগ্রে পলায় ॥
পাছুর যে জন, নহে সাধারণ,
বেশধারী প্রায় লাগে।
যেন ভস্ম মাঝে; অগ্নি হীন তেজে,
সিংহ যেন ধায় মৃগে ॥
পুরুষ কি নারী, বুঝহ বিচারি,
ছদ্ম করিয়াছে তনু।
শুনি সেইক্ষণ, কহিলা বচন,
ভরদ্বাজ অঙ্গজনু ॥
অগ্রে যেই যায়, ভয়েতে পলায়,
কেবা সে তারে নাচিনি।
পাছু গোড়াইয়া, যায় যে ধাইয়া,
তারে এক অনুমানি ॥
নরসিংহ প্রায়, দেখি তার কায়,
চিত্তে করি অনুভব।
বিনা ধনঞ্জয়, আর কেহ নয়,
সব তার অবয়ব ॥
স্বর্গে সুরমণি, মর্ত্তেতে ফাল্গুনি,
বিনা এ যুগল জনে।
অন্য কার প্রাণে, আসিবে এস্থানে
একক কৌরব রণে ॥
এত শুনি কর্ণ, চক্ষু রক্ত বর্ণ,
কহিতে লাগিল ক্রোধে।
কি শক্তি অর্জ্জুন; হৈয়া এক জন;
কৌরব সহ বিরোধে ॥
অগ্রেতে সত্বর, পলায় উত্তর,
বিরাট রাজার সুত।
গোধন কারণে, আসিছিল রণে,
দেখিল সৈন্য বহুত ॥
পাছু যেই যায়, নপুংসক প্রায়,
আছিল সারথি রথে।
পলাইল রথি, কি করে সারথি
সেও পলায় ভয়েতে ॥
শুনি মহামতি, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
গৌতম কহিল পরে।
পাছু যেই ধায়, ভয়েতে পলায়,
এমত চিত্তে না ধরে ॥
যদি পলাইত, রথের সহিত,
যাইত রথী লইয়া।

হেন লয় মন, করিবেক রণ,
আপনি রথী হইয়া ॥
কহিছ যে আগে, পলাইল ভাগে,
উত্তর সেই প্রমাণ।
পাছুর যে লোক, ছদ্ম নপুংসক,
পার্থ বিনা নহে আন ॥
কৃপের বচন, শুনি দুর্য্যোধন;
কহিতে লাগিলা তবে।
এ তিন ভুবনে, কাহার পরাণে,
আমা সহ বিরোধিবে ॥
হউক অর্জ্জুন, কিবা নারায়ণ,
কামপাল কাম আদি।
কি শক্তি কাহার, সহিতে আমার,
একা রণে হবে বাদী ॥
ভারত চন্দ্রিমা, রসের অসীমা,
শ্রবণে পাপ বিনাশে।
কৃষ্ণদাস দ্বিজ; কৃষ্ণ পদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাসে ॥

কৌরবগণের পরস্পর তর্ক।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
না পারিল নির্ণয় করিতে কোন জন ॥
পলায় উত্তর ধনঞ্জয় যায় পাছে।
শতপদ অন্তরে ধরিল গিয়া কাছে ॥
আর্ত্ত হয়ে উত্তর বলিছে গদ গদ।
নাহি মার বৃহন্নলা পড়ি তব পদ ॥
এবার লইয়া যদি যাও মোরে ঘর।
নানা রত্ন তবে আমি দিব বহুতর ॥
দিব হেন মণি মুক্তা হয় গজ রথ।
এক লক্ষ গাভী দিব স্বর্ণ অলঙ্কৃত ॥
বহু দেশ গ্রাম দিব দিব্য কন্যাগণ।
আর যাহা চাহ তাহা দিব সেইক্ষণ ॥
না মারিও বৃহন্নলা দেও মোরে ছাড়ি।
এত বলি কান্দয়ে ধরণীতলে পড়ি ॥
অচেতন হৈল যেন হীন হৈল প্রাণ।
হরিল মুখের বাক্য যেন হত জ্ঞান ॥
আশ্বাসিয়া অর্জ্জুন করেন সচেতন।
না করিবা ভয় শুন আমার বচন ॥
যুদ্ধ করিবারে যদি ভয় হয় মনে।
সারথি হইয়া রথে বৈস মম সনে ॥
রথী হয়ে দেখ আজি করিব সমর।
যত যোদ্ধাগণেরে পাঠাব যমঘর ॥
যত ধন গোধন লইব ছাড়াইয়া।
কেবল থাকহ তুমি রথাযন্তা হৈয়া ॥
ক্ষত্র হয়ে কেন তব রণে মৃত্যু ভয়।
না করিবা রণ ভয় ত্যজহ সংশয় ॥
এত বলি ধরিয়া তোলেন রথোপরে।
বোধ নাহি উত্তরের কান্দে উচ্চঃস্বরে ॥
রথ চালাইয়া দিলা সানন্দ অর্জ্জুন।
শমীবৃক্ষ যথা আছে অস্ত্র ধনুর্গুণ ॥
উত্তরেরে রথে লয়ে করেন গমন।
দেখিয়া বলিল হাসি কর্ণ দুর্য্যোধন ॥
হে গুরু হে কৃপাচার্য্য কোথা ধনঞ্জয়।
স্বপ্নেতে তোমরা দেখ পাণ্ডুর তনয় ॥
গুরু বলি সঙ্কোচে না কহি কোন কথা।
আমার শত্রুর গুণ গাও যথা তথা ॥
দুর্য্যোধন বাক্য গুরু না শুনিলা কাণে।
ভীষ্মে চাহি কহিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥
বিপরীত অকুশল দেখ হের আজি।
নিরুৎসাহ সর্ব্ব সৈন্য কান্দে গজবাজী ॥
রক্তবৃষ্টি হইতেছে বহে তপ্ত বাত।
অন্ধকার দশদিক সঘনে নির্ঘাত ॥
বিনা মেঘে রক্ত বৃষ্টি মহাকলরব ;
বহু প্রাণ বধের লক্ষণ এই সব ॥
যত সৈন্য সকলে থাকুক যুদ্ধসাজে।
সবে মেলি রক্ষা কর দুর্য্যোধন রাজে ॥
গাভী হেতু সঙ্কটেতে পড়িলাম সবে।
বহুকাল জীব আজি রক্ষা পাই তবে ॥
এত বলি ভীষ্মে চাহি বলেন বচন।
চিনিলা কি অঙ্গনায় গঙ্গার নন্দন ॥
লঙ্কার ঈশ্বর হন রিপু যার ধ্বজ।
নগ নামে নাম যার নাগারি অঙ্গজ ॥
অঙ্গনার বেশধারী দুষ্ট নাশকারি।
গোধন লইবে আজি কুরু সৈন্য মারি ॥
সঙ্কেতে এতেক গুরু বলিল বচন।
উত্তর করেন তবে শান্তনু নন্দন ॥
কি কারণে সঙ্কেতে বলহ আর গুরু।
প্রকাশ করিয়া বল শুনে সর্ব্ব কুরু ॥
যে করিল পূর্ব্ব ধর্ম্ম সভার নির্ণয়।
গেল দিন পরিপূর্ণ হইল সময় ॥
সে ভয় ত্যজিয়া কহ শুনে সর্ব্বজন।
শুনি দুর্য্যোধনে চাহি বলিলা বচন ॥
বলিলেন কর্ণে রাজা বচন না শুন।
তথাপি নির্লজ্জ হয়ে কহি পুনঃ পুনঃ।

এই যে দেখিলে ক্লীব ছদ্ম বেশধর।
নিশ্চয় অর্জ্জুন বটে হইল গোচর॥
যথা যায় জয় না করিয়া না বাহুড়ে।
সুরাসুর যাহার নামেতে স্থান ছাড়ে॥
মম শিষ্য বলি তুমি না করিবা মনে।
ইন্দ্র শিব আদি দেব দিলা অস্ত্রগণে॥
বহু বিদ্যা পাইয়াছে অমরভুবনে।
বহু ক্রোধে আসিতেছে লয় মম মনে॥
এত শুনি বলিতে লাগিল কর্ণবীর।
সদা তুমি প্রশংসা করহ গাণ্ডীবীর॥
দুর্য্যোধন তার কোন অংশ যোগ্য নয়।
অনুক্ষণ বাক্য কহ প্রাণে কভু সয়॥
যদি হয় পার্থ এই পাণ্ডুর কুমার।
তবেত মানস পূর্ণ হইবে আমার॥
রাজা বলিলেন যদি ধনঞ্জয়ে পাই।
কামনা হইল পূর্ণ আমি যাহা চাই॥
যার হেতু চরগণ খুঁজিল সংসার।
হেন জনে পাইলে কি চাহি তবে আর॥
ত্রয়োদশ বৎসর অজ্ঞাত বাস আদি।
পূর্ণ না হইলে পার্থ দেখা দিল যদি॥
কহ গুরু কেমনে না যাবে তবে বন।
সবে যান যুধিষ্ঠীর করিয়াছে পণ॥
অর্জ্জুন না হয় যদি অন্য জন হৈবে।
এখনি মারিব তারে যেন ক্ষুদ্র জীবে॥
কর্ণের বচনে দ্রোণ বলিলেন বাণী।
যত বড় যে জন সবারে আমি জানি॥
অর্জ্জুন যেমত তাহা ত্রিলোক বিখ্যাত।
দাহনেতে খাণ্ডব জিনিল দেব যত॥
অপ্রমেয় পরাক্রম যদুবল জিনি।
হরিয়া আনিল বলরামের ভগিনী॥
বাহুযুদ্ধে পরাজয় কৈল পশুপতি।
এক রথে বিজয় করিল বসুমতি॥
নিপাত কবচগণ করে নিপাতন।
দশ রাবণের তেজ এক এক জন॥
বহুকাল কালকেয় ইন্দ্রাদি বিবাদী।
তাহা মারি নিষ্কণ্টক করে জম্ভভেদী॥
চিত্রসেনে জিনি দুর্য্যোধনে রক্ষা কৈল।
সহজে কহিতে তব অঙ্গে না সহিল॥
এখনি সাক্ষাতে আজি দেখিবা নয়নে।
কোন জন যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

উত্তরের সহিত অর্জ্জুনের শমী বৃক্ষ নিকট গমন।

এতেক বিচার করে কুরু সৈন্যগণ।
শমীবৃক্ষতলে যান ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলেন তুমি যুদ্ধ যোগ্য নহ।
এই দীর্ঘ শমীবৃক্ষ উপরে আরোহ॥
ধনু শ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছয়ে বৃক্ষোপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ছত্র শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ হৈতে নামাইয়া আনহ সত্বর॥
পঞ্চ ধনু মধ্যে যেই ধনুঃ মনোরম।
বল যার এক লক্ষ তাল বৃক্ষ সম॥
শুনিয়া বিরাটপুত্র করিল উত্তর।
কি মতে চড়িব এ বৃক্ষের উপর॥
শুনিয়াছি এই বৃক্ষে শব বান্ধা আছে।
রাজপুত্র কেমনে চড়িব গিয়া গাছে॥
পার্থ বলিলেন শব নহে উপরেতে।
পাপকর্ম্ম কেন জানি কহিব করিতে॥
শব বলি থুইল যে কপট বচন।
শব নহে আছে এতে ধনুঃ অস্ত্রগণ॥
এত শুনি উত্তর চড়িল ততক্ষণ।
ছাড়াইল ছিল যত লতা আচ্ছাদন॥
অর্দ্ধচন্দ্র প্রভা যেন ধনু অস্ত্র যত।
সর্পের মণির প্রায় জ্বলে শত শত॥
ব্যস্ত হয়ে উত্তর জিজ্ঞাসে ধনঞ্জয়ে।
ধনু অস্ত্র কোথা হেথা দেখি সমর্পয়ে॥
দেখিয়া অদ্ভুত মম কম্পয়ে হৃদয়।
ছোঁবার আছুক কার্য্য দেখি লাগে ভয়॥
পার্থ বলিলেন সর্প নহে অস্ত্রগণ।
শুনিয়া উত্তর দ্রুত বলিছে বচন॥
অদ্ভুত বিচিত্র দীর্ঘ সপ্ত তাল সম।
মণি রত্নে বিভূষিত ধনু মনোরম॥
মৃগ চিহ্ন হলে যার দুরাকর্ষ দেখি।
কোন মহাবীর হেন ধনু গেল রাখি॥
বিচিত্র দ্বিতীয় ধনু রিপুকুল ধ্বংস।
কাহার এ ধনুপৃষ্ঠে শোভে রাজহংস॥
তৃতীয় সুবর্ণ গোধা শোভে ধনু হলে।
কাহার বিচিত্র ধনু অগ্নি হেন জলে॥
চতুর্থ অদ্ভুত ধনু জানিনা কাহার।
চতুর্দ্দশ ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে শোভিত যাহার॥
কাহার এ ধনুঃ পৃষ্ঠে হেমশিখী শোভা।
মণি রত্ন বিভূষিত শতচন্দ্র আভা॥

বিচিত্র শকুনি পত্র বিভূষিত শর।
পরিপূর্ণ দেখি সব তূণ মনোহর॥
চর্ম্ম মধ্যে পঞ্চ শঙ্খ কাহার সুন্দর।
এই শঙ্খ বাদ্য করে কোন ধনুর্দ্ধর॥
অর্ক প্রভা তীক্ষ্ণ পঞ্চ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষ মধ্যে পঞ্চ শংখ কাহার সুন্দর॥
নাহি দেখি নাহি শুনি লোকের বদনে।
হেন অস্ত্র ধনুক থুইল কোন জনে॥
পার্থ বলিলেন ধনু নীলোৎপল নিভ।
ত্রৈলক্য বিজয় নাম ধরয়ে গাণ্ডীব॥
সুরাসুর পূজিত অন্তক রিপুগণ।
শতেক সহস্র রণে যাহার গণন॥
ব্রহ্ম অংশে ব্রহ্মা করে শতেক বৎসর।
ধরিলেন পঞ্চাশী বৎসর পুরন্দর॥
পঞ্চশত বৎসর ধরিল নিশাকরে।
চৌষট্টি বৎসর ধরিল প্রজাপতি করে॥
ধরিলেন শতেক বৎসর জলপতি।
বরুণে মাগিয়া নিল অগ্নি মহামতি॥
খাণ্ডব দহন হেতু দিল অর্জ্জুনেরে।
পঞ্চষষ্টি বৎসর ধরেন পার্থ করে॥
দেবের নির্ম্মিত ধনু দেবমূর্ত্তি ধরে।
দেব কার্য্যে পাইলাম অগ্নি দিলা মোরে॥
পূর্ব্বে ব্রহ্মা দেব সহ যজ্ঞ করি পর।
পঞ্চবিংশ পর্ব্বতে এরণ্ড বৃক্ষবর॥
নয় পর্ব্বে বিষ্ণু ধনু হইল নির্ম্মিত।
সারঙ্গ যাহার নাম বলে অপ্রমিত॥
সপ্তপর্ব্বে জয়ন্তীর ধনুক নির্ম্মাণ।
সংহার কারণ থাকে মহেশের স্থান॥
পঞ্চ পর্ব্বে কোদণ্ড যে ধনুক নির্ম্মিল।
দানব দলন হেতু দেবরাজে দিল॥
পঞ্চ লক্ষ বল তার থাকে ইন্দ্র হাতে।
রাবণ বিনাশ হেতু দিলা রঘুনাথে॥
তিন পর্ব্বে এ গাণ্ডীব ধনুক নির্ম্মাণ।
খাণ্ডব দহিতে অগ্নি মোরে দিল দান।
এক পর্ব্বে মোহন মুরলী ধাতা কৈল।
গোপিকামোহন হেতু গোবিন্দেরে দিল॥
শুনহ গাণ্ডীব ধনুঃ জন্ম যেইমতে।
ত্রিগুণে নির্ম্মিত গুণ সর্ব্ব ধনুকতে॥
দ্বিতীয় ধনুক যেন বিদ্যুত শোভয়।
ছয় হংস চিত্র ধর্ম্ম নৃপতি ধরয়॥
সপ্তরি সহস্র বল ধনুক নির্ম্মাণ।
দ্রোণাচার্য্য গুরু পূর্ব্বে মোরে দিল দান॥

সহস্রেক গোধা যেই ধনুঃ গুণধাম।
বৃকোদর ধনু তার সুপার্শ্বক নাম॥
পঞ্চশত সপ্তরি সহস্র বল ধরে।
কাড়িনিল ধনু বলে জয়দ্রথ বীরে॥
ব্যাঘ্র বিভূষিত যেই ধনু মনোহরে।
পঁয়ষট্টি সহস্র বল ছিল শল্যের করে॥
শিখী চিহ্ন ধনুঃ সহদেব বীর ধরে।
চতুঃষষ্টি বল পূর্ব্বে ছিল চক্রধরে॥
অতি দীর্ঘ ধনুবর পিপীলি ভূষিত।
ভীমসেন হস্তে থাকে জগৎ বিদিত॥
এতেক বলিলা যদি বীর ধনঞ্জয়।
তথ্য না মানিল মূঢ় বিরাট তনয়॥
পুনঃ জিজ্ঞাসিল সত্য কহ বৃহন্নলা।
ধনুঃ অস্ত্র রাখিয়া তাঁহারা কোথা গেলা॥
শুনিয়াছি পাশাতে হারিলা রাজ্যধন।
প্রবেশিল কৃষ্ণা সহ বনে ছয় জন॥
হেথায় কি মতে অস্ত্র রাখিল পাণ্ডব।
তুমি জ্ঞাত হইলা কেমনে এত সব॥
হাসিয়া বলেন পার্থ আমি ধনঞ্জয়।
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়॥
কহ সত্য তুমি যদি পাণ্ডুর তনয়।
দশ নাম ধরেন অর্জ্জুন মহাশয়॥
সে সকল নাম যদি পার কহিবারে।
তবে সে প্রত্যয় মম হইবে তোমারে॥
অর্জ্জুন বলেন নাম শুনহ আমার।
যেই দশ নাম মম বিখ্যাত সংসার॥
অর্জ্জুন ফাল্গুনী সব্যসাচী ধনঞ্জয়।
কিরীটি বীভৎসু শ্বেতবাহন বিজয়॥
কৃষ্ণ জিষ্ণু বলিয়া আমার নাম জান।
স্থাপিত করিলা যাহা অমর প্রধান॥
উত্তর বলিল কহ করিয়া নির্ণয়।
কিবা হেতু কি নাম পাইল ধনঞ্জয়॥
দৈবে তুমি জান নাম তার সঙ্গে ছিলা।
শুনি জ্ঞান হবে শীঘ্র কহ বৃহন্নলা॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের দশ নামের বিশেষ এবং
গান্ধারীর সহিত কুন্তীর শিব
পূজার বিরোধ।

অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন।
দশ নাম হেতু কহি শুনহ কারণ॥

হস্তিনানগরে পূর্ব্বে ছিলাম যখন।
আমার জননী পূজা করে পঞ্চানন॥
স্বয়ম্ভু পাষাণ লিঙ্গ নাম যোগেশ্বরে।
রাজকন্যা বিনে অন্যে পূজিতে না পারে।
প্রভাতে উঠিয়া মাতা করি স্নান দান।
নানা উপহারে হরে পূজিবারে যান॥
যেই রূপে শিবলিঙ্গ পূজেন জননী।
সেই রূপে সদা পূজে সুবলনন্দিনী॥
দোহে শিব পূজে কেহ কাহারে না জানে।
দৈবযোগে দোহার মিলন এক দিনে॥
গান্ধারী বলেন কুন্তী কেন তুমি হেথা।
ফল পুষ্প দেখি বুঝি পূজিতে দেবতা॥
মাতা বলিলেন করি সর্ব্বদা পূজন।
তুমি বল হেথায় আইলা কি কারণ॥
গান্ধারী বলেন রাঁড়ী এত গর্ব্ব তোর।
কি হেতু পূজিস লিঙ্গ সংপূজিত মোর॥
রাজার গৃহিণী আমি রাজার জননী।
তুই কিবা সাহসে পূজিস শূলপাণি॥
মাতা বলিলেন তুমি বল কেন এত।
তুমি জ্যেষ্ঠা ভগিনী তাহাতে বল কত॥
যেই দিন আমি আসিয়াছি কুরুকুলে।
সর্ব্ব লোক জানে আমি পূজি ফল ফুলে॥
যত দিন আছিলাম বনের ভিতর।
সেই হেতু পূজিতে না পাই যোগেশ্বর॥
এখন আপন দেশে আইলাম আমি।
আমার পূজিত লিঙ্গ পূজ কেন তুমি॥
জিজ্ঞাসহ ভীষ্ম ধৃতরাষ্ট্র বিদুরেরে।
মম এই ইষ্ট লিঙ্গ কে পূজিতে পারে॥
গান্ধারী বলিলা ছাড় পূর্ব্ব অহঙ্কার।
এখন তোমার শিবে কোন অধিকার॥
সবাকার অনুমতি পূজি আমি হরে।
আপনি জিজ্ঞাস গিয়া সবাকার তরে॥
দূর কর ফল পুষ্প যাও হেথা হৈতে।
ভাল না হইবে পুনঃ আইলে পূজিতে॥
মাতা বলিলেন পূর্ব্বে নাহি ছিনু দেশে।
তাহাতে বলিল সবে পূজিতে মহেশে॥
পুনশ্চ পাপিনী তুই না আইস না হেথা।
শিবপূজা কৈলে দ্বন্দ্ব হইবে সর্ব্বথা॥
এই মত দ্বন্দ্ব হৈল দুই অভাগিনীর।
লিঙ্গ হৈতে সদাশিব হইলা বাহির॥
কহিলেন কেন দ্বন্দ্ব কর দুই জন।
দ্বন্দ্ব ত্যজি শুন দোহে আমার বচন॥
ইষ্ট আমি সবাকার সবাই পূজা করে।
কার শক্তি আমারে বিভাগ করিবারে॥
অর্দ্ধ অঙ্গ হয় মম পর্ব্বত কুমারি।
কোন জন অংশ মোরে করিতে না পারি॥
তোমা দোঁহে কুলবধূ সমান সুমতি।
দোঁহার পূজায় আমি হইয়াছি প্রীতি॥
আপনার বলি বল আমি কারু নই।
কিন্তু রাজপত্নীর পূজিত আমি হই॥
দোঁহে রাজপত্নী তোমা দোঁহে রাজমাতা।
উভয়ে আমার পূজা করহ সর্ব্বথা॥
এক জন হয়ে যদি চাহ পূজিবারে।
তবে মম দৃঢ় বাক্য শুন এইবারে॥
কনকের দল হবে মাণিক্য কেশর।
সহস্র চম্পক সে সুগন্ধ মনোহর॥
তাহাতে প্রভাতে যেই প্রথমে পূজিবে।
নিশ্চয় জানিবা শিব তাহার হইবে॥
এমত বিধানে যে করিবে অগ্রে পূজা।
তার পুত্র জানিবা এ রাজ্যে হবে রাজা॥
শুনিয়া শিবের বাক্য গান্ধারী উল্লাস।
মাতা পানে চাহিয়া করিল উপহাস॥
নিশ্চয় তোমার এবে হৈলা মহেশ্বর।
পুত্রগণে চম্পা মাগি আনহ সত্বর॥
এত বলি নিজ গৃহে করিল গমন।
ডাকাইয়া আনাইল শত পুত্রগণ॥
কহিল কুন্তীর সহ দ্বন্দ্ব যেই মতে।
হেন চম্পা দেও শিব পূজিব প্রভাতে॥
কহিলেন সাক্ষাৎ হইয়া ত্রিপুরারি।
যে পূজিবে তার পুত্র রাজ্য অধিকারী॥
শুনি দুর্য্যোধন আজ্ঞা কৈল সেইক্ষণ।
আনাইল সহস্র সহস্র কর্ম্মিগণ॥
মণি মুক্তা দিল চন্দ্র জিনিয়া কিরণ।
ভাণ্ডার হইতে দিল স্বর্ণ শত মোন॥
আমার জননী শুনি হরের বচন।
দুঃখচিত্তে চলিলেন না চলে চরণ॥
স্বামিহীন পুত্র শিশু সহজে দুঃখিত।
পর গৃহে বঞ্চি পর অন্নেতে পালিত॥
কি করিব কি কহিব চিত্তে ভাবি দুঃখ।
কারে কিছু না কহি বসিলা অধোমুখ॥
ভোজন সময় হৈল গেল ভ্রাতৃগণ।
ক্ষুধায় আকুল ভীম মাগিল ভোজন॥
অন্ন দেও জননী ডাকিল বৃকোদর।
দুঃখেতে আবৃতা মাতা না দিল উত্তর॥

উত্তর না পায়ে ভীম অধিক কুপিল।
রন্ধন সামগ্রী ছিল সাক্ষাতে দেখিল॥
সকল লইল ভীম দুই হাতে করি।
থরে২ রাখিল ধর্ম্মের অগ্রে ধরি॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কহ কিবা কথা।
ভীম বলে মাতা কেন নাহি কহে কথা॥
দ্বিতীয় প্রহর বেলা অন্ন নাহি হয়।
জিজ্ঞাসিলে মাতা কিছু কথা নাহি কয়॥
অস্ত্র শিক্ষা পরিশ্রমে দহে ক্ষুধানল।
একারণে আনিলাম আমান্ন সকল॥
রন্ধন হইলে অন্ন খাব রাজা পাছু।
আজ্ঞা হৈলে এইমত খাই কিছু২॥
রাজা বলে এই মত খাবে কিবা সুখে।
কি কারণে জননী আছেন অধোমুখে॥
কি দুঃখেতে আছে মাতা না জানি কারণ।
আমান্ন করিবে ভাই কি মতে ভক্ষণ॥
পুনঃ গিয়া শীঘ্র ভাই জিজ্ঞাসহ মায়।
কি হেতু বসিলা হেট করিয়া মাথায়॥
ভীম বলে আমি না পারিব নরবর।
অনেক ডাকিনু মাতা না দিল উত্তর॥
ক্ষুধানলে দহে অঙ্গ কম্পিত সঘন।
এত বলি বৈসে হেট করিয়া বদন॥
সহদেব নকুলে পাঠায় নৃপবর।
কাহারে কিছুই মাতা না দিল উত্তর॥
আমারে করিলা আজ্ঞা ধর্ম্ম নরপতি।
জননীর পায়ে ধরি করিনু মিনতি॥
তুমি দুঃখ চিন্ত রাজা দুঃখিত হইলা।
ক্ষুধায় আকুল ভীম কুপিয়া রহিলা॥
সহদেব নকুল যে ক্ষুধিত অপার।
আজ্ঞা কর জননী গো কি দুঃখ তোমার॥
শুনিয়া কহেন মাতা করিয়া ক্রন্দন।
কহিলেন দোঁহা প্রতি শঙ্কর বচন॥
হেমচাপা সহস্র চাহেন ত্রিলোচন।
গান্ধারীর আজ্ঞায় গড়িছে কর্ম্মিগণ॥
কি করিবা তোমা সব কি হবে কহিলে।
এই হেতু দহে তনু দুঃখের অনলে॥
আমি কহিলাম মাতা এই কোন কথা।
যত পুষ্প চাহ তুমি তত দিব মাতা॥
মাতা বলে তুমি কোথা পাবে এত ধন।
মাতায় বলিনু তুমি করহ রন্ধন॥
আমি কহিলাম মাতা ত্যজ চিন্তা মন।
কোন বড় কথা হেতু করিব ভঞ্জন॥
রন্ধন করহ মাতা অন্ন জল খাও।
আমি দিব পুষ্প আনি তুমি যত চাও॥
শুনিয়া হইল হৃষ্টা করিলা রন্ধন।
সবাকারে অন্ন দিয়া করিলা ভোজন॥
কতক্ষণে বলিলেন পুষ্প দেও আনি।
সমস্ত দিবস গেল হইল রজনী॥
কখন কনক পুষ্প দিবা মোরে আর।
এইমত জননী বলেন বার বার॥
আমি যত বলি তারে প্রবোধ না হয়।
সমস্ত রজনী গত প্রভাত সময়॥
ধনুক লইয়া আমি গুণ চড়াইয়া।
সন্ধানি যুগল অস্ত্র উত্তর চাহিয়া॥
দ্রোণাচার্য্য গুরুপদে নমস্কার করি।
মনোভেদি বায়ব্য যুগল অস্ত্র মারি॥
কাটিয়া কুবেরপুরী পুষ্পের কারণ।
বায়ু অস্ত্রে উড়াইয়া করি বরিগণ॥
সুগন্ধি কনক পদ্ম চম্পক মিশ্রিত।
শিবের উপরে বৃষ্টি হৈল অপ্রমিত॥
দেউল উদ্যান আর বাহির ভিতর।
পুষ্পেতে পূর্ণিত হৈল স্থল নাহি পর॥
জননীকে বলিলাম যাও স্নান করি।
পুষ্প আনিলাম গিয়া পুজ ত্রিপুরারী॥
কৌতুকে জননী গিয়া মহেশ পুজিল।
তুষ্ট হয়ে সদানন্দ মায়ে বর দিল॥
তব পুত্রগণ হবে কুরুকুলে রাজা।
আজি হৈতে একা তুমি কর মম পূজা॥
আমারে সন্তুষ্ট হয়ে বলেন বচন।
ধনপতি জিনি তুমি করিলে পূজন॥
আজি হৈতে নাম তব হৈল ধনঞ্জয়।
ধনঞ্জয় নামের জানিলা পরিচয়॥
উত্তর কহিল কহ বীর চূড়ামণি।
কি করিল শুনি তবে সুবলনন্দিনী॥
অর্জ্জুন বলেন প্রাতে উঠিয়া গান্ধারী।
সহস্র কনক পুষ্প হেম পাত্রে ভরি॥
নানা পুষ্প চন্দন অনেক উপহারে।
বহু নারীগণ সহ পুজিতে শঙ্করে॥
শিবের আলয় দেখি পুষ্পেতে পূর্ণিত।
যাইতে না পান পথ কে করে প্রমিত॥
দেখিয়া গান্ধারীদেবী বিষণ্ণ বদন।
মায়ে দেখি বলিলেন কহ বিবরণ॥
মাতা বলিলেন পুষ্পে পুজিলাম আমি।
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন উমাস্বামী॥

শুনিয়া গান্ধারী ক্রোধে ফেলি পুষ্পগণ।
গৃহে গিয়া পুত্রগণে করিলা ভৎসন॥
সাধুং কুন্তী পুত্র গর্ভেতে ধরিল।
অকারণে শত পুত্র আমার হইল॥
পার্থ বলিলেন শুন বিরাট নন্দন।
আর সব নাম কহি হৈল যে কারণ॥
বিজয় বলিয়া মাম এই হেতু পাই।
বিজয় করিয়া আসি যেই স্থানে যাই।
শ্বেত চারি তুরঙ্গ আমার রথ বহে।
এতে শ্বেতবাহন বলিয়া লোকে কহে॥
সূর্য্য অগ্নি সঙ্কাশ কিরীট মম মাথে।
তেঁই নাম কিরীটি দিলেন সুরনাথে॥
ডাকিলেন বীভৎসু বলিয়া নারায়ণ।
শুনহ বিরাট পুত্র তাহার কারণ॥
এক দিন কৃষ্ণ সহ নৈমিষকাননে।
জিজ্ঞাসা করেন কৃষ্ণ সহাস্য বদনে॥
ধন্য ধনঞ্জয় তুমি বলে মহাবল।
তোমা সম বীর নাহি ধরণীর তল॥
লক্ষ রাজা জিনিলা দ্রৌপদী স্বয়ম্বরে।
জিনিলে অঙ্গারপর্ণ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বরে॥
খাণ্ডব দহিয়া অগ্নি নির্ব্ব্যাধি করিলা।
ইন্দ্রসহ সুরাসুর সমরে জিনিলা॥
কুবেরে জিনিয়া ধন আনিলা সকল।
তিন লোক আসিয়া খাটিল ছত্রতল॥
ধরণী ধরিয়া মহাভার বাহুবলে।
বাহুযুদ্ধে সদানন্দে সন্তোষ করিলে॥
তপেতে তাপিলা তুমি হিমালয় গিরি।
চক্ষুর কোণেতে নাহি চাহ পরনারী॥
যে উর্ব্বশী দেখি কৃষ্ণ হইলা মোহিত।
সে জন তোমার ঠাঁই হইল লজ্জিত॥
বীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি তপেতে প্রধান।
জিতেন্দ্রিয় রূপে কাম না হয় সমান॥
এ তিন ভুবনে নাহি দেখে এক জন।
তোমার সদৃশ রূপ গুণে বা তুলন॥
আমা হৈতে শত গুণে তোমারে বাখানি।
তোমার সদৃশ কেহ নাহি বীরমণি॥
আমি হেন নাহি দেখি সংসার ভিতরে।
তুমি যদি জান আছে দেখাও আমারে॥
আমি কহিলাম বহু করিয়া প্রকার।
ধাতার সৃজিত এই সকল সংসার॥
আমার অধিক আছে গুণাদি কারণে।
নাহি বলি গোবিন্দ বলিলে কি কারণে॥
গোবিন্দ বলেন সখা দেখাও আমারে।
আপন সদৃশ জন কে আছে সংসারে॥
পুনঃং শ্রীগোবিন্দ বলিলা আমারে।
গোবিন্দের আজ্ঞা পায়ে গেলাম সত্বরে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ত্রিভুবন।
আপন সদৃশ নাহি দেখি কোন জন॥
প্রত্যাগত হইয়া শ্রীগোবিন্দের পদে।
করিলাম নিবেদন ভক্তাধীন বোধে॥
তোমার মুখেতে পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি।
যত্র জীব তত্র শিব রূপে আছ তুমি॥
ব্রহ্ম কীট তৃণাদিতে তুমি আত্মরূপে।
আমার সদৃশ না পাইনু তিন লোকে॥
ভাবিয়া চিন্তিয়া এই বুঝিলাম সার।
তোমাতে পুরিত এই সকল সংসার॥
আপন সদৃশ জন কারে না দেখিয়া।
পূরীষ নিলাম আমি বসনে বান্ধিয়া॥
করিলাম গোবিন্দের আগে নিবেদন।
আমা সম ত্রিভুবনে নাহি কোন জন॥
আপন সদৃশ নাহি পাই এক জন।
আমি যার তুল্য আনিয়াছি নারায়ণ॥
হয় নয় সমতুল্য করিতে না পারি।
আনিয়াছি জগন্নাথ দেখাইতে নারি॥
অন্তর্য্যামী বাসুদেব সকল জানিয়া।
ফেলাও বলি বলেন ডাকিয়া॥
কি কারণে ধনঞ্জয় এতেক অল্পতা।
যেই আমি সেই তুমি না হয় অন্যথা॥
তোমায় আমায় কিছু নাহি ভেদাভেদ।
অজ ভব জানেন জানেন চারি বেদ॥
এত বলি গোবিন্দ করিয়া আলিঙ্গন।
দিলেন বিভৎসু নাম করি নিরূপণ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণকান্তি দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম রাখিলেন জনক আমায়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য।

লঘু ত্রিপদী।

প্রণমিয়া দ্বিজ, পদ সরোরুহ
সৃজন পালন নাশা।
সর্ব্বত্র সুখদ, মহিমা যে পদ,
বক্ষে অধোক্ষজ ভূষা॥
যে পদ সলিল, যেই সাধুশীল,
হরিল দুঃখ পিপাসা।

অবনি অবধি, যতেক তীর্থাদি,
যে পদে তাহার বাসা ॥
ভবার্ণবে সব, যে পদপল্লব,
লক্ষ্মীবশকারী ধূলি।
আয়ুর্যশঃ পদ, অজয় সম্পদ,
পাইতে যাহারে বলি ॥
বর্ণিতে কি শক্য, দুর্নিবার বাক্য,
পুণ্ডরীকাক্ষাদি জনে।
বজ্র করে চূর, ভস্মের অঙ্কুর,
তিন পুর ভয় মানে ॥
ভগাঙ্গ যে বাক্যে, হৈল সহস্রাক্ষে,
সকল ভক্ষ হুতাশ।
যে বাক্যে ভার্গবী, ত্যজি স্বর্গ বেদী;
সিন্ধুজলে কৈল বাস ॥
অপ্রমিত তেজ, অজিত বংশজ,
ইঙ্গিতে করিলে ধ্বংস।
বিন্ধ্য হৈল ক্ষুদ্র, শুষিল সমুদ্র,
দহিল সগর বংশ ॥
ভগীরথ ভগে; ঋষ্যশৃঙ্গ মৃগ,
দ্রোণীতে হইল দ্রোণ।
অঙ্কী কলানিধি, যে বাক্যে জলধি,
পাইল কটুত্ব লোণ ॥
ভজ সাধুচতা, ত্যজ সর্ব্ব কথা,
খণ্ডবে দণ্ডীর পাশী।
জীবন মরণে, ব্রাহ্মণ চরণে,
শরণ লইল কাশী ॥

অর্জ্জুনের ক্লীবত্বের বিবরণ।

পার্থ বলিলেন শুন বিরাট কুমার।
যেই হেতু যেই নাম শুনহ আমার ॥
দুই হাতে পারি ধনু ধরিতে সমান।
সমান প্রয়োগ অস্ত্র সমান সন্ধান ॥
তেঁই সব্যসাচী নাম লোকে হৈল খ্যাত।
ধনুগুণ ঘর্ষণে কঠিন দুই হাত ॥
সসাগরা ক্ষিতিতে নিবসে যত জন।
রূপেতে আমার সম না হয় তুলন ॥
সমান দেখিয়া সবে নিজরূপ গুণ।
একারণে মম নাম থুইল অর্জ্জুন ॥
ফাল্গুনি নক্ষত্র মধ্যে উৎপত্তি আমার।
ফাল্গুনি বলিয়া তেঁই ঘোষয়ে সংসার ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনেতে ইন্দ্র অধিপতি।
ইন্দ্র ভুজাশ্রিত বল ইতি মধ্যে স্থিতি ॥
সবারে জিনিয়া ইন্দ্রে জিষ্ণু নাম তায়।
এবে ইন্দ্র সহ জয় করিনু সবায় ॥
এ কারণে মিলিয়া যতেক দেবগণ।
বিষ্ণু নাম আমার করিল নিরূপণ ॥
নীলোৎপল কৃষ্ণবর্ণ দেখি মম কায়।
কৃষ্ণ নাম বলি তাত রাখিল আমায় ॥
প্রতিজ্ঞা আমার শুন বিরাট নন্দন।
যুধিষ্ঠীর রক্তপাত করিবে যে জন ॥
সবংশে মারিয়া তারে করিব নিপাত।
পূর্ব্বাপর সত্য মম সর্ব্বলোকে জ্ঞাত ॥
উত্তর বলিল মম মনে নাহি লয়।
তুমি যদি সত্য হও বীর ধনঞ্জয় ॥
কোথা যুধিষ্ঠীর রাজা ধর্ম্ম অধিষ্ঠান।
কোথা বৃকোদর বীর মহাবলবান ॥
সহদেব নকুল দ্রুপদরাজ-সুতা।
সত্য যদি অর্জ্জুন কহিবে তার কথা ॥
হাসিয়া বলেন পার্থ শুনহ উত্তর।
কঙ্ক নামে সভাসদ ধর্ম্ম নরবর ॥
বল্লভ নামেতে যেই তব সুপকার।
সেই বৃকোদর বীর অগ্রজ আমার ॥
সৈরিন্ধ্রী রূপিণী কৃষ্ণা শুন নৃপবাল।
গ্রন্থিক নকুল সহদেব তন্ত্রিপাল ॥
এত শুনি উত্তর ক্ষণেক স্তব্ধ হৈয়া।
কহিতে লাগিল পুনঃ প্রণাম করিয়া ॥
হে বীর কমলচক্ষে কর পরিহার।
অজ্ঞতের অপরাধ ক্ষমিবা আমার ॥
বহু দোষে দোষী আমি তব সন্নিধানে।
সে সকল কিছু আর না করিবে মনে ॥
যেই কর্ম্ম তুমি করিয়াছ মহামতি।
তোমা বিনা করে হেন কার শক্তি গতি ॥
বড় ভাগ্য আমার পিতার কর্ম্মফলে।
শরণ লইনু আমি তব পদতলে ॥
কৃষ্ণের আশ্রিত যেন তোমা পঞ্চজন।
তেঁই আমি তব পদে নিলাম শরণ ॥
যদি অনুগ্রহ তুমি করিলে আমায়।
দাস হয়ে সদা আমি সেবিব তোমায় ॥
অর্জ্জুন বলেন প্রীত হৈলাম তোমারে।
ধনু অস্ত্র লয়ে তুমি আইস সত্বরে ॥
কুরুগণে জিনিয়া গোধন তব দিব।
মহা আর্ত্তা আজি কুরুসৈন্যেরে করিব ॥
কুরুসৈন্য সিন্ধু মাঝে শত্রুগণ ভজে।
সকল দহিব আমি অস্ত্র অগ্নি তেজে ॥

পাছে তুমি ভয় কর সংগ্রামের স্থলে।
আমার রক্ষণে তব ভয় নাহি তিলে॥
উত্তর বলিল মম আর ভয় কারে।
ধনঞ্জয় মহাবীর রাখিবে যাহারে॥
তব পরাক্রম আমি ভালমতে জানি।
নাহি মম ভয় যদি দেখি শূলপাণি॥
এ বড় অদ্ভুত কথা আছে মম মনে।
এ রূপেতে কাল কাট কিসের কারণে॥
কি কারণে ক্লীবত্ব পাইল মহাবল।
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহিবে সকল॥
নিরন্তর এই কথা মম মনে ছিল।
এ হেন শরীরে কেন ক্লীবত্ব পাইল॥
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাট নন্দন।
অরণ্যেতে যখন ছিলাম পঞ্চজন॥
যুধিষ্ঠির আজ্ঞায় গেলাম হেমগিরি।
করিলাম শিবের সন্তোষ তপ করি॥
তুষ্ট হয়ে মম বরদায়ী ত্রিলোচন।
তাঁর অনুগ্রহে তুষ্ট হৈল দেবগণ॥
অসুরেরা স্বর্গে বহু উপদ্রব করে।
তার ভয়ে ইন্দ্র স্বর্গে নিলেন আমারে॥
মারিলাম দৈত্যগণ কালকেয় আদি।
নিবাত কবচ যত দেবগণ বাদী॥
মম প্রীত হেতু পিতা দেব পুরন্দর।
নৃত্য গীত করাইল অপ্সরী অপ্সর॥
উর্ব্বশী নামেতে তাহে ছিল বিদ্যাধরী।
সে সবার শ্রেষ্ঠ হয় পরমা সুন্দরী॥
যত যত বিদ্যাধরী কৈল নৃত্য গীত।
চক্ষু মেলি নাহি চাহিলাম কদাচিত॥
দেখিলাম উর্ব্বশীর নর্ত্তক নিমিষে।
সে কারণে রাত্রিতে আইল মম পাশে॥
অনেক কহিয়া শেষে মাগিল রমণ।
প্রত্যাখ্যান করিতে সে কহিল তখন॥
সকল অপ্সরা ত্যজি মোরে নিরখিলে।
সে কারণে আইলাম এত নিশাকালে॥
না করিলে মম তোষ পুরুষের কায।
ক্লীবত্ব হইয়া থাক স্ত্রীগণের মাঝ॥
শুনিয়া বিনয়ভাবে কহিলাম তায়।
দেখিলাম কামভাবে আমি না তোমায়॥
পূর্ব্বে পিতামহ যে পুরুষ পুরাতন।
জন্মাইল তোমার গর্ব্ভেতে পুত্রগণ॥
পূর্ব্বে হৈতে অনেক পুরুষ হৈয়া গেল।
তোমার যুবত্বদশা ম্লান না হইল॥
এই হেতু পুনঃ২ দেখেছি তোমারে।
কুলের জননী কৃপা করিবে আমারে॥
কুন্তী মাদ্রী আমার যেমন শচীরাণী।
ততোধিক তোমা আমি গরিষ্ঠেতে জানি॥
আপনার বংশ বলি জানহ আমারে।
লজ্জা পায়ে উর্ব্বশী কহিল আরবারে॥
যজ্ঞ ব্রত ফলে তব যত পিতৃগণে।
ইন্দ্রের ভুবনে আসে থাকে হৃষ্ট মনে॥
সবে মম সহ করে রতি ব্যবহার।
কেহ নাহি করে হেন তোমার বিচার॥
কহিল আমার শাপ নহিবে লঙ্ঘনে।
বৎসরেক ক্লীব হবে বিরাট ভবনে॥
শাপ হৈতে তোমার বরের হবে কায।
অন্য বেশে লুকাইতে নার ক্ষিতিমাঝ॥
বৎসরেক রহিবে করিল নিরূপণ।
শুনহ ক্লীবের হেতু বিরাটনন্দন॥
বৎসরেক ক্লীব হইলাম সেই দায়।
সদাকাল ক্লীব আমি পরের দ্বারায়॥
উত্তর বলিল মোরে হৈলে কৃপাবান।
তেই মোরে নিজ কর্ম্ম করিলে ব্যাখ্যান॥
আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব এখন।
শুনিয়া অর্জ্জুন বীর বলিল বচন॥
সারথি হইয়া তুমি থাক মম রথে।
কৌতুক দেখহ কুরু সৈন্যের মধ্যেতে॥
উত্তর বলিল আমি তোমার প্রসাদে।
সকল ভুবন আজি দেখি তৃণপদে॥
বিষ্ণুর দারুক আর ইন্দ্রের সারথি।
ত দৃশ সারথী কর্ম্মে আমার সুগতি॥
মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুনর॥

অর্জ্জুনের রথসজ্জা।

তবে পার্থ মায়ারথে করেন স্মরণ।
অগ্নিদত্ত কপিধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
পার্থ চিন্তা করিতে আইল সেইক্ষণ।
কনক রচিত বিশ্বকর্ম্মার গঠন॥
উত্তরের রথ হৈতে নামি ধনঞ্জয়।
প্রদক্ষিণ করি তাহে করেন আশ্রয়॥
পূর্ব্বের কুণ্ডল বীর ত্যজিয়া শ্রবণে।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল দিলেন দুই কাণে॥
বেণী ঘুচাইয়া শিরে উষ্ণীষ বন্ধন।
ইন্দ্রদত্ত কিরীট করেন বিভূষণ॥

খড়্গ ছুরী তূণ আদি বান্ধিয়া কাঁকালি।
গাণ্ডীব ধরিয়া গুণ দেন মহাবলী॥
গুণ দিয়া ধনুকেতে দিলেন টঙ্কার।
বজ্রঘাতে গিরি যেন হইল বিদার॥
দশ দিক পূর্ণ হৈল কম্পিত ধরণী।
বধির হইল কর্ণ কিছু নাহি শুনি॥
শমী প্রদক্ষিণ করি রথ আরোহিয়া।
চলিল উত্তরে রথে সারথি করিয়া॥
সুগ্রীব পুষ্পক মেঘ বলাহক সম।
চালাইল বৈরাট তুরঙ্গ মনোরম॥
চলিবার কালে তবে পাণ্ডব ফাল্গুনী।
ধনুর্গুণ টঙ্কারি করেন শঙ্খধ্বনি॥
রথচক্র গর্জ্জিল গর্জ্জিল কপিধ্বজ।
মূর্চ্ছা হয়ে রথে পড়ে বিরাট অঙ্গজ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন গর্জ্জিল গগণ।
শত বজ্র এককালে যেমত নিস্বন॥
স্থাবর জঙ্গম কম্পে সপ্তসিন্ধু জল।
শব্দ শুনি ভয়ার্ত্ত হইল কুরুদল॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ বিরাট কুমারে।
আশ্বাসিয়া জ্ঞানদান দিলেন তাহারে॥
ক্ষত্রপুত্র হয়ে তুমি কেন হীন মত।
শব্দমাত্র শুনিয়া হইলে জ্ঞানহত॥
লক্ষ লক্ষ হবে যবে ধনুক টঙ্কার।
এককালে শঙ্খ শব্দ হইবে সবার॥
তখন সংগ্রাম স্থলে কি করিবে তুমি।
রথ হৈতে পলাইয়া যাও পাছে ভূমি॥
উত্তর বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
এ শব্দে পৃথিবী মধ্যে কে আছে চেতন॥
শুনিয়াছি বহু শব্দ জলদ গর্জ্জন।
মনুর্ঘোষ শঙ্খনাদ অনেক বাজন॥
এতাদৃশ শব্দ কভু কর্ণে নাহি শুনি।
রথধ্বজ গর্জ্জে এত অপূর্ব্ব কহিনী॥
রথের গর্জ্জনেতে বধির হৈল কাণ।
ধনুর্ঘোষ শঙ্খনাদে হইনু অজ্ঞান॥
শুনিয়া কিরীটি হাসি বলেন বচন।
যুদ্ধে স্থির না হইবে নয় মম মন॥
বামপদে আমি তোমা রাখিব ধরিয়া।
কেবল থাকিবে রথে আশ্রয় করিয়া॥
এত বলি পুনর্ব্বার করিলেন শব্দ।
সেই শব্দে কুরুকুল হইব নিস্তব্ধ॥
পুনঃ পুনঃ মহাশব্দ শুনিয়া অদ্ভুত।
কহিতে লাগিল তবে ভরদ্বাজসুত॥

গাণ্ডীব ধনুক মত নিঃস্বন টঙ্কার।
দেবদত্ত বিনা হেন শব্দ আছে কার॥
যে শব্দে আমার সেনা কেহ নহে স্থির।
নিরখিয়া দেখ সবে আপন শরীর॥
বিবর্ণ হইল লোমাঞ্চিত সর্ব্ব তনু।
কর শির কম্পিত কম্পিত বক্ষ জানু॥
তোমা সবাকার চিত্তে কি হয় না জানি।
কর্ণ মম বধির হইল শব্দ শুনি॥
অস্ত্রগণ জ্যোতিহীন অগ্নিহোত্র মন্দ।
সংজ্ঞাহীন দেখি সৈন্য সবে নিরানন্দ॥
রক্তমাংসাহারী পক্ষী সৈন্য শিরে উড়ে।
ঘোরনাদ করিয়া সবার শিরে পড়ে॥
হয় হস্তীগণ দেখ করিছে ক্রন্দন।
পুনঃ পুনঃ মল মূত্র ত্যজে ক্ষণে ক্ষণ॥
সৈন্য মধ্যে প্রবেশিয়া শিব গণ ডাকে॥
রথধ্বজ দেখহ বেষ্টিত সর্ব্ব কাকে॥
সত্য হৈল অকুশল সাক্ষাতে আমার।
মহাবীর পার্থ বিনা কেহ নহে আর।
এখন এমত কর্ম্ম কর বীরগণে।
মধ্যেত রাখহ সবে রাজা দুর্য্যোধনে॥
প্রহরিয়া সর্ব্বত্র জাগিয়া বেড়ি রহ।
বাঁটিয়া দুভিতে সৈন্য থাকিবারে কহ॥
অর্দ্ধ সৈন্য সকল গাভীরে রহ বেড়ি।
যদি হয় অসাধ্য পশ্চাতে দিব ছাড়ি॥
গাভীগণে কিছু ভয় না হয় আমার।
রাজারে রাখহ সবে যত শক্তি যার॥
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধু মত।
এক মনে সাধুজনে পিয়ে অনুব্রত॥
জয়তি নীলাদ্রিনাথ নীল ছত্রধারী।
নীলপদ্ম সম মুখ দুষ্ট অন্তকারী॥
লীলাম্বর সহিত লীলায় নীলাচলে।
নীলকণ্ঠ আদি দেব সেবে পদতলে॥
অরুণ বরণ চক্ষু অরুণ বরুণ।
অরুণ অধর শোভা যুগল চরণ॥
মস্তকে অরুণ হেমমুকুট রচিত।
গলে মণি রত্নহার অরুণ উদিত॥
অরুণ বরণ চক্ষু লক্ষ্মী বাম পাশে।
অরুণ চরণ সদা ধ্যায়ে কাশীদাসে॥

কৌরবগণের বাদানুবাদ।

দ্রোণের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্রুদ্ধ হয়ে ভীষ্মে চাহি বলিলা বচন॥

পুনঃ পুনঃ আমাকে কহেন এই কথা।
পাণ্ডবের পক্ষ গুরু জানিবে সর্ব্বথা॥
অনুক্ষণ কহে পাণ্ডব গুণাগুণ।
অনুক্ষণ নিকটেতে দেখেন অর্জ্জুন॥
ত্রয়োদশ বৎসর করিয়া গেল গণ।
ইতিমধ্যে দেখা তারা দিবে কি কারণ॥
বিশেষ একক কেন আসিবে হেথায়।
অকস্মাৎ আসিবেক কোন অভিপ্রায়॥
অর্জ্জুন হইলে পরে কিবা চাহি আর।
ভ্রাতৃসহ অরণ্যে যাইবে আরবার॥
বিরাটের পক্ষ হয়ে সে কেন আসিবে।
অন্য কেহ সেনাপতি রাজার হইবে॥
কিবা সেই আসিতেছে বিরাট ভূপতি।
কিম্বা অগ্রে পাঠাইল মুখ্য সেনাপতি॥
দক্ষিণ গোগৃহেতে সুশর্ম্মা রাজা গেল।
মৎস্যদেশ জয় করি সেই বা আইল॥
নাহি দেখি নাহি শুনি শব্দমাত্র শুনি।
পুনঃ২ কহিছেন আইসে ফাল্গুনী॥
জানি আমি আচার্য্যের পাণ্ডু পুত্র প্রীত।
অতএব কহিছেন হয়ে হর্ষান্বিত॥
মোরে ভয় দেখাইয়া শত্রুর প্রশংসা।
পুনঃ২ কহিছেন অকুশল ভাষা॥
পশুজাতি অশ্বগণ নিরবধি ত্রাসে।
পক্ষীর স্বভাব সদা উড়য়ে আকাশে॥
মেঘের সহজ কর্ম্ম উঠিলে গরজে।
কভু ধীর কভু তীক্ষ্ণ পবনের তেজে॥
ইহা দেখি কহিলে না হবে আর জয়।
না করিয়া যুদ্ধ গুরু পান এত ভয়॥
নামেতে হইল ত্রাস কি করিবে রণ।
যুদ্ধ স্থলে পণ্ডিতের নাহি প্রয়োজন॥
প্রসাদ মন্দির যথা নৃপতির সভা।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিতের শোভা॥
পুরাণের বাক্য যথা বেদ অধ্যয়ন।
সেই সব স্থলে হয় পণ্ডিত শোভন॥
যথায় বালক শিক্ষা বিচার কথন।
সেই স্থলে পণ্ডিতের হয় সুশোভন॥
যদি বা আইসে পার্থ লঙ্ঘিয়া সময়।
কোন শক্তি তাহার এতেক কেন ভয়॥
আসুক অর্জ্জুন আমি করিব সংগ্রাম।
ভয়ার্ত্ত হৈলেন গুরু যান নিজ ধাম॥
ভোজ্য অন্ন দানের এ পাইলাম ফল।
সে মিত্র কি কার্য্য যেই শত্রুর বৎসল॥

ভক্তি ভয় দুই গুরু করেন পাণ্ডবে।
সর্ব্বকাল এইমত জানি অনুভবে॥
হেথায় রহিয়া কিছু নাহি প্রয়োজন।
যথা ইচ্ছা সেই স্থানে করহ গমন॥
এখন এমত কর্ম্ম কর পিতামহ।
সৈন্যগণ ডাকি সব আশ্বাসিয়া কহ॥
স্থানে২ গুল্ম পাতি দৃঢ় কর সেনা।
লইবেক মম স্থানে গাভী কোন জনা॥
গুরুকে করিয়া পাছু পাঁচ গুল্মগণ।
ভয়ার্ত্ত লোকেরে রাখি নাহি প্রয়োজন॥
ভয়েতে কাতর কেন দেখি সেনাগণ।
আচার্য্যের বাক্য বুঝি হৈল ভয় মন॥
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতির শুনিয়া বচন।
কহিতে লাগিল তবে বীর বৈকর্ত্তন॥
বিষণ্ণ বদনে কেন দেখি সবর্থী।
আচার্য্যের বাক্য বুঝি হৈল ছন্নমতি॥
না জানহ ইতি মধ্যে আছে কর্ণ বীর।
কার শক্তি মম অগ্রে যুদ্ধে হব স্থির॥
কিবা জামদগ্ন্য রাম কিবা বজ্রপাণি।
কিম্বা বাসুদেব সহ আসুক ফাল্গুনী॥
বধিব সকল আমি একা ভুজবলে।
সমুদ্র লহরী যেন রক্ষা করে কূলে॥
ভাগ্যে যদি থাকে তবে হইবে কিরীটি।
প্রথমে বানরধ্বজ ফেলহেব কাটি॥
খণ্ড খণ্ড করিব ধবল চারি হয়।
দশ দিক যুড়িয়া করিব অস্ত্রময়॥
বিজয় ধনুক মম বিখ্যাত জগতে।
দিব্য অস্ত্র দিল মোরে রাম ভৃগুনাথে॥
পাণ্ডব অনলে সদা দুঃখী দুর্য্যোধন।
সে দুঃখ মিত্রের আজি করিব খণ্ডন॥
কাটিয়া পার্থের মুণ্ড অগ্রে দিব ডালি।
নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভুঞ্জ নাহি শত্রু বলি॥
একেশ্বর আজি আমি করিব সমর।
সবে যাও গাভী লয়ে হস্তিনানগর॥
কিম্বা যুদ্ধ দেখ অন্তরে থাকিয়া।
সূর্য্য আচ্ছাদিব আজি বাম বরষিয়া॥
কর্ণবাক্য শুনি কহে দ্রোণাচার্য্য বাণী।
যতেক বলহ তেজ সব আমি জানি॥
মুখে মাত্র বলিলে ক্ষমতা নাহি কাযে।
শরতের মেঘ যেন নিষ্ফল গরজে॥
যে বলিলা পণ্ডিত কহিতে করে লাজ।
কি কর্ম্ম করিয়া এত কহ সভামাঝ॥

অজ্ঞান বাতুল যেন কর্ম্মে ক্ষম নহে।
ভাল মন্দ নাহি মুখে যে আসে সে কহে॥
একেশ্বর যুদ্ধ ইচ্ছা অর্জ্জুনের সনে।
অসম্ভব কথা কত শুনিব শ্রবণে॥
যে অর্জ্জুন একক জিনিল ত্রিভুবন।
খাণ্ডব দহিয়া কৈল অগ্নির তর্পণ॥
চতুর্দ্দশ ভুবনে দুর্জ্জয় যদুগণ।
বলে ভদ্রা হরি নিল একক অর্জ্জুন॥
একেশ্বর চিত্রসেন জিনিয়া সমরে।
দুর্য্যোধনে মুক্ত কৈল অরণ্য ভিতরে॥
নিবাত কবচ কালকেয় মহাতেজা।
মারি নিষ্কণ্টক করি দিল দেবরাজা॥
দেখিয়াছি পঞ্চালে পঞ্চালী সয়ম্বরে।
জিনিলেক লক্ষ২ রাজা একেশ্বরে॥
একেশ্বর হেনজনে জিনিবারে চাহ।
যেই মূর্খ নাহি জানে তার অগ্রে কহ॥
গলে শিলা বান্ধিয়া সমুদ্র যাহ তরি।
গারুড়ী না জানে সর্প মুখে হাত ভরি॥
ত্রয়োদশ বৎসর নিয়ম পূর্ণ হৈল।
পাইয়া শত্রুর স্থান এ স্থানে আইল॥
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির।
তাদৃশ আইল দেখ পার্থ মহাবীর॥
একেশ্বর কেবা আছে এ তিন ভুবনে।
যুদ্ধে জয় করিবেক পাণ্ডব অর্জ্জুনে॥
ভীষ্ম দ্রোণ তুমি আমি দ্রোণী দুর্য্যোধন।
ছয় জন যুঝিলে পারিব কদাচন॥
মাতুলের বচনান্তে বলিলেন দ্রোণি।
কর্ণ বাক্যে দেহ জ্বলে বিদরয়ে ক্ষৌণী॥
গাণ্ডী নাহি লই নাহি করি কোন কার্য্য।
সীমান্তর না হই না যাই নিজ রাজ্য॥
এতেক যে গর্ব্ব করে রাধার নন্দন।
কোথ কর্ম্ম করি বলে না জানি কারণ॥
বহু শাস্ত্র শুনিয়াছ কথা পুরাতন।
ক্ষত্র মধ্যে হইয়াছে বহু রাজাগণ॥
মায়া দ্যূত বলে কেহ নাহি ভুঞ্জে ক্ষিতি।
তুমি যেন পর রাজ্যে হইলে নৃপতি॥
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হৈলে কোন যুদ্ধে জিনি।
কোন ছেজে ধরিয়া আনিলে যাজ্ঞসেনী॥
যুধিষ্ঠীরে জিনিলে কি ভীম ধনঞ্জয়।
কিবা যুদ্ধে জিনিয়াছ মাদ্রীর তনয়॥
চারি জাতি বিধাতা করিল নিরূপণ।
যে যাহার জাতকর্ম্ম করিবে পালন॥
পড়িবে পড়াবে যজ্ঞ করিবে ব্রাহ্মণ।
বাহুবলে ক্ষত্রিয় শাসিবে প্রজাগণ॥
বৈশ্য কৃষি করিবেক বাণিজ্য ব্যাপার।
ব্রাহ্মণে সেবিবে শূদ্র নীতি বিধাতার॥
নিজ বৃত্তে নহে শক্ত অধর্ম্ম আচরী।
ইতর জনের প্রায় করিয়া চাতুরী॥
ইহাতে পৌরুষ এত শুনা নাহি যায়।
ধর্ম্মবান পাণ্ডুপুত্র ক্ষমিল তোমায়॥
তোমারে অচার্য্য বাক্য সহিবে কেমনে।
চন্দনেতে প্রীত কোথা শীত ভীত জনে॥
স্ত্রীধর্ম্মে আছিলা কৃষ্ণা এক বস্ত্র পরি।
সভামধ্যে বিবস্ত্রা করিলে কেশে ধরি॥
কোন পরাক্রমেতে করিলে হেন কর্ম্ম।
পৃথিবীতে খ্যাত আছে তব ক্ষত্র ধর্ম্ম॥
ধর্ম্ম শাস্ত্র সত্য যদি সত্য আছে ক্ষিতি।
ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠীর হবে ক্ষিতিপতি॥
যে সভায় সভাসদ রাধার নন্দন।
তথায় কি রূপে হবে আচার্য্য শোভন॥
তিন লোক মধ্যেতে নিবসে যত জন।
অর্জ্জুন অজেয় হেন কহে মুনিগণ॥
বাসুদেব সদৃশ বিক্রমে মহাতেজা।
কোন জন আছয়ে না করে তার পূজা॥
ধর্ম্ম বিজ্ঞ জন হেন কহে শাস্ত্রমত।
পুত্রে স্নেহ যেমত শিষ্যের সেইমত॥
সে কারণে আচার্য্যের পাণ্ডুপুত্রে প্রীত।
গুপ্ত কথা নহে উহা জগতে বিদিত॥
পার্থ সহ আচার্য্যের দ্বন্দ্বে কোন কার্য্য।
বলিলেন পাশা খেলিবারে কিবা কার্য্য॥
ইন্দ্রপ্রস্থ নিলে পূর্ব্বে যেই যুদ্ধ জিনে।
সেই যুদ্ধ বিধান না কর আজি কেনে॥
এই মত আছে তব মাতুল শকুনি!
যাহাকে সহায় নিলা জিনিতে অবনী॥
সে পাশায় প্রতিকার মরণ বিহিত।
অর্জ্জুন দিবেক আজি ফল সমুচিত॥
কৃপ অশ্বত্থামার শুনিয়া কটূত্তর।
কহিতে লাগিল পুনঃ কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥
জানিয়াছি আমি তোমা সবাকার মতি।
ভয়েতে পাণ্ডবগণে কর এত স্তুতি॥
ভোজ্য অন্ন খাইবার কারণ সময়।
যুদ্ধকালে দেখি ভয় জন্মিল হৃদয়॥
যাও বা থাকহ তুমি যেই লয় মন।
সহজে ভিক্ষুক তুমি জাতিতে ব্রাহ্মণ॥

ভিক্ষাজীবি জনে দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন।
যথা যাও তথা হবে উদর ভরণ॥
যজ্ঞ নিমন্ত্রণ পিণ্ডজীবি যেই জন।
তাহার নিগ্রহ দ্বন্দ্বে কোন প্রয়োজন॥
যাও তুমি যথা ইচ্ছা কেহ নাহি রাখে।
মম পরাক্রম আজি দেখাইব লোকে॥
কর্ণের এতেক বাক্য শুনি দ্রোণ গুরু।
কর শির কম্পিত কম্পিত বক্ষ উরু॥
বুঝিয়া বিষম কার্য্য গঙ্গার নন্দন।
কৃতাঞ্জলি হয়ে কহে দ্রোণেরে তখন॥
মোরে দেখি ক্ষমহ আচার্য্য মহাশয়।
মূর্খজন জানি তাপ খণ্ডাও হৃদয়॥
সাধু সুপণ্ডিত হইবেক যেই জনে।
অজ্ঞানের অপরাধ নাহি শুনে কানে॥
চন্দ্র সূর্য্য তেজ যেন সর্ব্বত্র সমান।
সেই রূপ ব্রাহ্মণের সর্ব্ব সম জ্ঞান॥
ক্ষমহ আচার্য্য পুত্র ক্রোধকাল নয়।
শত্রু উপস্থিত হৈল যুদ্ধের সময়॥
ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ বলি সর্ব্ব লোকে জানে।
দুর্য্যোধন অন্ধ বলি জানিল এক্ষণে॥
সাক্ষাতে গাণ্ডীব ধনু দেখেছে নয়নে।
তথাপিহ বলে হবে অন্য কোন জনে॥
পশুমাত্রে ঘ্রাণে জানে নিজ বৈরিগণে।
পশুর সদৃশ জ্ঞান নাহি দুর্য্যোধনে॥
আরেরে দুর্ম্মতিগণ আচার্য্য নিন্দহ।
অহঙ্কারে ছন্ন হয়ে কিছু না দেখহ॥
এক সূর্য্য তেজ অঙ্গে সহন না যায়।
তোমার আদুয়ে শত্রু পঞ্চ সূর্য্য প্রায়॥
উদয় হইল আসি পঞ্চ বিবর্ত্তন।
কি মতে না করে ইহা জ্ঞানবন্ত জন॥
এত বলি গঙ্গাপুত্র দ্রোণে নমস্করি।
শান্তাইল পিতা পুত্রে বহু স্তব করি॥
তবে দুর্য্যোধন বহু বিনয় বচনে।
করযোড়ে দাণ্ডাইল গুরু বিদ্যমানে॥
ক্ষমহ আচার্য্য অপরাধ করিলাম।
অজ্ঞান হইয়া যে তোমারে নিন্দিলাম॥
দ্রোণ বলিলেন আমি নাহি করি ক্রোধ।
পূর্ব্বেই ভীষ্মের বাক্যে হয়েছে প্রবোধ॥
তবে দ্রোণ চাহিয়া বলিল বীরগণে।
উপায় করহ শীঘ্র উপস্থিত রণে॥
অন্য কার্য্যে আইলাম হৈল অন্য কাব।
দৃঢ়মতে থাক যেন নাহি পাই লাজ॥

শুনি দুর্য্যোধন জিজ্ঞাসিলা পিতামহে।
এই যদি ধনঞ্জয় সর্ব্বলোক কহে॥
ত্রয়োদশ বৎসর যে নিয়ম করিল।
না হইতে পূর্ণ যদি দেখা আসি দিল॥
ইহার বিধান কেন না কর আপনে।
ত্রয়োদশ বৎসর পুনশ্চ যাবে বনে॥
ভীষ্ম বলিলেন পূর্ণ হৈল ত্রয়োদশ।
অধিক হইল আর দিন সপ্তদশ॥
দ্বিপক্ষেতে মাস পক্ষ পঞ্চদশ দিনে।
দ্বাদশ মাসেতে হয় বৎসর প্রমাণে॥
এমত নিয়মে তেরো বৎসর ব্যাপিল।
সপ্তদশ দিন আরো অধিক হইল॥
তেরো বর্ষে দুই মাস অধিক যে হয়।
তাহা সহ পূর্ব্বে নাহি করিলে নির্ণয়॥
নিয়ম করিয়াছিল তাহা গোঙাইল।
সময় পাইয়া আসি উদয় হইল॥
একেত পাণ্ডুরপুত্র সবে ধর্ম্মবন্ত।
যার জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির গুণে নাহি অন্ত॥
অনন্ত দুষ্কর কর্ম্ম দয়াশীল লোকে।
মৃত্যু ইচ্ছে তবু মিথ্যা নাহি কহে মুখে॥
নিশ্চয় অর্জ্জুন এই জান নরপতি।
ইহার উপায় রাজা কর দ্রুতগতি॥
পৃথিবী দলিতে পার্থ পারে একেশ্বরে।
কি ছার কৌরব তার সহিত সমরে॥
এ কারণে কহি তাত শুন দুর্য্যোধন।
এখন করহ প্রীতি যদি লয় মন॥
দুর্য্যোধন বলিলেন না কহিও আর।
জীয়ন্তে পাণ্ডবসহ কি প্রীত আমার॥
নাহি ভাগ দিব আমি যুদ্ধ মম পণ।
ইহা জানি সমুচিত করহ আপন॥
শুনি ভীষ্ম দিব্য ব্যূহ করিল নির্ম্মাণ।
যোদ্ধাগণ বুঝিয়া রাখিলা স্থানে স্থান॥
মধ্যেতে রহিল দ্রোণি দ্রোণ সব্য ভিতে।
কৃপাচার্য্য আচার্য্যের রহিলা বামেতে॥
দ্রোণ রথ রক্ষক অনেক মহারথী।
বিকর্ণ সৌবল আর বীর বিবিংশতি॥
সর্ব্ব সৈন্য অগ্রে সুতপুত্র মহাবল।
পাছু রহিলেন ভীষ্ম রক্ষা হেতু দল।
মধ্যেতে করিয়া গাবী রাজা দুর্য্যোধন।
চতুর্দ্দিকে সাবধানে রহে সৈন্যগণ॥
দৃঢ় অস্ত্র প্রহরী রহিল ব্যূহমুখে।
হেন ব্যূহ কৈল ভীষ্ম কেহ নাহি দেখে॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

অর্জ্জুনের যুদ্ধে আগমন ও গোধন মোচন।

হেনকালে উপনীত ইন্দ্রের নন্দন।
গর্জ্জয়ে বানরধ্বজ শ্বেত অশ্বগণ॥
ক্রোধ চিত্তে অন্তরে করিয়া নিরীক্ষণ।
বৈরাটির প্রতি তবে বলিলা বচন॥
চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ।
দুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ॥
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ রাজারে খুজিব।
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াইব॥
বাম ভিতে রাখ রথ যথা গাভীগণ।
শুনি রথ চালাইল বিরাট নন্দন॥
দূরে থাকি ভীষ্ম কৃপে করিল প্রণতি।
চারি বাণ মারিলেন আচার্য্যের প্রতি॥
দুই শর পড়িল গুরুর পদতলে।
দুই অস্ত্র পরশিল দুই কর্ণমূলে॥
দেখিয়া হইল গুরু আনন্দে বিভোর।
বড় ভাগ্যে দেখিলাম মুখ আজি তোর॥
সারথি কহিল দেব কর অবধান।
প্রহারি জনেরে কেন এতেক সম্মান॥
হাসিয়া কহিল গুরু প্রহারি এ নয়।
অশ্বত্থামাধিক মম পুত্র ধনঞ্জয়॥
এই যে যুগল অস্ত্র চরণে পড়িল।
চরণে ধরিয়া মম প্রণাম করিল॥
দুই বাণ পরশিল দুই কর্ণে আর।
এক কর্ণে কহিল কুশল সমাচার॥
আর কর্ণে কহিলেক আইলাম আমি।
ত্রয়োদশ বৎসর সময় অনুমানি॥
যথোচিত ভাগ দিতে কহ দুর্য্যোধনে।
যুদ্ধ নহে ভালেং যাও এইক্ষণে॥
ইহার উত্তর আমি করিব বিধান।
এত বলি প্রহারিল দ্রোণ দুই বাণ॥
এক বাণ শিরে চুম্বি ধরণী পড়িল।
আর বাণ কর্ণমূলে প্রত্যুত্তর দিল॥
উত্তর কহিল কহ পাণ্ডব প্রধান।
কে তোমায় প্রহারিল এই দুই বাণ॥
ভাগ্যে কর্ণমূলে বাণ না কৈল ঘাতন।
মম চিত্তে মারিলেক বলকাম জন॥
পার্থ বলিলেন দ্রোণ গুরু সুবিদিত।
সদাকাল তাঁহার আমার বড় প্রীত॥
শিরেতে চুম্বন করি পড়িল যে বাণ।
বহু দিন সমাগমে করিল কল্যাণ॥
আর বাণ কর্ণেতে করিল প্রত্যুত্তর।
শক্য নাহি যত সাধ্য করহ সমর॥
এত শুনি পার্থের হইল মহা তাপ।
কোথায় আছয়ে দুষ্ট কুরুকুল পাপ॥
আজি তারে দিব আমি সমুচিত দণ্ড।
কেবল রাখিব প্রাণ করি লণ্ডভণ্ড॥
কাটিয়া মুকুট স্বর্ণ ছত্র নবদণ্ড।
রথ গজ কাটিয়া করিব খণ্ড খণ্ড॥
আজি যদি পাপীষ্ঠ পড়য়ে মম আগে।
মুহূর্ত্তেকে প্রহারিব সিংহ যেন মৃগে॥
এই যে সমূহ সেনা দেখহ উত্তর।
শীঘ্র রথ নিয়া চল ইহার ভিতর॥
দুর্য্যোধন লুকাইয়া আছে রথি মাঝ॥
সেই সে আমার শত্রু অন্যে নাহি কাজ॥
অস্ত্র মারি আকুল করিব সেনাগণ।
তবে দুর্য্যোধনেরে পাইব দরশন॥
অহঙ্কারি মানি মূঢ় অতি দুরাচার।
আজি আমি গর্ব্ব চূর্ণ করিব তাহার॥
এতেক বলিয়া বীর তায় প্রবেশিয়া।
দুর্য্যোধনে নাহি পায় অনেক খুজিয়া॥
সেই সৈন্যে না পাইয়া রাজা দুর্য্যোধনে।
সিংহ যেন দুঃখ চিত্ত নিরানিষ্য বনে॥
উত্তর বলেন এই দেখ বামভাগে।
লুকাইয়া কুরুপতি আছে এক দিগে॥
চালাও সত্বরে রথ যথা দুর্য্যোধন।
আজ্ঞামাত্রে চালাইল বিরাট নন্দন॥
সৈন্যের উপরে পার্থ হন উপনীত।
দ্বিতীয় প্রহরে যেন আদিত্য উদিত॥
ইন্দ্রদত্ত কিরীট মস্তকে আজি শোভা।
ইন্দ্রদত্ত কুণ্ডল কর্ণেতে সূর্য্য আভা॥
অগ্নি দত্ত গাণ্ডীব ধনুক বামহাতে।
অক্ষয় যুগল তূণ শোভে দুই ভিতে॥
শঙ্খ সিংহনাদ করে কণ্ঠে মণি হার।
কাঁকালে বন্ধন খড়্গ ছুরি তীক্ষ্ণ ধার॥
রথের নির্ঘোষ গর্জ্জে বীর হনুমান।
আইল ইন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রের সমান॥
দৃষ্টিমাত্রে সব মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল।
আছুক যুদ্ধের কার্য্য দেখি পলাইল॥
অর্জ্জুনেরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
ভাগ্যে আজি দেখিলাম বীর ধনঞ্জয়॥

ধর্ম্মজ বায়ুর প্রিয় বলে মহাবল।
পাশাকাল দুঃখ স্মরি দিতে এলো ফল ॥
অন্য হেতু নহে এই দুর্য্যোধনে খুজে।
সিংহ যেন মৃগী খুজি ফিরে বনমাঝে ॥
আমা হৈতে অন্তরে মিলিলে দুর্য্যোধন।
এখনি লইয়া যাবে করিয়া বন্ধন ॥
এত চিন্তি দুর্য্যোধনে রক্ষার কারণ।
শীঘ্রগতি ধাইয়া আইল রথিগণ ॥
দুর্য্যোধনে ঘেরিয়া রহিল চারি পাশে।
দেখিয়া অর্জ্জুন মুখ প্রকাশিয়া হাসে ॥
হাসিয়া বলিল শুন বিরাট নন্দন।
প্রাণ ভয়ে লুকাইয়া আছে দুর্য্যোধন ॥
চল অগ্রে তোমার গোধন ছাড়াইব।
পাছে কুরুকুল ক্লীবে খুজিয়া মারিব ॥
রথ চালাইয়া দিল বিরাট নন্দন।
যথায় বেড়িয়া সৈন্য আছয়ে গোধন ॥
এই স্থানে উত্তর ক্ষণেক রাখ রথ।
সৈন্য ভাঙ্গি গোধনে করিয়া দেই পথ ॥
এত বলি করিলেন পার্থ শরজাল।
বিচিত্র বরুণ অস্ত্র যেন ব্যালকাল ॥
মুষলের ধারে যেন বর্ষে জলধর।
চক্ষুর নিমিষে আচ্ছাদিল দিনকর ॥
নাহি দেখি অষ্ট দিক পৃথিবী আকাশ।
সূর্য্য পথ রুদ্ধ হয়ে না বহে বাতাস ॥
মেঘে অন্ধকার যেন অমাবস্যা রাতি।
সারথিরে দেখিতে না পায় রথে রথী ॥
অস্ত্র অগ্নি জ্বলে যেন খদ্যোত আকার।
সৈন্যেতে অক্ষত জন না রহিল আর ॥
নাহি দেখি কোন দিক পলাইতে পথ।
অপ্রমিত কুরু সৈন্য ভয়েতে আহত ॥
চমৎকার হৈয়া ডাকি বলে সর্ব্ব সৈন্য।
ধন্য মহাবীর তব গর্ভবতী ধন্য ॥
এতাদৃশ কর্ম্ম নাহি করে ত্রিভুবনে।
তোমা বিনা একর্ম্ম করিবে কোন জনে ॥
শুনি পাকশাসনি পুরিলা দেবদত্ত।
যাহার শ্রবণে হয় রিপু হীন সত্ত্ব ॥
গাণ্ডীব টঙ্কার যেন বিপক্ষ তর্জ্জিয়া।
রথের শ্বেতাশ্ব চারি উঠিল গর্জ্জিয়া ॥
ধ্বজে হনুমান করে ভয়ঙ্কর নাদ।
চারি শব্দে তিন লোক গণিল প্রমাদ ॥
শূন্যেতে বিমানস্থায়ী যত জন ছিল।
ঘোর শব্দে সবে মূর্চ্ছা হইয়া পড়িল ॥
অজ্ঞান হইয়া পড়ে যত কুরুবল।
সৈন্যেতে বেড়িয়াছিল গোধন সকল ॥
মহাশব্দে ধেনুগণ হইল অস্থির।
ভাঙ্গি সৈন্যদল বেগে হইল বাহির ॥
প্রলয় সমুদ্র কি রাখিতে নারে কুলে।
বালি বান্ধে কি করিবে নদী স্রোতজলে ॥
উত্ত পুচ্ছ করিয়া ধাইল গাভী সব।
দক্ষিণে বাহির হৈল করি হাম্বা রব ॥
চরণ শৃঙ্গেতে মর্দ্দি বহু সৈন্যগণ।
বাহির হইল সব মৎস্যের গোধন ॥
গোপগণ প্রতি বলিলেন ধনঞ্জয়।
লয়ে যাহ গরু পূর্ব্বে আছিল যথায় ॥
উত্তরে হাসিয়া তবে বলেন কিরীটি।
গাভী মুক্ত করি তব দিলাম বৈরাটি ॥
চিত্তে পাছে কর জিনিলাম সব কুরু।
গৃহেতে লইয়া যাবে আপনার গরু ॥
ভুবন বিজয়ী এই কৌরবের সেনা।
ইন্দ্র তুল্য পরাক্রম একং জনা ॥
শরানলে দহিতে পারয়ে ভূমণ্ডল।
নাহি জিনি গোধন জীয়ন্তে এ সকল ॥
দূরেতে আছয়ে তেঁই অস্ত্র নাহি মারে।
শীঘ্র রথ লহ মম সৈন্যের ভিতরে ॥
আজ্ঞা পায়ে বেগে রথ চালায় উত্তর।
বহু সৈন্য জিনি গেল সৈন্যের ভিতর ॥
যথায় ভূপতি কুরুরাজা দুর্য্যোধন।
তথায় লইল রথ বিরাট নন্দন ॥
দেখিয়া ধাইল সর্ব্ব কুরু সেনাপতি।
ভূপতির রক্ষা হেতু অতি শীঘ্রগতি ॥
সহস্রেক শ্রেষ্ঠ রথী যুদ্ধে দিল মন।
ধাইয়া আইল বেগে সূর্য্যের নন্দন ॥
সহস্রেক রথী লয়ে কুরুবংশ পতি।
দুর্য্যোধন রক্ষা হেতু ভীষ্ম মহামতি ॥
একত্রিতে ভূপতির ভাই উনশত।
আগুলিল পার্থে আসি সহস্রেক রথ ॥
দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থ মা আদি মহারথী।
এক ভিতে রক্ষার্থ রহিল কুরুপতি ॥
ভীষণ দশন হস্তী পর্ব্বত আকার।
মুষল মুদ্গর শুণ্ড ধরে সবাকার ॥
সহস্রং মত্ত গজ আগে করি।
আপনি রহিলা পাছু নানা অস্ত্র ধরি ॥
সিংহনাদ শংখনাদ ধনুক টঙ্কার।
চতুর্দ্দিকে পুরিল করিয়া মার মার ॥

মহাভারতের কথা সুধার সাগর।
কাশীরাম দাস কহে শুনে সাধুনর ॥
উত্তর বলিল দেব কহিবে আমারে।
কোন কোন যোদ্ধা এই আইল সমরে ॥
পার্থ বলিলেন দেখ বিরাটকুমার।
সুবর্ণের বেদী শোভে রথধ্বজে যাঁর ॥
রক্তবর্ণ চারি অশ্বে বহে রথখান।
দ্রোণ গুরু কুরুকুলে আচার্য্য প্রধান ॥
যম সম শত্রু হৈলে দৃষ্টে করে ভেদ।
অনুপম সমরে দ্বিতীয় ধনুর্ব্বেদ ॥
নাহিল নহিবে হেন বীর অন্য জনে।
স অস্ত্র থাকিলে যে অজেয় ত্রিভুবনে ॥
ভরদ্বাজ মহামুনি ঘৃতাচী দেখিয়া।
গঙ্গাজলে বীর্য্য তাঁর পড়িল খসিয়া ॥
দ্রোণী মধ্যে যতনে রাখিল তপোধন।
দ্রোণীতে জন্মিল তেঁই নাম হৈল দ্রোণ ॥
পরশুরামের যত দিব্য বিদ্যা ছিল।
অস্ত্র ধনু সহ বিদ্যা ইহারে সে দিল ॥
তাহার দক্ষিণে দেখ তাহার অঙ্গজ।
সিংহের লাঙ্গুল শোভে যার রথধ্বজ ॥
কৃপী গর্ব্ভে জন্ম হৈল কৃপের ভাগিনা।
মৃত্যুপতি ভয় করে অন্য কোন জনা ॥
কাঞ্চনের দণ্ড ধরে কৃপ মহামতি।
শরদ্বান ঋষির পুত্র গৌতমের নাতী ॥
শরবনে ভ্রাতৃ ভগ্নী দোঁহে জন্মেছিল।
আমার প্রপিতামহ শান্তনু পোষিল ॥
কৃপ কৃপী নাম দিল শরদ্বান তাত।
আমার বংশের গুরু আচার্য্য বিখ্যাত ॥
এই যে দেখহ উচ্চতর রথধ্বজ।
বিচিত্র কলসধ্বজ শোভে রত্ন গজ ॥
সেই রথে বৈকর্ত্তন কর্ণ যার নাম।
সুরাসুর বিদিত বিক্রমে অনুপম ॥
জামদগ্ন্য রামের এ শিষ্য প্রিয়তর।
আমার সহিত সদা বাঞ্ছয়ে সমর ॥
আজি তার মানস করিব আমি পূর্ণ।
মম সহ যুদ্ধে আজি গর্ব্ব হবে চূর্ণ ॥
চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত ধবল ছত্রগণ।
হের দেখ মহামানী রাজা দুর্য্যোধন ॥
বৈদূর্য্য মুকুতা মণিধ্বজ মনোহর।
যেই রথধ্বজে চিত্র ধবল কুঞ্জর ॥
তাহার রক্ষার্থে তার নিকটে দেখহ।
ভারত বংশের শ্রেষ্ঠ মম পিতামহ ॥
পঞ্চ গোটা কনকের তাল যার ধ্বজে।
মহাযোদ্ধা শীঘ্রহস্ত সর্ব্বলোক পূজে ॥
শান্তনুর পুত্র জন্মে গঙ্গার উদরে।
সত্যবাদী কন্যা আনি দিলেন বাপেরে ॥
রাজ্য দারা ত্যাগ কৈল বাপের কারণ।
তুষ্ট হয়ে তাত বর দিল সেইক্ষণ ॥
ইচ্ছামৃত্যু হউক তব সংসার ভিতরে।
নাহিক মরণ নিজ ইচ্ছা হৈলে মরে ॥
ভীষ্ম বলি নাম তাঁর ঘোষে ভূমণ্ডলে।
ক্ষত্র কুলান্তক রামে জিনিলেন বলে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

কুরুসৈন্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধারম্ভঃ।

হেনমতে যত রথ রথী মহাবীরে।
একে একে দেখাইলেন অর্জ্জুন উত্তরে ॥
পুনরপি উত্তরে কহেন মহামতি।
কর্ণের সম্মুখে রথ লহ শীঘ্রগতি ॥
আকাশ হইতে শীঘ্র তারা যেন ছুটে।
চালাইয়া দিল রথ কর্ণের নিকটে ॥
কর্ণের সম্মুখে ছিল যত রথিগণ।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
শেল শূল শক্তি জাঠি মুষল মুদ্গর।
পরশু ভুশুণ্ডী ভিন্দিপাল যে তোমর ॥
বরিষার কালে যেন বর্ষে জলধর।
ঝাকেং চতুর্দ্দিকে বরিষে তোমর ॥
পর্ব্বত আকার হস্তী ভীষণ দশন।
চরণে কম্পিত ক্ষিতি জলদ গর্জ্জন ॥
দেখিয়া হাসিয়া বীর কুন্তীর নন্দন।
দিব্য অস্ত্র গাণ্ডীবে যোড়েন সেইক্ষণ ॥
না হৈতে নিমেষ পূর্ণ ছাড়িতে নিশ্বাস।
শরজাল করিয়া পূরিল দিগপাশ ॥
বরিষা কালেতে যেন বরিষয়ে মেঘে।
দিনকর তেজ যেন সর্ব্ব ঠাঁই লাগে ॥
যত রথী পদাতি কুঞ্জর হয়গণ।
করেন জর্জ্জর বিন্ধি ইন্দ্রের নন্দন ॥
বেগে রথ চালায় সারথি বিচক্ষণ।
বাতাধিক মনোহর জিনিয়া খঞ্জন ॥
ক্ষণে বামে ক্ষণে দক্ষে অগ্র পিছে ছুটে।
ভূমেতে ক্ষণেক লম্ফে ক্ষণে শূন্যে উঠে ॥
ক্ষণেক ভিতরে যায় ক্ষণেক বাহির।
রথ বেগে পড়িল অনেক মহাবীর ॥

মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে ।
নাগে নাগান্তক যেন মারে কুতূহলে ॥
কাটিল রথের ধ্বজ সারথি সহিত ।
খণ্ড খণ্ড হইয়া পড়িল চতুর্ভিত ॥
ধনুক সহিত বাম হস্ত ফেলে কাটি ।
বুকে লাগি পড়ি কেহ কামড়ায় মাটি ॥
অস্ত্রানলে দগ্ধ কেহ করে ছটফটি ।
কাটিয়া ফেলিল কার দন্ত দুই পাটি ॥
শ্রবণ নাসিকা গেল দেখি বিপরীত ।
কাটিয়া ফেলিল মুণ্ড কুণ্ডল সহিত ॥
মধ্যদেশ কাটিয়া ফেলিল কত বীর ।
অস্ত্রাঘাতে কোন রথী উভে হৈল চীর ॥
কাটিল রথের ধ্বজ করি খণ্ড খণ্ড ।
মধ্যচক্রে কাটিলেন সারথির মুণ্ড ॥
তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে মত্ত কুঞ্জর সকল ।
আর্ত্তনাদ করি পড়ে মস্তি বহু দল ॥
চক্রাকার ভ্রমি পড়ে ভূমে দিয়া দন্ত ।
পেটেতে বাজিল কার বাহিরায় অন্ত ॥
এইমত মহামার করিল কাণ্ডনী ।
সকল সৈন্যেরে বিদ্ধি করিল চালনি ॥
দুই দুই অঙ্গুলী অন্যের অঙ্গ ছেদি ।
পড়িল সকল সৈন্য রক্তে বহে নদী ॥
বিচিত্র হইল শোভা ধরণীর তলে ।
অশোক কিংশুক যেন বসন্তের কালে ॥
একেশ্বর ধনঞ্জয় কুরু সৈন্য দলি ।
মহাবাতাঘাতে যেন পাড়ল কদলী ॥
কালাগ্নি সমান শিক্ষা দেখি পার্থবীরে ।
চক্ষু মেলি কার শক্তি চাহিবারে ফিরে ॥
মারিয়া সকল সৈন্য পার্থ ধনুর্দ্ধর ।
চালাইয়া দেন রথ কর্ণের উপর ॥
কর্ণের অনুজ ছিল বিকর্ণ নামেতে ।
আগুলিল পার্থে আসি ধনুঃশর হাতে ॥
হাসেন অর্জ্জুন বীর দেখিয়া বিকর্ণ ।
ভুজঙ্গ পাইলে যেন বুভুক্ষু সুপর্ণ ॥
দুই বাণে ধ্বজ ধনু কাটিয়া তাহার ।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণে কাটিলেন মুণ্ড তার ॥
বিকর্ণ পড়িল দেখি কর্ণে হৈল ক্রোধ ।
টঙ্কারিয়া ধনুগুণ যুঝে মহাযোধ ॥
সিংহ দেখি সিংহ যেন করয়ে গর্জ্জন ।
দুই মত্ত হস্তী যেন হস্তিনী কারণ ॥
চিরকাল সবাঞ্ছিত মিলাইল বিধি ।
দরিদ্র পাইল যেন মহারত্ন নিধি ॥

দোঁহা দেখি দোহাকার হইল হরষ ।
কর্ণে চাহি ধনঞ্জয় বলেন কর্কশ ॥
রাধাসুত ত্যজ গর্ব্ব ত্যজ সিংহনাদ ।
আজি ঘুচাইব তোর সংগ্রামের সাধ ॥
সর্ব্ব কুরুগণ আজি দেখুক নয়নে ।
তোরে মারি নিস্তেজ করিব দুর্য্যোধনে ॥
যখন কপটে দুষ্ট খেলাইলা পাশা ।
মনে জাগে যতেক কহিলে কটুভাষা ॥
সেই সব আজি তোরে করাব স্মরণ ।
বহু দিনে তোমার সহিত দরশন ॥
হাসিয়া বলিল কর্ণ দৈব বলবান ।
যারে খুঁজি সে জন আইল বিদ্যমান ॥
তোরে মারি পাণ্ডবের দর্প করি চূর্ণ ।
দুর্য্যোধনের মানস করিব আজি পূর্ণ ॥
এত বলি কর্ণবীর পুরিয়া সন্ধান ।
অর্জ্জুন উপরে প্রহারিল দশবাণ ॥
গাণ্ডীব ধনুকে চারি চারি অশ্বে চারি ।
দুই ভুজে উভয়ের দুই অস্ত্র মারি ॥
ছাড়েন বিংশতি বাণ ইন্দ্রের নন্দন ।
দশ অস্ত্রে কর্ণ বীর কাটে সেইক্ষণ ॥
পুনঃ ষড়বিংশ বাণ ছাড়েন কিরীটি ।
সেই অস্ত্র কর্ণ বীর ফেলাইল কাটি ॥
আকর্ণ পুরিয়া কর্ণ এড়ে পঞ্চবাণ ।
অর্দ্ধপথে পার্থ করিলেন দশখান ॥
দোহে দোহা অস্ত্র মারে যেবা যত জানে ।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে মেঘগণে ॥
বজ্রের প্রহারে যেন পড়য়ে ঝনঝনা ।
ঝাঁকে২ বৃষ্টি করে আগুনের কণা ॥
বাঁশবনে অগ্নি দিলে যেন শব্দ উঠে ।
চটচট শব্দেতে অঙ্গেতে অস্ত্র ফুটে ।
ঘন শংখ পুরে ঘন ঘন হুহুঙ্কার ।
শব্দেতে পুরিল ক্ষিতি ধনুক টঙ্কার ॥
সহস্র২ বাণ একবারে এড়ে ।
অন্ধকার করিয়া দোহার গায় পড়ে ॥
দোহার অস্ত্র নিবারে সংগ্রাম বিচক্ষণ ।
বায়ুতে উড়ায় যেন মেঘ বরিষণ ॥
সাধু কর্ণ বলি ডাকে যত কুরুবল ।
সাধু পার্থ বলি ডাকে অমর সকল ॥
ক্রোধে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান ।
কাটিয়া কর্ণের ধ্বজ করে খান খান ॥
চারি অশ্ব কাটেন কাটেন ধনুগুণ ।
সারথির মাথা তবে কাটেন অর্জ্জুন ॥

কর্ণেরে বিরথী করি পার্থ মহাবল।
ভীষ্ম দ্রোণ চাহিয়া হাসেন খল খল ॥
শীঘ্রতর আর রথ যোগায় সারথি।
আর ধনুকেতে গুণ দিল শীঘ্রগতি ॥
লজ্জিত হইয়া কর্ণ সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র সর্প পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়েন গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণী করিল ভক্ষণ ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেন বীর ধনঞ্জয়।
দশদিক সকল হইল অগ্নিময় ॥
যেমত প্রলয় কালে সংহারিতে সৃষ্টি।
ঝাঁকের সৈন্যে হৈল হুতাশন বৃষ্টি ॥
পলায় সকল সৈন্য কেহ নাহি রয়।
মেঘবাণে নিবারিল সূর্য্যের তনয় ॥
ঘোর মেঘে বর্ষে যেন মুষলের ধার।
বায়ু অস্ত্রে উড়ায়েন ইন্দ্রের কুমার ॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ব বাণ এড়েন বীজয়।
সকল সৈন্যের মধ্যে হৈল পার্থময় ॥
রথে রথে গজেগজে হৈল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য হানাহানি করি ॥
এইমত দুই বীরে করিল সংগ্রাম।
চক্ষু পালটিতে দোহে না করে বিশ্রাম।
দোহে মহাবীর্য্যবন্ত কেহ নহে ঊন।
দৈববলে বলাধিক হইল অর্জ্জুন ॥
ইন্দ্রদত্ত দিব্য অস্ত্র পুরিয়া সন্ধান।
একবারে ছাড়িলেন অষ্টগোটা বাণ ॥
দুই দুই ভুজে বক্ষে যুগল ললাটে।
ব্রহ্মভেদী চর্ম্মছেদী অঙ্গে অস্ত্র ফুটে ॥
ফুটিয়া কর্ণের অঙ্গে বহিল শোণিত।
রথেতে পড়িল কর্ণ হইয়া মূর্চ্ছিত ॥
মূর্চ্ছিত দেখিয়া পার্থ সম্বরেন বাণ।
রথ লয়ে সারথি হইল পাছু আন ॥
কর্ণ ভঙ্গ দেখিয়া যতেক কুরুসুর।
বেড়িল অর্জ্জুনে আসি হয়ে শতপুর ॥
রথ রথী পদাতি মাতঙ্গ অতি বেগে।
নানা অস্ত্র শস্ত্র তাহা ফেলে চতুর্দ্দিগে ॥
পর্ব্বত আকার হস্তিগণ যুথে যুথে।
পার্থোপরে টোয়াইয়া দিলেক মাহুতে ॥
হাসিয়া গন্ধর্ব্ববাণ এড়েন কিরীটি।
পার্থরূপী মহাবীর সর্ব্ব সৈন্য যুটি ॥
আত্মীয় সৈন্যেতে হইল মারামারি।
পড়িল অনেক সৈন্য আর্ত্তনাদ করি ॥

রথধ্বজ পতাকায় ঢাকিল মেদিনী।
মুকুট কুণ্ডল হার নানা রত্ন মণি ॥
সারি সারি পড়িল কুঞ্জর রথধ্বজ।
লক্ষ লক্ষ পড়িল দীঘল দন্ত গজ ॥
মেঘ চাপ দেখি যেন পর্ব্বত উপরে।
পড়িল মাতঙ্গ যুথ দারুণ প্রহারে ॥
যেন মহাবাতে নিবারিল মেঘমালা।
সমুদ্র লহরী যেন নিবারিল ভেলা ॥
অনন্ত ফণীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল।
একাকী অর্জ্জুন মথিলেক কুরুবল ॥
যে ছিল পলায় সবে লইয়া পরাণ।
অর্জ্জুনে দেখয়ে যেন শমন সমান ॥
দেখিয়া বিরাটপুত্র মানিল বিস্ময়।
কৃতাঞ্জলি হইয়া অর্জ্জুন প্রতি কয় ॥
এ তিন ভুবনে এত অদ্ভুত কাহিনী।
চক্ষে কি দেখিব কিবা কর্ণে নাহি শুনি ॥
পূর্ব্বে যে তোমার কর্ম্ম শুনিনু শ্রবণে।
সাক্ষাতে দেখিনু তাহা আপন নয়নে ॥
ক্ষত্র হয়ে হেন জন নহিবে মহিল।
তোমার সারথি হৈনু পূর্ব্বভাগ্য ছিল ॥
এখন আমারে আজ্ঞা কর মহাশয়।
কোন ভিতে চালাইয়া দিব রথ হয় ॥
হাসিয়া কহেন পার্থ কি কহ উত্তর।
কি দেখিলে এখনি কি হইল সমর ॥
দুস্তর সাগরবৎ এ কৌরব সেনা।
পার নাহি পাইয়াছ তার এক জনা ॥
হের দেখ নীলবর্ণ যে ধ্বজ পতাকা।
কৃপাচার্য্য হয়েন আমার পিতৃসখা ॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাহাকে ॥
সপ্তকুম্ভ কমণ্ডলু ধ্বজ যার রথে।
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার অগ্রেতে।
কুরুবংশ গুরু তিঁহো দ্রোণাচার্য্য নাম ॥
চিরদিনে ভেটিলাম করিব প্রণাম।
যদি গুরু আমারে করিবেন প্রহার ॥
আমিহ মারিব তবে নাহিক বিচার।
তাঁর পাছে অশ্বত্থামা রাজা দুর্য্যোধন।
তথা রথ লহ মম বিরাটনন্দন।
যে রথে বেষ্টিত শ্বেতছত্র সারি সারি।
যত প্রজাগণ অগ্রে যোড়হাত করি ॥
অমর কুলের যেন কর্ত্তা পিতামহ।
আমার কুলের তেন হইবে জামহ ॥

যত রাজা পৃথিবীর পায় করে পূজা।
মম পিতৃজ্যেষ্ঠ তাত ভীষ্ম মহাতেজা॥
তথাপিহ বশ তিঁহো কুরু নৃপতির।
এই হেতু বড় ভয়ে কাঁপিছে শরীর॥
দুর্য্যোধন রক্ষার্থে করিবে তিনি রণ।
কেমনে তাহার অঙ্গে করিব যাতন॥
অতি বড় দয়া তার আমা পঞ্চজনে।
পিতৃশোক না জানিনু তাহার পালনে॥
নির্দ্দয় ক্ষত্রিয় জাতি নাহি উপরোধ।
পরাপর নাহি জ্ঞান যুদ্ধে হৈলে ক্রোধ॥
অজ্ঞান জড়তা অন্ধকারের কারণে।
সর্ব্ব শাস্ত্র জ্ঞাত হয় যাহার শ্রবণে॥
অতিশয় ক্লেশে বিচারিল মুনি ব্যাস।
মনোগত অন্ধকার হয়ত বিনাশ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালী আনন্দে।
পীয় সাধু জন নিজড়িয়া সেই ছন্দে॥
এথা পার্থ মহাযুদ্ধ করিল কৌরবে।
দেখিবারে সুরাসুর আইলেন সবে॥
হংস পৃষ্ঠে অর্দ্ধ দৃষ্টে চাহে প্রজাপতি।
বৃষারূঢ় শশিচূড় ভূষণ বিভূতি॥
গজস্কন্ধে সুরবৃন্দ আইল সুরেন্দ্র।
রবি করি সঙ্গে সৌরি সহ গ্রহবৃন্দ॥
বায়ু মৃগে অগ্নি ছাগে মরে বৈশ্রবণ।
মৎস্যোপরে জলেশ্বর মহিষে শমন॥
সিংহে শিখী মূষে থাকি স্বপুত্র পার্ব্বতী।
অষ্টবসু কোলে শিশু ষষ্ঠী অরুন্ধতি॥
কাঞ্চকের বৈনতেয় অশ্বিনী কুমার।
শুনি রস চতুর্দ্দশ মত্যে অগ্রসার॥
স্বায়ম্ভুব আদি সব আইল প্রজাপতি।
হৃষ্টমন সর্ব্বজন আইলেন ক্ষিতি॥
যক্ষেশ্বর বিদ্যাধর কিন্নর অপ্সরী।
নানা বাদ্যে সভামধ্যে নৃত্য গীত করি॥
দিব্য গন্ধ মন্দমন্দ বায়ুতে পূরিল।
যত দেব মিলি সব পুষ্পবৃষ্টি কৈল॥
পুষ্পগন্ধে ক্ষত্রবৃন্দে বাড়িল মত্ততা।
কাশীদাস মৃদুভাষ শ্রুতি সুখদাতা॥

কৃপাচার্য্যের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বিরাটনন্দন।
বায়ুবেগে নিল রথ কৃপের সদন॥
প্রদক্ষিণ করিয়া সকল সৈন্যগণ।
মৎস্য যেন জলমধ্যে করিয়া বন্ধন॥
কৃপের সম্মুখে রথ লইল বৈরাটি।
দেবদত্ত শংখনাদ করিল কিরীটি॥
গজ যেন রোষে শুনি গজের গর্জ্জন।
কুপিল গৌতমী শুনি শংখের নিঃস্বন॥
অগ্র হয়ে আপনার শংখ বাজাইল।
দুই শংখ নিনাদেতে ত্রিলোক কাঁপিল॥
ক্রোধে কৃপাচার্য্য যেন জ্বলিয়া উঠিল।
আকর্ণ পুরিয়া ধনুগুণ টঙ্কারিল॥
দশ বাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল তাহা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥
দশবাণ কাটিয়া যে করে কুড়িখান।
তবে দিব্য অস্ত্র পার্থ করিল সন্ধান॥
জলদগ্নি সম অস্ত্র দেখি লাগে ভয়।
বাণাঘাতে আচার্য্যের কম্পিত হৃদয়॥
বিচলিত আসন দেখিয়া কৃপে ব্যস্ত।
গৌরব করিয়া পার্থ না মারেন অস্ত্র॥
ক্ষণেকে পাইয়া ধৈর্য্য নিল ধনুর্ব্বাণ।
অর্জ্জুন উপরে অস্ত্র করিল সন্ধান॥
না মারিতে অস্ত্র পার্থ এড়িলেন বাণ।
কাটিয়া কৃপের ধনু কৈল দুই খান॥
আর অস্ত্রে কাটিলেন অঙ্গের কবচ।
অঙ্গ হৈতে খসে যেন সর্প জীর্ণ ত্বচ॥
পুনঃ আর ধনু কৃপ লইলেন হাতে।
সেইক্ষণে দিল গুণ চক্ষু পালটিতে॥
গুণ দিয়া বাণ বীর করিল সন্ধান।
সেও ধনুঃ কাটিয়া করিল দুইখান॥
পুনঃ কৃপ দিব্য ধনু লইলেন হাতে।
সে ধনু কাটেন পার্থ গুণ নাহি দিতে॥
দেখিয়া গৌতম দেহ অগ্নি হেন জলে।
কাটা ধনুঃ ফেলাইয়া দিল ভূমিতলে॥
শক্তি এক তুলি নিল ভীষণ দর্শন।
নানা রত্ন ভূষা যেন দীপ্ত হুতাশন॥
ছাড়িলেন শক্তি আসি হয়ে শব্দবান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন দুইখান॥
দিব্য অস্ত্র সন্ধান করিয়া ধনঞ্জয়।
কাটিলেন কৃপের রথের চারি হয়॥
ছয় বাণে কাটিয়া ফেলেন শত তূণ।
সারথির মাথা কাটি ফেলেন অর্জ্জুন॥
হয় রথ সারথি মুকুট হৈল ছিন্ন।
চতুর্দ্দিকে কৌরব হইল ছিন্নভিন্ন॥
চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইলা ক্রোধাবেশে॥

চাহিয়া দেখিল কৃপ কিছু নাহি পাশে।
হাতে গদা লইয়া আইল ক্রোধ বেশে ॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করেন সন্ধান।
হাতের গদাতে মারিলেন দশ বাণ ॥
খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন গদা কাটি।
সব গদা কাটিল রহিল বজ্রমুষ্টি ॥
বিবস্ত্র নিরস্ত্র কৃপ সর্ব্বাঙ্গ বিকল।
পরিধান ধুতি আর উত্তরী কেবল ॥
করযোড়ে বলিলেন কুন্তীনন্দন।
এ বেশে আচার্য্য কোথা করিছ গমন ॥
অন্তরে অমরবৃন্দে দেখিছে কৌতুক।
লাজে শরদ্বান পুত্র হৈল অধোমুখ ॥
চতুর্দ্দিক হইতে আইল যোদ্ধাগণ।
রথে চড়াইয়া কৃপে করিল গমন ॥
কৃপাচার্য্য ভঙ্গ বলি হইল সমরে।
অর্জ্জুন বলেন তবে বিরাট কুমারে ॥
রক্ত বর্ণ চারি ঘোড়া যোড়া যেই রথে।
শীঘ্র রথ লহ মোর তাহার অগ্রেতে ॥
শুনিয়া বিরাট পুত্র বায়ুবেগে।
চালাইয়া দিল রথ দ্রোণাচার্য্য আগে ॥
নিকট দেখিয়া দ্রোণ অর্জ্জুনের রথ।
অশ্বারোহি আপনি আইল কত পথ ॥
গুরু দেখি পার্থ অস্ত্র যুড়েন যুগল।
দুই অস্ত্র পড়িল যুগল পদতল ॥
আচার্য্য যুগল অস্ত্র এড়িল তখন।
দুই ভুজে ধরি পার্থে কৈল আলিঙ্গন ॥
কর যুড়ি আচার্য্যে বলেন ধনঞ্জয়।
যুদ্ধসজ্জা তোমার দেখি যে মহাশয় ॥
কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে আপনে।
আমারে মারিবা অস্ত্র হেন লয় মনে ॥
অশ্বত্থামাধিক আমি তোমার পালিত।
কোন দোষে তব পায় নহি যে দোষিত ॥
পাশাকালে কথা তুমি জানত আপনে।
কপটে যতেক দুঃখ দিল দুষ্টগণে ॥
দ্বাদশ বৎসর বনে বঞ্চিলাম ক্লেশে।
বৎসরেক অজ্ঞাত বঞ্চিলাম ক্লীববেশে ॥
এ কষ্টের হেতু যেই বৈরি দুষ্টগণ।
এত দিনে পাইলাম তার দরশন ॥
যথোচিত ফল আমি দিব আজি তারে।
দুঃখ নিবেদন এই করিনু তোমারে ॥
ইহাতে আপনি প্রভু না করিবে ক্রোধ।
তুমি ক্রোধ করিলে না করি উপরোধ ॥

আজ্ঞা কর এক ভিতে লহ নিজ রথ।
দুর্য্যোধন ছোটিব ছাড়িয়া দেহ পথ ॥
হাসিয়া বলিল দ্রোণ এ কোন উচিত।
কৌরবের সেনাগণ আমার রক্ষিত ॥
মম অগ্রে কৌরবের করিবে যাতন।
দাণ্ডাইয়া কি মতে করিব দরশন ॥
পার্থ বলে পাছে দোষ না দিও আমায়।
তোমার শিক্ষিত বিদ্যা দেখাব তোমায় ॥
এত শুনি গুরু ক্রোধে হয়ে হুতাশন।
আকর্ণ পুরিয়া এড়ে দিব্য অস্ত্রগণ ॥
তিন শত অস্ত্র মারে অর্জ্জুন উপর।
কাটিয়া ফেলিল পার্থ আচার্য্যের শর ॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি গুরু ক্রোধে গুরুতর।
অর্জ্জুনে মারিল পুনঃ সহস্র তোমর ॥
অন্ধকার করি যায় গগনমণ্ডলে।
শরদের কালে যেন হংস পংক্তি চলে ॥
দিব্য অস্ত্র ধনঞ্জয় পুরিয়া সন্ধান।
কাটিয়া ফেলিল যত আচার্য্যের বাণ ॥
পুনঃ দিব্য অস্ত্র গুরু মন্ত্রে অভিষেকি।
সম্বরহ বলে অর্জ্জুনেরে ডাকি ॥
আকাশে উঠিল অস্ত্র যেন দিবাকর।
মুখ হৈতে বৃষ্টি হয় মুষল মুদ্গর ॥
পরশু তোমর জাঠি নাহি লেখা জোখা।
চতুর্দ্দিকে পড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥
অস্ত্র এড়ি দ্রোণাচার্য্য ব্যথিত হৃদয়।
ডাকিয়া বলিল সম্বরহ ধনঞ্জয় ॥
দেখিয়া অর্জ্জুন বাণ এড়েন গন্ধর্ব্ব।
নিমিষেকে নিবারেন গুরু অস্ত্র সর্ব্ব ॥
দোঁহে দিব্য শিক্ষা বাণ না করে বিশ্রাম।
গুরু শিষ্যে এইমত হইল সংগ্রাম ॥
ক্রোধে গুরু পঞ্চ বাণ মারেন কপিধ্বজে।
বাণাঘাতে কপিধ্বজ অধিক গরজে ॥
পুনঃ দিব্য সন্ধান পুরিল গুরু দ্রোণ।
গগণ ছাইয়া কৈল অস্ত্র বরিষণ ॥
না দেখি সে কপিধ্বজ না দেখি অর্জ্জুন।
মেঘে যেন আচ্ছাদিল না দেখি অরুণ ॥
দ্রোণের বিক্রমে উল্লাসিত দুর্য্যোধন।
নিমিষেকে অস্ত্র তার কাটেন অর্জ্জুন ॥
তবে পার্থ দিব্য অস্ত্র করেন সন্ধান।
আচার্য্যেরে মারিলেন সহস্রেক বাণ ॥
সহস্র সহস্র অস্ত্র আচার্য্য মারিল।
দুই অস্ত্রে গগণেতে মহাশব্দ হৈল ॥

ঢাকিল সূর্য্যের তেজ ছাইল আকাশ।
অন্ধকার হৈল সূর্য্য রুধিল বাতাস॥
অস্ত্র অস্ত্র ঘর্ষণে হইল উল্কাবৃষ্টি।
অমর ভুজঙ্গ নর চাহে এক দৃষ্টি॥
আকাশে প্রশংসা করে যত দেবগণ।
সাধু দ্রোণাচার্য্য ভরদ্বাজের নন্দন॥
যাহার শিক্ষিত বিদ্যা অদ্ভুত দর্শন।
যার শিষ্য ধনঞ্জয় জয়ী ত্রিভুবন॥
তবে পার্থ ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িল গাণ্ডীবে।
সহস্রং বাণ যাহাতে প্রসবে॥
মন্ত্রে অভিষেকি বাণ এড়ে সেইক্ষণ।
চক্ষুর নিমিষে সব ছাইল গগন॥
যেন মহাদাবানলেতে বেড়িল পর্ব্বত।
অস্ত্রে অগ্নি অচ্ছাদিল নাহি দেখি পথ॥
অগ্নিতে বেড়িল দ্রোণে নাহি দেখি আর।
যতেক কৌরববল করে হাহাকার॥
সাধু ধনঞ্জয় বলি ডাকে দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম পুষ্প করে বরিষণ॥
পিতার সঙ্কট দেখি অশ্বত্থামা বেগে।
অনেক করিয়া দর্প হৈল পার্থ আগে॥
বেই বেগে আইলেন দ্রোণের তনয়।
ব্রহ্ম কাটি ফেলিলেন বীর ধনঞ্জয়॥
অশ্বত্থামা আগেতে পড়িল কাটা চূড়া।
না করিতে সংগ্রাম হইল রথ মুড়া॥
লজ্জিত হইয়া ক্রোধে দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
প্রলয়ের মেঘ যেন মুষলের ধারে।
সেইমত অস্ত্র বৃষ্টি করে পার্থোপরে॥
দিবা রাত্র নাহি জ্ঞান অস্ত্রে অচ্ছাদিল।
থাকুক অন্যের কার পবন রুধিল॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনের যুদ্ধ অনুপম।
যেন ইন্দ্র-বৃত্রাসুর রাবণ শ্রীরাম॥
পূর্ব্বে যেন সংগ্রাম হইল সুরাসুর।
দোঁহার ধনুক ঘোষে কম্পে তিন পুর॥
ঝাঁকের অস্ত্র বৃষ্টি নাহি লেখা জোখা।
অস্ত্র বিনা রণস্থলে অন্য নাহি দেখা॥
চট চট শব্দেতে কর্ণেতে লাগে তালি।
দোহাকার অস্ত্র দোঁহে মারে মহাবলী॥
বিচিত্র চালায় রথ উত্তর সারথি।
চক্রবৎ ভ্রমে যেন বায়ু সম গতি॥
অর্জ্জুনের ছিদ্র দ্রোণি চিন্তিয়া অন্তরে।
গাণ্ডীব ধনুক চাহে কাটিবার তরে॥

অছেদ্য অভেদ্য ধনু দেবের নির্ম্মাণ।
কি করিতে পারে তাহা মানুষ পরাণ॥
মহাক্রোধে অশ্বত্থামা হইয়া ক্রোধিন।
সপ্ত চত্বারিংশ শর মারিল ত্বরিত॥
ধনুকে বিংশতি ধনুগুণে সপ্ত শর॥
কপিধ্বজে দশ দশ উত্তর উপর।
ধনঞ্জয় করিলেন নানা শর বৃষ্টি।
প্রলয়ের কালে যেন সংহারিতে সৃষ্টি॥
কভু দক্ষ হস্তে বিন্ধে কভু বিন্ধে বামে।
এইমত শরবৃষ্টি করিলেন ক্রমে॥
অক্ষয় পার্থের তূণ পূর্ণ অস্ত্রময়।
যত বিন্ধে তত হয় নাহি তার ক্ষয়॥
সেইমত দ্রোণপুত্র অস্ত্র বৃষ্টি কৈল।
দোঁহাকার শরজালে পৃথিবী ঢাকিল॥
সহস্রং অস্ত্র মারে পুনঃং।
কতক্ষণে দ্রোণির হইল শূন্য তূণ॥
রথোপরি অশ্বত্থামা নিরস্ত্র হইল।
দেখিয়া সূর্য্যের পুত্র ক্রোধেতে আইল॥
বিজয় নামেতে ধনু ভূপতির দত্ত।
আকর্ণ পুরিয়া এড়ে যেন গজ মত্ত॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর ছাড়িয়া দ্রোণিরে।
সম্মুখে দেখিয়া কর্ণে কহিছেন তারে॥
ক্রোধে কন ধনঞ্জয় চক্ষু রক্তবর্ণ।
হে রাধেয় মূঢ়মতি সূতপুত্র কর্ণ॥
অনুক্ষণ কহিস করিয়া অহঙ্কার।
পৃথিবীতে বীর নাহি সমান আমার॥
সে কথার পরীক্ষা করিব এইক্ষণে।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কুরুবীরগণে॥
সভামধ্যে বসি যত কৈলি অহঙ্কার।
ক্ষত্র হয়ে প্রাণে তাহা সহিবে কাহার॥
দ্রৌপদীর অপমান যতেক করিলি।
না জানিস সেই সব পাসরিল বলি॥
ধর্ম্মপাশে বন্দী যে ছিলাম সেইকালে।
সকল সহিল কষ্ট যতেক করিলে॥
অগ্নিবৎ অঙ্গেতে বহিছে সেই ক্লেশ।
অরণ্যের মহাকষ্ট অজ্ঞাত বিশেষ॥
আজি তোরে দিব তার সমুচিত ফল।
সাক্ষাতে দেখুক আজি কৌরব সকল॥
এত শুনি কহিতে লাগিল কর্ণবীর।
নাহিক সম্ভ্রম কিছু নির্ভয় শরীর॥
যে কহিলা ধনঞ্জয় কর শীঘ্রগতি।
যত পরাক্রম তোর যতেক শকতি॥

পাশাকালে কৃষ্ণার যতেক অপমান।
আমি কৈনু বলিয়া সকল তুই জান॥
দ্রোণ স্থানে ইন্দ্র স্থানে যে অস্ত্র পাইলি।
যে পার করহ শীঘ্র এই তোরে বলি॥
ইন্দ্র আদি সহায় করহ যদি রণে।
বাছড়িয়া যাবে হেন না করিহ মনে॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
লজ্জা যার থাকে সেকি হেন কথা কয়॥
এইক্ষণে পূর্ণ নাহি হইতে প্রহর।
বিদ্যমানে কাটিলাম তোর সহোদর॥
ভঙ্গ দিয়া পলাইলি লইয়া জীবন।
কোন মুখে কহ পুনঃ এ দর্প বচন॥
যাহা কহ শক্তি নহ করিতে সে কাম।
সভা মধ্যে কহিতে না বাস তুমি লাজ॥
এত বলি অর্জ্জুন ধনুকে যুড়ি বাণ।
কর্ণোপরি মারিলেন বজ্রের সমান॥
অস্ত্রে অস্ত্র নিবারিল কর্ণ মহাবল।
কুলেতে নিবৃত্ত যেন হয় সিন্ধুজল॥
তবে দিব্য পঞ্চবাণ মারিল অর্জ্জুন।
ফেলিলেন কর্ণের কাটিয়া ধনুর্গুণ॥
আর গুণ চড়াইল সংগ্রামে নিপুণ।
কাটিয়া সকল তবে ফেলেন অর্জ্জুন॥
গুণ চড়াইতে কাটিলেন ধনঞ্জয়।
ধনু ছাড়ি শক্তি নিল সূর্য্যের তনয়॥
এড়িলেন শক্তি গোটা সূর্য্য সম জ্বলে।
মহাশব্দ করি আইসে গগণমণ্ডলে॥
অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া পার্থ করি খণ্ড খণ্ড।
দুই বাণে কাটিলেন সারথির মুণ্ড॥
কাটিলেন মত্ত হস্তী ধ্বজ শোভাকার।
দেখিয়া কৌরব সৈন্য করে হাহাকার॥
কর্ণের সহায় ছিল বহু রথিগণ।
অর্জ্জুনে ঘেরিয়া করে বাণ বরিষণ॥
কাটিয়া সকল বাণ পার্থ মহাবল।
মুহূর্ত্তেকে মারিলেন সহায় সকল॥
দিব্য বাণ এড়িলেন পার্থ মহাচণ্ড।
কর্ণের কবচ করিলেন খণ্ড খণ্ড॥
বাণাঘাতে ব্যথিত হইয়া অঙ্গ নাথ।
চিন্তিয়া দেখিল আর অস্ত্র নাই সাত॥
বিশেষ অর্জ্জুন বাণে শরীর পুরিল॥
রণ ত্যজি কর্ণ বীর পৃষ্ঠে ভঙ্গ দিল॥
কর্ণ যদি ভঙ্গ দিল সংগ্রাম ভিতর।
ভঙ্গ দিয়া পলাইল যত কুরুবর॥

পলায় বিকর্ণ বিবিংশতি মহাবল।
চিত্রসেন বেগে ধায় শকুনি শৌবল॥
শকুনি পলায়ে যায় অর্জ্জুনের আগে।
দেখিয়া অর্জ্জুন রথ চালায়েন বেগে॥
শকুনিরে আগুলিল চালাইয়া রথ।
ফাঁফর শৌবল পলাইতে নাহি পথ॥
মুখেতে উড়িল ধুলা নাহি সরে কথা।
অর্জ্জুনেরে দেখিয়া করিল হেঁটমাথা॥
অর্জ্জুন বলেন কোথা পলাহ মাতুল।
তুমি সে আমার কষ্ট করিবার মূল।
তোমায় মারিলে সব দুঃখ বিমোচন।
কপট পাশার যত তুমি সে কারণ॥
তোমায় আমায় আজি খেলাইব পাশা।
নিঃশব্দ হইলে কেন নাহি কহ ভাষা॥
ধনুক করিব পাশা অস্ত্রগণ অক্ষ।
মস্তক করিব সারি যত তোর পক্ষ॥
তুমি সে কৌরবকুলে দুষ্ট বুদ্ধিদাতা।
সব দ্বন্দ্ব ঘুচিবে কাটিলে তোর মাথা॥
চিন্তিয়া শকুনি কহে করিয়া উপায়।
যতেক কহিলে তাত তোমাকে যুয়ায়।
তোমার শকতি আমা না পার মারিতে।
আমার প্রতিজ্ঞা সহদেবের সহিতে॥
অবধ্য তোমার শত্রু জানহ আপনে।
অঙ্গে ঘাত করিতে নারিবা কদাচনে॥
আমার প্রতিজ্ঞা তুমি জান ভালমতে।
অস্ত্রাঘাতে পারি ক্ষিতি দহন করিতে॥
আমার সাক্ষাতে যুদ্ধে হবে কোনজন।
প্রাণ লয়ে শীঘ্রগতি পলাহ অর্জ্জুন॥
এত বলি আকর্ণ পুরিয়া অস্ত্র মারে।
নানা অস্ত্র বৃষ্টি করে অর্জ্জুন উপরে॥
শুনিয়াত অর্জ্জুনের হইল স্মরণ।
প্রতিজ্ঞা করিল পূর্ব্বে মাদ্রীর নন্দন॥
চিন্তিয়া অর্জ্জুন অস্ত্র মারে বেড়াপাক।
রথ ফিরে শকুনির কুমারের চাক॥
ভ্রমাইয়া লয়ে গেল রজকের গৃহে।
খর পৃষ্ঠে চাপাইয়া বান্ধিলেন তাহে॥
অদ্ভুত দেখে যে দূরে কুরুবীরগণ।
চক্রাকার ভ্রমি বুলে সুবলনন্দন॥
শকুনির বিপাক দেখিয়া লোক হাসে।
আর যত কুরুসৈন্য পলায় তরাসে॥
উদ্ধশ্বাস হীনবাস ধায় সব বীর।
ভীষ্মের চরণে গিয়া রাখয়ে শরীর॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

ভীষ্মের সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ।

উত্তরে চাহিয়া বলিলেন ধনঞ্জয়।
এথা হৈতে লহ রথ বিরাট তনয় ॥
ভয়েতে আবৃত হয়ে সকলে পলায়।
ভয়ার্ত্ত জনেরে মারিবারে না যুয়ায় ॥
ক্ষুদ্রজীবি নির্ব্বলে মারিয়া কোন কর্ম্ম।
বিশেষে ভয়ার্ত্ত জনে মারিলে অধর্ম্ম ॥
যথায় শান্তনু পুত্র ভীষ্ম পিতামহ।
শীঘ্র তাঁর অগ্রেতে আমার রথ লহ ॥
তাঁহার রক্ষিত সব কৌরবের সেনা।
তাঁহারে জিনিলে যে জিনিব সর্ব্বজনা ॥
উত্তর বলিল মোর শক্তি নাহি আর।
কিমতে রথের অশ্ব চালাব তোমার ॥
হের দেখ অঙ্গ মোর হইল বিবর্ণ।
অনুক্ষণ শব্দেতে বধির হৈল কর্ণ ॥
কুম্ভকার চক্র প্রায় ভ্রমে মোর মনে।
দিবানিশি নাহি জ্ঞান না দেখি নয়নে ॥
পুনঃ২ তোমার গর্জ্জন হুহুঙ্কার।
বিপরীত শব্দ তব ধনুক টঙ্কার ॥
শরীরের রক্ত মম হৈল জলবত।
দিকগণ ভ্রমি যেন না দেখি যে পথ ॥
বিশেষে তোমার কর্ম্ম অদ্ভুত কাহিনী।
দেখিবার থাক কভু কর্ণে নাহি শুনি ॥
কখন আদান কর কখন সন্ধান।
লক্ষিতে না পারি তুমি কারে ছাড় বাণ ॥
অনুক্ষণ দেখি ধনু মণ্ডল আকার।
শত হস্ত হয় চিত্তে লাগয়ে আমার ॥
পূর্ব্বের সে রূপ তব নাহিক এখন।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ভয় পায় মন ॥
শীঘ্র কর মহাবীর ইহার উপায়।
কহিনু নিশ্চয় মোর প্রাণ বাহিরায় ॥
পার্থ বলে কি কহিছ বিরাট কুমার।
ক্ষত্রিয় লক্ষণ কিছু না দেখি তোমার ॥
সমূহ শত্রুর মাঝে কহিছ এমত।
কি উপায় আছে ইথে কে চালাবে রথ ॥
স্থির হও ত্যজ ভয় ধর অশ্ব দড়ি।
চাপিয়া বৈসহ ইথে লহ অশ্ব বাড়ী ॥
এখনি কেমনে চাহ ত্যজিবারে রণ।
ক্ষণেক থাকিয়া দেখ বিরাট নন্দন ॥
আজি সব বিনাশিব কৌরবের সেনা।
মম ভুজ তেজ আজি দেখুক সর্ব্বজনা ॥
ক্ষিতি মধ্যে দেখাইব রক্তের কর্দ্দম।
বহাইয়া নদী সবে দেখাইব যম ॥
রুধির করিব নীর কুন্তীর কুঞ্জর।
কচ্ছপ হইবে অশ্ব মীন হবে নর ॥
হস্ত পদ সব হবে তৃণ কাষ্ঠবৎ।
হংসবৎ ভাসিয়া বুলিবে সব রথ ॥
কি যুদ্ধ দেখিয়া তব শুষ্ক হৈল কায়।
রাজপুত্র তোর হেন কর্ম্ম কি যুয়ায় ॥
দাবানল প্রায় এই দেখ ভীষ্মবীর।
কুরু সৈন্য মীন যেন সাগর গভীর ॥
শীঘ্র রথ লহ মম তাঁহার সম্মুখে।
আমার হস্তের বেগ দেখাব তাহাকে ॥
পূর্ব্বে আমি সুরপুরে এই ধনু ধরি।
নিষ্কণ্টক স্বর্গ করিলাম দৈত্য মারি ॥
পুলোমাদি নিবাত কবচ কালকেয়।
সিন্ধুপুরে হেমপুর বাসি অপ্রমেয় ॥
ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম সবে মহাবলা।
বাণে উড়াইনু যেন সিমুলের তুলা ॥
সেইমত আজি আমি করিব সমর।
ক্ষত্র পরাক্রমে বৈস রথের উপর ॥
এত বলি তার অঙ্গে হাত বুলাইয়া।
উত্তরে করেন শান্ত আশ্বাস করিয়া ॥
পুনরপি উত্তর বসিল সিংহবত।
ধরিয়া ঘোড়ার দড়ি চালাইল রথ ॥
বায়ুবেগে নিল রথ ভীষ্মের গোচর।
পার্থে দেখি আশু হৈল ভীষ্ম বীরবর ॥
পিতামহ পদ ধৌত বিচারিয়া মনে।
বরুণ যুগল অস্ত্র মারেন চরণে ॥
দেখি ভীষ্ম দুই অস্ত্র মারেন তখন।
অর্জ্জুনের শিরে গিয়া করিল চুম্বন ॥
ভীষ্ম রথ রক্ষক আছিল চারিজন।
দুঃসহ দুর্ম্মুখ বিবিংশতি দুঃসাশন ॥
আশু হয়ে পার্থে আসি আগুলিল রথ।
জ্বলন্ত আগুণে যেন পতঙ্গের মত ॥
আকর্ণ পুরিয়া বাণ মারে দুঃশাসন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ ॥
হাসিয়া মারেন পার্থ তারে পঞ্চশর।
বাণাঘাতে দুঃশাসন হইল ফাঁফর ॥
বেগে পলাইয়া যায় নাহি চায় পাছে।
আর তিন বীর গিয়া বেড়িলেক কাছে ॥

দুই বাণে বিকর্ণে করেন অচেন।
দেখি ভঙ্গ দিয়া যায় আর দুই জন॥
ভঙ্গ দিল চারি বীর দেখিয়া সংগ্রাম।
অগ্রসর হয়ে পার্থ ভীষ্মে করেন প্রণাম॥
পার্থ বলিলেন দেব ভদ্র আপনার।
কি হেতু এ মৎস্যদেশে গমন তোমার॥
বিরাটের গাভী নিতে আসিয়াছ প্রায়।
এমত কুকর্ম্ম কি তোমার শোভা পায়॥
পরগাভী লইলে যতেক হয় পাপ।
আপনি জানহ তুমি অঙ্গে ভুঞ্জ তাপ॥
তথাপিহ লোভ নাহি পার সম্বরিতে।
স্বসৈন্যেতে আসিয়াছ পরগাভী নিতে॥
ভীষ্ম বলে নাহি আসি গাভীর কারণ।
তুমি আছ হেথায় কহিল দূতগণ॥
বহু দিন নাহি দেখি ব্যাকুলিত চিত্ত।
দুর্য্যোধন সহ আইলাম এ নিমিত্ত॥
ক্ষত্রিয় নিয়ম আছে দেবের বচন।
বাহুবলে শাশিবেক পর রাজ্যধন॥
আমার এ ধন রাজ্যে কোন প্রয়োজন।
যতেক করি যে তোমা সবার কারণ॥
পার্থ বলে পিতামহ তোমার প্রসাদে।
বঞ্চিলাম ত্রয়োদশ বর্ষ অপ্রমাদে॥
তোমার প্রসাদে আমা ভাই পঞ্চজনে।
বহু বহু কষ্টে রক্ষা পাইলাম বনে॥
তুমি সে গুরুর গুরু গুরু হও মহাগুরু।
কুরুবংশ কর্ত্তা তুমি যেন কল্পতরু॥
এমত সময়ে তুমি হইলা সদয়।
তোমার প্রসাদে করি কুরু সৈন্য জয়॥
পাশাকালে দুঃখ তুমি জানহ আপনে।
তাহার উচিত ফল দিব দুষ্টগণে॥
আজ্ঞা কর এক ভিতে লৈতে নিজ রথ।
দুর্য্যোধনে ভেটিব ছাড়িয়া দেহ পথ॥
ভীষ্ম বলে আমার রক্ষিত দুর্য্যোধন।
আমা না জিনিলে কোথা পাবে দরশন॥
অর্জ্জুন বলেন তবে বিলম্বে কি কায।
শীঘ্র কর উপায় রাখিতে কুরুরাজ॥
এত শুনি কুপিত হইয়া কুরুবর।
অষ্টবাণ প্রহারিল অর্জ্জুন উপর॥
অষ্টগোটা ভুজঙ্গ সমূহ অষ্ট শর।
মহাশব্দে চলি যায় অর্জ্জুন উপর॥
দিব্য ভল্ল দিয়া কাটিলেন ধনঞ্জয়।
পুনঃ দিব্য অস্ত্র মারে গঙ্গার তনয়॥
মহাশব্দে আইসে বাণ ভাস্কর সমান।
অর্দ্ধ পথে অর্জ্জুন করেন খানখান॥
দুই জনে যুদ্ধ হইল অতি ভয়ঙ্কর।
নানা বর্ণে এড়িলেন চোখ চোখ শর॥
দোহে দোহাকার বাণ করেন বারণ।
অনিমিষ দোহাকার নয়নে নয়ন॥
অনলে বরুণ যেন বায়ব্যে বারণি।
আকাশে বায়ব্য মারে শীতেতে আগুনি॥
পন্নগ পন্নগাশন বায়ুতে পর্ব্বত।
পুনঃ২ দোহে অস্ত্র মারে এইমত॥
দোঁহাকার শরজালে ত্রৈলোক্য কম্পিত।
চটচট শব্দ যে হইল অপ্রমিত॥
দোঁহাকার বাণে দোহে ব্যথিত হৃদয়।
দোঁহাকার অঙ্গে যেন রক্ত জল বয়॥
সাধু পার্থ সাধু ভীষ্ম গঙ্গার নন্দন॥
সাধু সাধু প্রশংসা করিছে দেবগণ।
ইন্দ্র অস্ত্র দিয়া তবে ইন্দ্রের নন্দন॥
কাটিলেন ভীষ্মের হাতের শরাসন।
আর ধনু ধরি ভীষ্ম বরিষয়ে বাণ॥
সেই ধনু কাটিলেন করিয়া সন্ধান।
দিব্য অস্ত্রে কাটিলেন কবচ তাঁহার।
তীক্ষ্ণ২ অস্ত্র দিয়া করেন প্রহার॥
বাণাঘাতে অচেতন গঙ্গার তনয়।
দেখিয়া বিস্ময় মানি চাহে কুরুচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

দুর্য্যোধনের সহিত অর্জ্জুনে যুদ্ধ ও কুরুসৈন্যের মোহ।

অচেতন দেখি রথ ফিরায় সারথি।
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখি ক্রোধে যান কুরুপতি॥
গজেন্দ্র চড়িয়া যেন ইন্দ্র দেবরাজ।
চতুর্দ্দিকে বেড়ি ধায় ক্ষত্রিয় সমাজ॥
উনশত সহোদর বেষ্টিত চৌপাশে।
সবে অস্ত্র শস্ত্র পার্থ উপরে বরিষে॥
হাসিয়া অর্জ্জুন বীর করিয়া সন্ধান।
দুর্য্যোধনে প্রহার করেন দশবাণ॥
মহাক্রোধে কাটিয়া পাড়েন তার ধনু।
কবচ কাটেন দুই ছয় বাণে তনু॥
প্রহার করেন ভল্ল গজেন্দ্র মস্তকে।
বজ্রাঘাতে হেমগিরি শৃঙ্গ শতমুখে॥
পৃথিবীতে দন্ত দিয়া পড়িল বারণ।
লাফ দিয়া ভূমিতে পড়িল দুর্য্যোধন॥

দুর্য্যোধন ভয় দেখি যত সহোদর।
পাছু নাহি চাহে সবে পলায় সত্বর॥
পাছু থাকি ডাকিয়া বলেন ইন্দ্রসুত।
কি কর্ম্ম করিল লোকে শুনিতে অদ্ভুত॥
সৈন্যের সহিত সঙ্গে শত সহোদর।
পৃথিবীর উপরে বলাহ দণ্ডধর॥
যুধিষ্ঠির রাজার দাসত্বকারী আমি।
মোরে দেখি পলাসি হইয়া ক্ষিতিস্বামী॥
সসৈন্যে পলায়ে যাও শৃগালের প্রায়।
এই মুখে রাজ্যভোগ ইচ্ছা হস্তিনায়॥
এতেক সহায় তোর গেল কোথাকারে।
মারিলে এখন আমি কে রাখিতে পারে॥
শত্রু নিজ বশ হলে কে ছাড়ে মারিতে।
যদি মারি তবে কোথা পাবা পলাইতে॥
ছাড়িলাম যাহ লয়ে নির্লজ্জ জীবন।
ব্যর্থ নাম ধর তুমি মানী দুর্য্যোধন॥
পলাইলা মম ডরে শৃগালের প্রায়।
এই মুখে গাণ্ডী লোভে আইলে হেথায়॥
পলাইত জনে আমি না মারি কখন।
ভীমসেন হলে তোর লইত জীবন॥
অর্জ্জুনের এতেক বর্কশ বাক্য শুনি।
ক্রোধে নেউটিল দুর্য্যোধন মহামানী॥
লাঙ্গুলে মারিলে যেন নেউটে ভুজঙ্গ।
অঙ্কুশ ঘর্ষণে যেন নেউটে মাতঙ্গ॥
নেউটিল দুর্য্যোধন দেখি বীরগণ।
চতুর্দ্দিকে ধাইয়া আইল সর্ব্বজন॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা শল্য কর্ণ।
দুঃশাসন মহাবল দুঃসহ বিকর্ণ॥
সহস্রং রথী বেড়িল অর্জ্জুনে।
চতুর্দ্দিকে নানা অস্ত্র বর্ষে ক্ষণে ক্ষণে॥
জাঠি শূল মুষল মুদ্গর ভিন্দিপাল।
আকাশ ছাইয়া সব করে শরজাল॥
হাসিয়া অর্জ্জুন এড়িলেন দিব্যবাণ।
সবাকার রথধ্বজ হইল খান খান॥
গজেন্দ্র মণ্ডলে যেন বিহরে কেশরী।
দানবগণের মধ্যে যেন বজ্রধারী।
সিন্ধুজল মধ্যে যেন পর্ব্বত মন্দর।
কুরুবল মধ্যে অর্জ্জুন একেশ্বর॥
কখন দক্ষিণ হস্তে কভু বাম করে।
ভৈরব মুরতি দেখি সংগ্রাম ভিতরে॥
গাণ্ডীবের মূর্ত্তি অস্ত্র কিবা নাহি দেখি।
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র মারে দিনকর ঢাকি॥
পড়িল অনেক সৈন্য হয় রথ গজ।
পৃথিবী আচ্ছাদি পড়ে ছত্র রথধ্বজ॥
তথাপিহ কুরুগণ যুদ্ধ না ছাড়িল।
লক্ষপুর করি একা অর্জ্জুনে বেড়িল॥
অর্জ্জুনের মনে এই চিন্তা উপজিল।
জীয়ন্তে কৌরবগণ যুদ্ধ না ছাড়িল॥
পরকার্য্যে জ্ঞাতি বধ করিলে বহুত।
কি জানি কি কহিবেন শুনি ধর্ম্মসুত॥
ছাড়ি গেলে গৌরব কহিবে পলাইল।
কি উপায় করি ইহা বিষম হইল॥
তবে ইন্দ্রদত্ত অস্ত্র হইল স্মরণ।
সম্মোহন নাম বাণ মোহে রিপুগণ॥
অভিষেক করিয়া মারেন সেই বাণ।
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান॥
রথে রথী পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার।
গজেতে মাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার॥
সর্ব্বসৈন্য মোহ প্রাপ্ত দেখিয়ে অর্জ্জুন।
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ॥
উত্তরে বলেন আসিবার কালে রণে।
তব ভগ্নী মাগিয়াছে পুতলী বসনে॥
আনহ সবার বস্ত্র মস্তক হইতে।
যার যার চিত্র বস্ত্র লয় তব চিতে।
ভীষ্ম দ্রোণ দোহার না দিবে অঙ্গে কর।
আর সবাকার বস্ত্র আনহ উত্তর॥
সবে মুগ্ধ হইয়াছে নাহি তব ভয়।
যথা সুখে আন গিয়া যাহা মনে লয়॥
পার্থের বচন শুনি উত্তর নামিল।
ভাল ভাল পাগ বীর বাছিয়া লইল॥
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন আদি করি।
মুকুট করিলা দূর কেশ মুক্ত করি॥
রথীগণে বসাইল গজের উপরে।
রথের উপরে বসাইল আসোয়ারে॥
এইমত উত্তর করিয়া বহু জন।
পুনরপি উঠে রথে লইয়া বসন॥
পার্থের অদ্ভুত কর্ম্ম দেখি দেবগণ।
সুগন্ধি কুসুম বৃষ্টি করে সেইক্ষণ॥
অপূর্ব্ব হইল শোভা ধরণী মণ্ডলে।
কানন বিচিত্র যেন বসন্তের কালে॥
পড়িল অনেক সৈন্য লিখন না যায়।
জীয়ন্তে আছিল যেই সেহ মৃতপ্রায়॥
ভয়ঙ্কর হইল ভূমি দেখে লাগে ভয়।
রক্ত মাংসাহারী যায় সানন্দ হৃদয়॥

শৃগাল কুক্কুরগণ করে কোলাহল।
গৃধিনী শকুনি কাক ছাইক সকল॥
শোণিতে বহিল নদী অতি বেগবতী।
হয় রথ পদাতিক ভাসে মত্ত হাতী॥
নাচয়ে কবন্ধগণ ধনুঃশর হাতে।
ভূত প্রেত যোগিনী পিশাচগণ সাতে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

সঘু-ত্রিপদী।

আইল চামুণ্ডা, করে খর খাণ্ডা,
গলে দোলে মুণ্ডমালা।
লহ লহ জিহ্বা; বিদ্যুতের প্রভা,
ঘন বদন করালা॥
বিকট দশনা; শোণিত রসনা,
ভৈরবী ভৈরব ডাকে।
সঙ্গে শত শিবা, অতিশয় শোভা,
ভূত প্রেত থাকে থাকে॥
সবার কুণ্ডল; মিহির মণ্ডল,
দোলয়ে যুগল গণ্ডে।
দনুজদলনী, সক্রোধ চাহনি,
গলে নরমালা মুণ্ডে॥
যুগ্ম পয়োধর, জিনিয়া ভূধর,
ছয় অষ্ট চতুর্ভুজা।
অধরে বারুণী, সদা মুক্ত বেণী,
সর্ব্বদেব করে পূজা॥
উদর সমুদ্র, সশঙ্কিত রুদ্র,
গম্ভীর সে উচ্চ সদা।
পর্ব্বত কন্দর, সদৃশ খর্পর,
সদাই আনন্দ হৃদা॥
চারিদিকে কৃষ্ণা, অতিশয় তৃষ্ণা;
সংগ্রাম শুনিয়া আইসে।
দেখি কুতূহল, হাসে খল খল,
কম্পে সুরাসুর ত্রাসে॥
সঙ্গে সহচর, ভূচর খেচর,
ধেয়ে চতুর্দ্দিকে বেড়ে।
ফেলি নরমুণ্ড, তুলি ধরে তুণ্ড,
যেমন গেণ্ডুয়া পড়ে॥
করতালি বাদ্যে, রণভূমি মধ্যে,
নাচয়ে বিহ্বল মতি।
কটিতে সুন্দর, ব্যাঘ্র চর্ম্মাম্বর,
চরণে বিদরে ক্ষিতী॥

ঘোর রণস্থলী, আখালি পাখালী,
পড়িল তুরঙ্গ সেনা।
নদী বহে রক্তে, খরতর স্রোতে,
পর্ব্বত সদৃশ ফেণা॥
তুরঙ্গম সব, সদৃশ কচ্ছপ;
কুম্ভীর মকর গজ॥
রথ সহ রথী, যেন যুথপতি,
ভাসি যায় রথধ্বজ।
ছত্র হইল পত্র, পুষ্প হৈল বস্ত্র,
ভুজ কমলের দণ্ড।
সদৃশ জলধি, তৃণ কাষ্ঠ আদি;
ভাসে কর পদ খণ্ড॥
কাটা পদ কর, ছিন্ন কলেবর,
শত শত ছত্রদণ্ড।
দীঘল মুণ্ডল, শ্রবণে কুণ্ডল,
ভাসি যায় নরমুণ্ড॥
প্রলয় গম্ভীর; বহিছে রুধির,
ক্রীড়য়ে কালীরগণ।
কত উঠে ডুবে, ধরি আনি সবে,
ভক্ষয়ে মেলি বদন॥
খর্পর ভরিয়া, উদর পুরিয়া,
করিল রুধির পান।
অর্জ্জুনে কল্যাণ করি নিজ স্থান,
কালিকা কৈল পয়ান॥
ভারত অমৃত, পীয়ে অনুব্রত,
শ্রুতিযুগে স ধূজন।
কালীপদ যুগে, কাশীদাস মাগে,
দাসার্থে নন্দনন্দন॥

দুর্য্যোধনের মুকুট ছেদন ও কুরু সৈন্যের নানা দুরবস্থা।

সৈন্য হতে বাহির হলেন পার্থবীর।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল মিহির॥
চতুর্দ্দিকে ভঙ্গিয়ান যত সৈন্যগণ।
ভয়েতে কম্পিত সবে শ্বাস ঘনেঘন॥
কেশবাস মুক্ত সবে কম্পিত হৃদয়।
পার্থ দেখি কৃতাঞ্জলি কহে সবিনয়॥
আজ্ঞা কর কি করিব কুন্তীর কুমার।
পিতৃ পিতামহ সবে সেবক তোমার॥
সেবক জনেরে ক্রোধ না হয় বিচার।
রক্ষা কর লইলাম শরণ তোমার॥
অর্জ্জুন কহেন তোরা না করিস ভয়।
যাহ নিজ স্থানে সবে নিঃশঙ্ক হৃদয়॥

যুদ্ধেতে নিবৃত্তি আমি বিনয়ী যে জন।
তাহার নাহিক ভয় অ মার সদন॥
তবে কতদূরে থাকি দেখেন অর্জ্জুন।
চৈতন্য পাইল কতক্ষণে কুরুগণ॥
এক জন মুখ আর জন নাহি চায়।
লজ্জায় যতেক বীর হৈল মৃতপ্রায়॥
কার শিরে নাহি উষ্ণীষ কার শিরে বাস।
লাজে মুখ তুলি কেহ নাহি কহে ভাষ॥
দূরে থাকি অর্জ্জুন মারেন দশবাণ।
গুরু বৃদ্ধ পিতামহে করিতে প্রণাম॥
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ তবে মারেন কিরীটি।
দুর্য্যোধন রাজার মুকুট পাড়ে ক টি॥
ভয়েতে অ চ্ছন্ন রাজা চারিদিকে চায়।
সবাকার মধ্যে গিয়া আপনি লুকায়॥
দ্রোণাচার্য্য বলেন না কর আর ভয়।
বড় ক্ষমাশীল হয় কুন্তীর তনয়॥
তোমারে অর্জ্জুন যদি নিশ্চয় মারিবে।
মস্তক থাকিতে কেন মুকুট ক টিব॥
বিশেষে নৃপতি ধর্ম্ম দয়া তোরে করে।
তাঁর আজ্ঞা বিনা পার্থ মারিতে না পারে।
এ কারণে ক্ষমিল যে করি অনুমান।
বৃকোদর থাকিলে সবার যাইত প্রাণ॥
চল চল এথা হৈতে বিলম্ব না সয়।
মনে লয় বৃকোদর আসিবে ত্বরায়॥
হেনকালে বলিছে শকুনির সারথি।
রথেতে মাতুল তব নাহি নরপতি॥
শুনি কহে দুর্য্যোধন বিষণ্ণবদনে।
রথেতে মাতুল নাহি দেখি কি কারণে॥
কেহ বলে তারে ক্রোধ অনেক আছিল।
বান্ধিয়া অর্জ্জুন বুঝি সঙ্গে লয়ে গেল॥
কেহ বলে যুদ্ধে কিবা পড়িল শকুনি।
কেহ বলে আগু পলাইল হেন জানি॥
রাজা বলে পুজহ মাতুল কোথা গেল।
আজ্ঞামাত্রে চতুর্দ্দিকে সবাই ধাইল॥
অনেক ভ্রমিয়া বুলে সবে চতুর্ভিত।
রজকের ঘরে দেখে শকুনি ব্যথিত॥
গদ্দভের পৃষ্ঠে বান্ধিয়াছে হাত পায়।
ডাক দিয়া কহে মোর প্রাণ বাহিরায়॥
মুক্ত করি শকুনিরে নিল সেইক্ষণ।
নৃপতিরে কহিল সকল বিবরণ॥
শকুনির অবস্থা সভার মধ্যে দেখি।
কেহ হাসে কেহ কান্দে কেহ ঠারে আঁখি॥

হেনকালে সুশর্ম্মা নৃপতি উপনীত।
আপনা হইতে দেখে রাজাকে দুঃখিত॥
কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়।
চল শীঘ্র নৃপতি বিলম্ব করা নয়।
বিরাট রাজারে আমি আনিনু বান্ধিয়া।
অনেক করিল যুদ্ধ গন্ধর্ব্ব আসিয়া॥
সর্ব্ব সৈন্য পলাইল গন্ধর্ব্বের ত্রাসে।
একেলা পাইয়া মোরে ধরিলেক কেশে॥
বড় ধর্ম্মশীল রাজা সভাসদ কঙ্ক।
দয়া করি আমারে সে করিল নিঃশঙ্ক॥
সে গন্ধর্ব্ব যদি রাজা এখানে আসিবে।
মুহূর্ত্তেকে সর্ব্ব সৈন্য নিপাত করিবে॥
কোথা দুর্য্যোধন আছে কর্ণ দুঃশাসন।
এই মাত্র শুনি রাজা তাহার বচন॥
গজশুণ্ডে ধরিয়া তুলিয়া গজে মারে।
তুরঙ্গে তুরঙ্গ রথ রথের প্রহারে॥
অতি বিপরীত কর্ম্ম দেখি লাগে ভয়।
আসিতে পারয়ে হেথা হেন মনে লয়॥
বিদুর বলিল যত অন্য কিছু নয়।
কীচকে মারিয়া কৈল গন্ধর্ব্ব আলয়॥
ভীষ্ম বলেন সুশর্ম্মা কহে যে সত্য কথা।
তিল এক রহিতে না হয় যুক্তি হেথা॥
গন্ধর্ব্ব না হয় সেই বীর বৃকোদর।
ভীম হেথা আইলে ভাল নহে নরবর॥
যে কর্ম্ম করিল আজি বীর ধনঞ্জয়।
দয়া করি না মারিল সরল হৃদয়॥
ভীমসেন সঙ্গে যদি থাকিতো তাহার।
আজিকার মধ্যে হৈত সবার সংহার॥
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
পলাইয়া গেলে গোড়াইয়া প্রাণ লয়॥
শরণ লইলে সেইক্ষণে প্রাণ হরে।
চল শীঘ্র হেথায় আসিতে সেই পারে॥
এত বলি যে যাহার চড়িয়া বাহনে।
হস্তিনানগরে সবে গেল দুঃখ মনে॥
আকাশে অমরগণ অদ্ভুত দেখিয়া।
নিজং স্থানে গেল পার্থে বাখানিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শমীবৃক্ষতলে অর্জ্জুনের
পূর্ব্ববেশ ধারণ।

তবে শমীবৃক্ষ তলে গেলেন অর্জ্জুন।
পূর্ব্বমত বান্ধিয়া রাখেন ধনুগুণ॥

দুই করে শঙ্খ দিল শ্রবণে কুণ্ডল।
কিরীট রাখিয়া বেণী ধরেন কুন্তল ॥
হনুমন্ত ধ্বজ গেল আকাশেতে চলি।
সারথি হইয়া পার্থ মিলেন কড়িয়ালি ॥
উত্তরেরে চাহিয়া বলেন ধনঞ্জয়।
তব সভামধ্যে পঞ্চ পাণ্ডব আছয় ॥
লোকে খ্যাত না করিবে এ সব বচন।
পিতার অগ্রেতে এই কহিবে এখন ॥
বাহুবলে জিনিলাম সব কুরুগণ।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ রাজা দুর্য্যোধন ॥
পিতার সম্মান হবে লোকেতে পৌরুষ।
রাজ্যে তব লোক সব্ব ঘুষিবেক যশ ॥
উত্তর বলিল ইহা কি মতে হইবে।
কহিলে কি লোক সবে প্রত্যয় করিবে ॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি আজিকার রণে।
তোমা বিনা করে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
আমি করিলাম ইহা কহিব সম্মুখে।
পশ্চাতে হইলে ব্যক্ত হাসিবেক লোকে ॥
প্রকার করিয়া আমি কহিব পিতারে।
প্রকাশ পর্য্যন্ত কেহ না জানে তোমারে ॥
তবে পার্থ কহিলেন যাব সন্ধ্যাকালে।
জয় বার্ত্তা দেও এক পাঠায়ে গোপালে ॥
জয় বার্ত্তা কহে গিয়া পুরের ভিতর।
তব হেতু আছে সবে চিন্তিত অন্তর ॥
এত শুনি উত্তর পাঠায় এক জন।
দ্রুতগতি গোপাল চলিল সেইক্ষণ ॥
মহাভারতের কথা কে বর্ণিতে পারে।
যেন ভেলা বান্ধি চাহে সিন্ধু তরিবারে ॥
শ্রুত মাত্র কহি আমি রচিয়া পয়ার।
সাধুজন চরণেতে বিনয় আমার ॥
সাধুলোক গুণ কথা সর্ব্বলোকে কয়।
গুণ বিনা অপগুণ সাধু নাহি লয় ॥
অতএব ভরসা আমার সাধুজনে।
মূর্খজন জানি ক্ষমা দিবা নিজ গুণে ॥
কাশীরাম দাস কহে সাধুজন পায়।
পাইব পরম পদ যাহার সহায় ॥

বিরাট রাজার স্বগৃহে আগমন ও যুধিষ্ঠীরের সহিত পাশাক্রীড়া।

হেথায় বিরাট রাজা ত্রিগর্ত্তে জিনিয়া।
বাটে কোলাহলে ঘরে উত্তরিল গিয়া ॥
অন্তঃপুরে প্রবেশিল বিরাট নৃপতি।
অগ্রসরি নিল আসি যতেক যুবতী ॥
একে২ প্রণমিল যত কন্যাগণ।
উত্তরে না দেখি রাজা কহিল বচন ॥
কি কারণে নাহি দেখি কুমার উত্তর।
রাণী বলিলেন নাহি জান নরবর ॥
তুমি গেলে ত্রিগর্ত্তের যুদ্ধেতে যখন।
উত্তরে কৌরবে আসি বেড়িল তখন ॥
গোপালেরা আসিয়া কহিল সমাচার।
শুনি যুদ্ধ চলি গেল উত্তর কুমার ॥
দ্বিতীয় না ছিল রথী সারথি না ছিল।
বৃহন্নলা সারথি করিয়া পুত্র গেল ॥
এত শুনি নরপতি দিলা শিরে ঘাত।
বিস্ময় মানিয়া চিন্তে মুখে দিয়া হাত ॥
এমত কুবুদ্ধি মম পুত্রের হইল।
কুরু সৈন্য মধ্যে পুত্র একারণে গেল ॥
কুরু সৈন্য মধ্যে যুদ্ধ করিবে একক।
বৃহন্নলা তাহাতে সারথি নপুংসক ॥
এই সে আমার চিত্তে হইতেছে ত্রাস।
বৃহন্নলা কৈলে যাত্রা লোকে উপহাস ॥
যত যোদ্ধাগণ সবে যাও দ্রুতগতি।
হয় হস্তী রথী মম যতেক সারথি ॥
এতক্ষণ জীয়ে কি না জীয়ে নাহি জানি।
দ্রুত বার্ত্তা মঙ্গল পাঠাবে যেন শুনি ॥
এতেক বচন রাজমুখে বার বার।
শুনিয়া উত্তর দিলা ধর্ম্মের কুমার ॥
চিন্তা না করিবা রাজা উত্তরের প্রতি।
মহাবুদ্ধি বৃহন্নলা আছয়ে সারথি ॥
ভীষ্ম আদি সখা যদি করিবে কৌরব।
বৃহন্নলা সারথির নাহি পরাভব ॥
এইরূপে রাজাকে বলেন ধর্ম্মসুত।
হেনকালে উপনীত উত্তরের দূত ॥
প্রণমিয়া রাজারে বলিছে যোড় করে।
উত্তর কুমার রাজা পাঠাইলা মোরে ॥
কুরু সৈন্য জিনিয়া গোধন ছাড়াইল।
রণে ভঙ্গ দিয়া কুরুগণ পলাইল।
আগত সারথি সহ উত্তর কুমার।
মোরে পাঠাইয়া দিল জয় সমাচার ॥
শুভ বার্ত্তা শুনিয়া বিহ্বল নরপতি।
কহিলেন ধর্ম্মপুত্র বিরাটের প্রতি ॥
গোপ আসি বড় শুভ বৃত্তান্ত কহিল।
তব পুত্র কুরু সৈন্য জিনিয়া আইল ॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি বৃহন্নলা আছে যথা।
কৌরব জিনিবে এই কোন চিত্র কথা ॥

তবে রাজা আজ্ঞা দিল মন্ত্রীগণ প্রতি।
দূতগণে প্রসাদ করহ দ্রুতগতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
কুরু সৈন্য যুদ্ধেতে জিনিল একেশ্বর॥
তার আসিবার পথ কর মনোহর।
উচ্চ নীচ কাটিয়া করহ সম সর॥
দিব্যং গন্ধ বৃক্ষ রোপহ দুসারি।
মঙ্গল আচার কর নাচুক অপ্সরী॥
যতেক কুমার যাও সুসর্জ্জা হইয়া।
অগ্রসরি উত্তর কুমারে আন গিয়া॥
উত্তরাদি কন্যা যত যাও শীঘ্রতর।
বৃহন্নলা আন গিয়া করিয়া আদর॥
এতেক রাজার আজ্ঞা পায়ে সর্ব্বজন।
যারে যেই বলিলা করিলা সেইক্ষণ॥
হৃষ্টে বলিলেন রাজা চাহি ধর্ম্মকারী।
দেখিব সৈরিন্ধ্রী শীঘ্র আন পাশা সারি॥
ধর্ম্ম বলিলেন রাজা নহে এ সময়।
হৃষ্টকালে পাশাতে স্থিরতা চিত্ত নয়॥
বিশেষ দেবল ভাল নহে অনুক্ষণ।
সর্ব্ব কার্য্য নষ্ট হয় পাশার কারণ॥
লক্ষ্মী ভ্রষ্টা রাজ্য নষ্ট শত্রু হয় বলী।
নানা কষ্টে কষ্টি লোক হয় পাশা খেলি॥
শুনিয়াছ পাণ্ডবের তুমি বিবরণ।
এই পাশা হেতু তারা হারে রাজ্য ধন॥
বিরাট বলিল কঙ্ক কহ না বুঝিয়া।
কেবা শত্রু আছে মম বিরোধ আসিয়া॥
রাজচক্রবর্ত্তী কুরু রাজা দুর্য্যোধন।
হেন জনে জিনিলেক আমার নন্দন॥
এই শব্দ ভুবনমণ্ডলে প্রচারিল।
পৃথিবীর রাজা শুনি ভয়ে স্তব্ধ হৈল॥
আর কোন জন আছে পৃথিবী ভিতরে।
হইয়া আমার বৈরি যাবে যমঘরে॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন উত্তম কহিলা।
কি ভয় কৌরব তার যথা বৃহন্নলা॥
এত শুনি রুষিয়া বিরাট নরপতি।
দুই চক্ষু রক্তবর্ণ উক্তি কঙ্ক প্রতি॥
কুলের দীপক মম কুমার উত্তর।
সংগ্রামে জিনিল যেই কুরু নরবর॥
একবার তার তুই না কহিস গুণ।
বাখানিস বৃহন্নলা ক্লীবে পুনঃং॥
কোন ছার বৃহন্নলা বাখানিস তারে।
তার মত কত জনা আছে মম পুরে॥
কেবল সহায় তার হইল সংগ্রামে।
কোন গুণে প্রশংসা করিস নরাধমে॥
শ্রবণে শুনিতে যোগ্য যেই কথা নহে।
পুনঃং কহিস শরীরে কত সহে॥
মম কথা কঙ্ক না কহিস ভালমতে।
কি মতে বলিস ভাষা আমার অগ্রেতে॥
কহিতেং রাজা হৈল ক্রোধমতি।
হাতেতে আছিল পাশা মারে শীঘ্রগতি॥
অক্ষপাটি প্রহারিল রাজার বদনে।
ফুটিল শোণিত ধার বহে সেইক্ষণে॥
অক্রোধি অজাত শত্রু ধর্ম্মের নন্দন।
দুই হাতে রুধির ধরেন সেইক্ষণ॥
নিকটে আছিল কৃষ্ণা বুঝি অভিপ্রায়।
হেমপাত্র শীঘ্র লইয়া যোগাইল তায়॥
সেই পাত্র করি রাজা ধরেন শোণিতে।
না দিলেন তাহা বত্রে ভূমিতে পড়িতে॥
হেনকালে দ্বারেতে উত্তর উপনীত।
দ্বারীরে বলিল নৃপে জানাও ত্বরিত॥
উত্তরের আজ্ঞা পায়ে দ্বারী শীঘ্রগতি।
করযোড়ে বার্ত্তা কহে মৎস্যরাজ প্রতি॥
অবধান নৃপতি কুশল সমাচার।
বৃহন্নলা সহ তব উত্তর কুমার॥
তব আজ্ঞা হেতু রাজা আছয়ে দুয়ারে।
আজ্ঞা হৈলে ভেটিবের আসিয়া তোমারে॥
বার্ত্তা পায়ে বিরাট কহিল হরষিতে।
বৃহন্নলা সহ পুত্রে আনহ ত্বরিতে॥
বিরাটের আজ্ঞা পায়ে চলিল সারথি।
নিকটে ডাকিল তারে ধর্ম্ম নরপতি॥
নিঃশব্দে কহেন রাজা সারথির কাণে।
শীঘ্র গিয়া আন তুমি রাজার নন্দনে॥
বৃহন্নলা হেথায় না আন কদাচন।
সাবধানে কহিবা না হও বিস্মরণ॥
এত শুনি সারথি চলিল সেইক্ষণে।
কুমারে বলিল চল রাজ সম্ভাষণে॥
বৃহন্নলা এখন যাউক নিজ স্থানে।
একেশ্বর চল তুমি রাজার সদনে॥
বৃহন্নলা যাইবারে কঙ্কের বারণ।
শুনিয়া করেন পার্থ স্বস্থানে গমন॥
উত্তরে লইয়া দ্বারী করিল গমন।
বাপে নমস্করি চাহি ধর্ম্মের বদন॥
রক্তধারা বহে মুখে দেখিয়ে কুমার।
সম্ভ্রমে বাপের বলে ভাবি চমৎকার॥

কহ তাত কেন দেখি হেন বিপরীত।
ভূমিতে বসিয়া কঙ্ক কেন বিষাদিত॥
বহিতেছে মুখে রক্তধার কি কারণ।
কোন হেতু কহ তাত হইল এমন॥
মৎস্যরাজ বলিলেন শুনহ কারণ।
তোমার প্রশংসা আমি করি যেইক্ষণ॥
তোমার প্রশংসা কঙ্ক করে অবহেলা।
পুনঃ২ বাখানয়ে ক্লীব বৃহন্নলা॥
এই হেতু চিত্তে ক্রোধ হৈল মম তাত।
অক্ষপাটি প্রহারিনু হৈল রক্তপাত॥
উত্তর বলিল তাত কুকর্ম্ম করিলে।
সামান্য ব্রাহ্মণ বলি কঙ্কেরে জানিলে॥
এক্ষণে ইহারে যদি সাম্য না করিবে।
নিশ্চয় জানিবে তাত সকলে মরিবে॥
ইন্দ্র সম বৈরী হৈলে আছে প্রতিকার।
কঙ্ক বৈরী হৈলে রক্ষা না হইবে আর॥
শীঘ্র উঠ তাত অগ্রে প্রবোধ কঙ্কেরে।
যেমতে চিত্তেতে ক্রোধ না জন্মে তোমারে।
পুত্রের বচনে রাজা উঠি শীঘ্রগতি।
কহিলেন সবিনয়ে ধর্ম্মরাজ প্রতি॥
অনেক স্তবন রাজা করিল কঙ্কেরে।
অজ্ঞানের অপরাধ ক্ষমহ আমারে॥
ধর্ম্ম বলিলেন ব্যস্ত না হও রাজন।
তোমারে আমার ক্রোধ নহে কদাচন॥
আমার হইলে ক্রোধ পূর্ব্বেতে হইত।
এখন তোমাতে ক্রোধ নাহি কদাচিত॥
পূর্ব্বেতে তোমারে ক্ষমা করেছি রাজন।
অক্ষপাটি যেইকালে করিলা যাতন॥
আমার ললাটে যেই শোণিত বহিল।
যতন পূর্ব্বক রক্ত পাত্রে ধরা গেল॥
সেই রক্ত যদ্যপি পড়িত ভূমিতলে।
তবে রাজা সহ নাহি থাকিতে কুশলে॥
আমার শোণিত বিন্দু যেইস্থলে পড়ে।
সেই স্থলের রাজা প্রজা সকলেতে মরে॥
উত্তর বলিল কঙ্ক অতি দয়াবান।
কঙ্কের ক্ষমাতে হৈল সবার কল্যাণ॥
যখন সারথি মোরে আনিবারে যায়।
বৃহন্নলা আসিবারে কঙ্ক মানা তায়॥
বৃহন্নলা আসি যদি শোণিত দেখিত।
তখনি জনক বড় অনর্থ হইত॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
যাহার প্রসাদে এ সংসার বারি তরি॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

তবে মৎস্য নরপতি চাহিয়া কুমার।
জিজ্ঞাসিল কহ তাত যুদ্ধ সমাচার॥
যে কর্ম্ম করিলা তুমি অদ্ভুত সংসারে।
দুর্দ্ধর্ষ যে কুরু সৈন্য জিনিলা সমরে॥
তোমার সমান পুত্র না ছিল না হবে।
তোমার মহিমা যশ সংসারেতে রবে॥
কহ তাত কেমনে জিনিলে কুরুগণে।
কর্ণ মহাবীর যে বিখ্যাত ত্রিভুবনে॥
দেব দৈত্য যার অগ্রে যুদ্ধে নহে স্থির।
কি মতে জিনিলে তুমি হেন কুরুবীর॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপাচার্য্য কর্ণ দুর্য্যোধন।
এক এক মহাবীর দ্বিতীয় শমন॥
এই যে আশ্চর্য্য মম হইতেছে মনে।
কি মতে করিলে যুদ্ধ তাহাদের সনে॥
ধন্য ধন্য পুত্র তুমি কুলের দীপক।
বড় ভাগ্যবান আমি তোমার জনক॥
উত্তর বলিল তাত কর অবধান।
যখন সমরে আমি করিনু প্রয়াণ॥
বহু সৈন্য দেখিয়া হইল মম ভয়।
হেনকালে আসি এক দেবের তনয়॥
আপনি হইয়া রথী করিলেন রণ।
কুরুবল সমরে জিনিল সেইক্ষণ॥
অদ্ভুত তাঁহার কর্ম্ম নাহি দেখি শুনি।
এক মুখে কি কহিব তাহার কাহিনী॥
খণ্ড খণ্ড করিলেন অপ্রমিত সেনা।
যতেক পড়িল সৈন্য না হয় গণনা॥
দয়া করি তোমারে সঙ্কটে আমা তারি।
কুরু সৈন্য হৈতে গাভী দিলেক উদ্ধারি॥
আমি জিনি নাহি পিতা কুরু সৈন্যগণ।
আমি মুক্ত করি নাহি একটি গোধন॥
শুনিয়া বলিল রাজা কহ পুত্র মোরে।
কি হেতু সে দেবপুত্র রাখিল তোমারে॥
কোথায় নিবাস তাঁর গেলেন কোথায়
পুনর্ব্বার দেখা কি পাইব আমি তায়॥
উত্তর বলিল তিনি আছে এই দেশে।
আজি কিম্বা কালি কিম্বা তৃতীয় দিবসে॥
হেথায় আসিবে সেই দেবের নন্দন।
শুনিয়া বিরাট হৈল আনন্দিত মন॥
অন্তঃপুরে যান পার্থ যথা কন্যাগণ।
উত্তরাকে দিল যত আনিল বসন॥

যার যে নিবাস স্থানে নিবসিল গিয়া।
সকলেতে রহে কৃষ্ণপদ ধেয়াইয়া॥
সাধু যারে যতনে ধেয়ান নিরবধি।
জলধি কুলেতে যে করুণাময় নিধি॥
জলধর কান্তি মুখচন্দ্র অখণ্ডিত।
অমল কমল চক্ষু অরুণ নিন্দিত॥
মকর কুণ্ডল কর্ণে মস্তকে মুকুট।
বান্ধুলি অরুণ ওষ্ঠ ধর করপুট॥
যে মুখ দর্শনে জন্ম জন্ম পাপ খণ্ডে।
যম রাজে ভয় খণ্ডে আর যমদণ্ডে॥
কাশীরাম দাস কহে কৃষ্ণের প্রসাদে।
সদা চিত্ত রহে মম দ্বিজবর পদে॥

বিরাটের সিংহাসনে যুধিষ্ঠীর রাজা হওন ও অজ্ঞাত বাস মোচন ও বিরাটের সহিত পরিচয়।

রজনীতে পাণ্ডব মিলিয়া ছয় জন।
জিজ্ঞাসেন অর্জ্জুনেরে ধর্ম্মের নন্দন॥
শুনিলাম বহু সৈন্য যুদ্ধেতে মারিলা।
পর কার্য্যে এত কেন জ্ঞাতি বধ কৈলা॥
অর্জ্জুন বলেন অবধান নররায়।
দুর্য্যোধন দোষে সৈন্য হইল যে ক্ষয়॥
এতেক দুর্গতি পায়ে শান্ত নাহি হয়।
নাহি দিবে রাজ্য রণ করিবে নিশ্চয়॥
যুধিষ্ঠীর বলিলেন কি মতে জানিলে।
না দিবেক রাজ্য বল কে ইহা কহিলে॥
পার্থ বলিলেন অগ্রে জিজ্ঞাসিলে দ্রোণ।
না করিবে সন্ধি জানি দ্রোণের বচন॥
শুনিয়া ধর্ম্মের পুত্র বিষণ্ণ বদন।
এ কর্ম্ম করিলে ভাই কিসের কারণ॥
না জানি অজ্ঞাত শেষ কত দিন হয়।
ইতি মধ্যে কি মতে করিলে পরিচয়॥
কহ সহদেব শীঘ্র গণিয়া পঞ্জিকা।
দ্বাদশ বৎসর শেষ অজ্ঞাতের লেখা॥
অজ্ঞাত বৎসর কিছু যদি থাকে শেষ।
তবে পুনঃ আমরা যাইব কোন দেশ॥
সহদেব বলিলা অজ্ঞাত নাহি শেষ।
চতুর্দ্দশ বৎসরের বিংশতি প্রবেশ॥
নিয়ম হইল পূর্ণ পূর্ব্বের লিখিত।
তব আজ্ঞা লৈতে আছে হইতে উদিত॥
যুধিষ্ঠীর আনন্দে কহেন সহদেবে।
শুভদিন উদয় হইবে ভাই কবে॥
সহদেব কহিলেন করিয়া গণন।
আষাঢ়ী পুর্ণিমা তিথি দিন শুভক্ষণ॥
নক্ষত্র উত্তরাষাঢ়া ইন্দ্র নাম যোগে।
বৃহস্পতি বাসরে মাসের অর্দ্ধ ভোগে॥
সহদেব বাক্যে ধর্ম্ম হইল সম্মত।
যথা স্থানে যান সবে নিশা অবগত॥
অনন্তরে তাহার তৃতীয় দিনান্তরে।
পুণ্য তীর্থে স্নান করি দুই সহোদরে।
দিব্য বস্ত্র অলঙ্কার করেন ভুষণ।
মুকুট কুণ্ডল হার অঙ্গদ কঙ্কণ॥
বিরাট রাজার রাজ সিংহাসনোপরি।
শুভ লগ্ন বুঝিয়া বসেন ধর্ম্মকারী॥
ভস্ম হৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাশন।
মেঘ হৈতে মুক্ত যেন হইল তপন॥
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোভা দেবগণ।
ভ্রাতৃ সহ যুধিষ্ঠীর শোভেন তেমন॥
বামভাগে বসিলা দ্রুপদ রাজসুতা।
দক্ষিণেতে ব্রাহ্মণের ধরি দণ্ড ছাতা।
করযোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনঞ্জয়।
চামর ঢুলায় দুই মাদ্রীর তনয়॥
রাজার সভাতে যত সভাপাল ছিল।
দেখি শীঘ্র গিয়া মৎস্য রাজারে কহিল॥
শুনিয়া বিরাট রাজা ধায় ক্রোধভরে।
সুপার্শ্বক মুদ্গিরাক্ষ সঙ্গে সহোদরে॥
শ্বেত শঙ্খ ধায় দুই রাজার নন্দন।
উত্তর কুমার শুনি ধায় সেইক্ষণ॥
যত মন্ত্রী সেনাপতি পাত্র ভৃত্যগণ।
বার্ত্তা শুনি ধাইয়া আইল জনে জন॥
পাণ্ডবেরে দেখিয়া বিস্মিত সভাজন।
পঞ্চ সখা ইন্দ্র যেন হইল শোভন॥
জলদগ্নি সম তেজ পাণ্ডবে দেখিয়া।
মুহূর্ত্তেকে রহিলেন স্তম্ভিত হইয়া॥
কতদূরে উত্তর পড়িল ভূমিতলে।
কৃতাঞ্জলি প্রণমিয়া স্তুতি বাক্য বলে॥
দেখিয়া বিরাট রাজা কুপিত অন্তর।
কঙ্কে চাহি বলিলেন কর্কশ উত্তর॥
হে কঙ্ক কি হেতু তব এই ব্যবহার।
কি মতে বসিলা তুমি আসনে আমার॥
ধর্ম্মজ্ঞ সুবুদ্ধি বলি বলাও নিকটে।
কোন জ্ঞানে বসিলা আমার রাজপাটে॥
প্রথমে বলিলে তুমি আমী ব্রহ্মচারী।
ভূমিতে শয়ন করি কল মূলাহারী॥

কোনদ্রব্য আমার না হয় অভিলাষ।
এখন আপন কর্ম্ম করিলে প্রকাশ॥
অনুগ্রহ করিয়া করিনু সভাসদ।
এবে ইচ্ছা হইল লইতে রাজ্যপদ॥
না বুঝিয়া বসিলি অবিদ্যমানে মোর।
বিদ্যমানে আমার সম্ভ্রম নাহি তোর॥
আর দেখ আশ্চর্য্য সকল সভাজনে।
সৈরিন্ধ্রীরে বসাইল আমার আসনে॥
মোরে নাহি ভয় করে নাহি লোকলাজ।
পরস্ত্রী লইয়া বৈসে রাজ সভামাঝ॥
কহ বৃহন্নলা কেন অন্তঃপুর ছাড়ি।
কঙ্কের সম্মুখে দাণ্ডাইয়া কর যুড়ি॥
হে বল্লভ সূপকার তোমার কি কথা।
কার বাক্যে কঙ্কেরে ধরিলে দণ্ডছাতা॥
অশ্বপাল গোপালের কিবা অভিপ্রায়।
এ দোঁহে কঙ্কেরে কেন চামর ঢুলায়॥
রে সৈরিন্ধ্রী জানিলাম তোমার চরিত্র।
গন্ধর্ব্বের ভার্য্যা তুমি পরম পবিত্র॥
এখন কঙ্কের সঙ্গে একি ব্যবহার।
নাহি লজ্জা ভয় কিছু অগ্রেতে আমার॥
বাপের বচনেতে উত্তর ভীত মন।
আঁখি চাপি বাপেরে করিল নিবারণ॥
কুমারের ইঙ্গিত না বুঝিয়া রাজন।
উত্তরেরে বলিলেন সক্রোধ বচন॥
কহ পুত্র তোমার এ কেমন চরিত।
মম পুত্র হয়ে কেন এমত অনীত॥
কঙ্কের অগ্রেতে করিয়াছ যোড়হাত।
মুখে স্তুতি বাক্য ঘন ঘন প্রণিপাত॥
সেই দিন হতে তব বুদ্ধি হৈল আন।
কুরু হৈতে যে দিন গোধন কৈলে ত্রাণ॥
আমা হৈতে শত গুণে কঙ্কে তব মতি।
নহিলে এ কর্ম্ম করে কঙ্কের কি গতি॥
পুনঃ পুনঃ বিরাট কহিল কটুত্তর।
কোপেতে কম্পিত কায় বীর বৃকোদর॥
নিষেধ করেন ধর্ম্ম ইঙ্গিতে ভীমেরে।
হাসিয়া অর্জ্জুনবীর কহিছেন ধীরে॥
যে বলিলা বিরাট অন্যথা কিছু নয়।
তোমার আসন কি ইহার যোগ্য হয়॥
যে আসনে এ তিন ভুবন নমস্কারে।
ইন্দ্র যম বরুণ শরণ লয় ডরে॥
অখিল ঈশ্বর যেই দেব জগন্নাথ।
ভূমি লুঠি চরণে করেন প্রণিপাত॥
সে আসনে সতত বৈসেন যেই জন।
কি মতে তাঁহার যোগ্য হয় এ আসন॥
বৃষ্টি ভোজ অন্ধক কৌরব আদি করি।
সপ্তবংশ সহ যার খাটেন শ্রীহরি॥
পৃথিবীতে যত বৈসে রাজরাজেশ্বর।
ভয়েতে শরণ লয় দিয়া রাজকর॥
দশকোটি হস্তী যার প্রতিদ্বার রাখে।
অশ্ব রথ পদাতিক কার শক্তি লেখে॥
দানেতে দরিদ্র না রহিল পৃথিবীতে।
নির্ভয় অদুঃখী প্রজা যার পালনেতে॥
যত অন্ধ অর্ব্বুদ অকৃতি অগণন।
অনুক্ষণ গৃহে ভুঞ্জে যেন পুত্রগণ॥
অষ্টাশী সহস্র দ্বিজ নিত্য ভুঞ্জে ঘরে।
যে দ্রব্য যাহার ইচ্ছা পায় সর্ব্বনরে॥
ভীমার্জ্জুন পৃষ্ঠভাগে রক্ষিত যাহার।
দুই ভিতে রামকৃষ্ণ মাতুলকুমার॥
পাশাতে যে রাজ্য দিয়া ভাই দুর্য্যোধনে।
ভ্রমিলান দ্বাদশ বৎসর তীর্থবনে॥
হেন রাজা যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
তোমার আসন যোগ্য হয় কি ইহার॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হয়ে চমৎকার।
অর্জ্জুনেরে কহিলেন বল আরবার॥
ইনি যদি যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অধিকারী।
কোথায় ইহার আর সহোদর চারি॥
কোথায় দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণা গুণবতী॥
সত্য কহ বৃহন্নলা ইহার ভারতী।
অর্জ্জুন বলেন হের দেখ নরপতি
তব সূপকার যেই বল্লভ বিখ্যাতি॥
যাহার প্রহারে যক্ষ রাক্ষস কম্পিত।
ব্যাঘ্র সিংহ মল্ল আদি তোমার বিদিত॥
মারিল কীচক যেই তোমার শ্যালক।
দেখ এই বৃকোদর জ্বলন্ত পাবক॥
অশ্বপাল গোপাল বলায় দুই জন।
সেই দুই ভাই এই মাদ্রীর নন্দন॥
এই পদ্মপলাশাক্ষী সুচারুভাষিণী।
পঞ্চাল রাজার কন্যা নাম যাজ্ঞসেনী॥
যার ক্রোধে শত ভাই কীচক মরিল।
সৈরিন্ধ্রীর বেশে তব গৃহেতে রহিল॥
আমি ধনঞ্জয় ইহা জানহ রাজন।
শুনিয়া বিরাট রাজা বিচলিত মন॥
রাজপুত্র উত্তর বলয়ে সবিনয়।
তব ভাগ্য দেখ তাত কহা সাধ্যনয়॥

শঙ্খ ভাই আর কৃষ্ণা আজ্ঞাবর্ত্তী তাত।
বৎসরেক তব গৃহে বঞ্চিল অজ্ঞাত ॥
দেখিয়া না দেখ রাজা হইলে অজ্ঞান।
যার দরশনে ইন্দ্র চন্দ্র হয় ম্লান ॥
মহাবল কীচক হেলায় নিপাতিল।
সুশর্ম্মারে ধরি আনি তোমা মুক্ত কৈল ॥
অপ্রমিত কুরুসৈন্য সাগরের প্রায়।
তরিলাম যেই কর্ণধারের সহায় ॥
ভুজবলে জিনিলেন যত যোদ্ধাগণ।
রাজ্য রক্ষা কৈল তব রাখিল গোধন ॥
যার শঙ্খনাদেতে ত্রৈলোক্য কম্পমান।
অদ্যাপিও বধির হইয়াছে মোর কাণ ॥
সেই ইন্দ্র দেবপুত্র এই ধনঞ্জয়।
এক রথে করিলেন কুরু সৈন্য জয় ॥
পূর্ব্বে এই ধর্ম্মরাজ রাজসূয়কালে।
বহু দিন কর লয়ে দ্বারে বদ্ধ ছিলে ॥
সহস্র সহস্র রাজা করে নিয়া কর।
দ্বারীগণ প্রহারে জর্জ্জর কলেবর ॥
পূর্ব্বে তব পিতৃগণ বহু পুণ্য কৈল।
তেঁই হেন নিধি তাত গৃহেতে আইল ॥
শীঘ্রগতি চরণে শরণ লও তাত।
এত বলি উত্তর করিল প্রণিপাত ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা সজল নয়ন।
সর্ব্ব অঙ্গ লোমাঞ্চ হৈল গদ্গদ বচন ॥
ঊর্দ্ধবাহু করিয়া পড়িল কতদূরে।
পুনঃ২ উঠি পড়ি ধুলায় ধূসরে ॥
সবিনয়ে বলিলেন যোড় করি পাণি।
বহু অপরাধী আমি ক্ষম নৃপমণি ॥
রাজ্য দারা ধন মম যত পুত্র ভাগে।
করিলাম সমর্পণ তব পদযুগে ॥
শুনিয়া সদয় হয়ে ধর্ম্মের নন্দন।
করিলেন আজ্ঞা পার্থে তুলহ রাজন ॥
অর্জ্জুন ধরিয়া তারে তুলিল সেক্ষণে।
শান্তাইল নরনাথে মধুর বচনে ॥
সর্ব্বকাল ধর্ম্মরাজ তোমারে সদয়।
তোমার পুরেতে আসি করিনু আশ্রয় ॥
বিরাট কহিল যদি করিলে প্রসাদ।
ক্ষমা কর আমাদের যত অপরাধ ॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন কেন হেন কহ।
বহু উপকারী তুমি অপরাধী নহ ॥
বৎসরেক তব গৃহে ছিলাম অজ্ঞাত।
গর্ভবাসে যেমন লোকের বাস খ্যাত ॥
নিজ গৃহ হতে সুখ তব গৃহে পাই।
তোমার সমান বন্ধু নাহি কোন ঠাঁই ॥
বিরাট বলিল যদি হৈলে কৃপাবান।
এক নিবেদন মম আছে তব স্থান ॥
উত্তরা নামেতে কন্যা আমার আছয়।
তাহাকে বিবাহ কর বীর ধনঞ্জয় ॥
শুনি যুধিষ্ঠির চাহিলেন ধনঞ্জয়।
অর্জ্জুন বলেন কন্যা মম যোগ্য নয় ॥
শুনিয়া বিরাট রাজা হইল ব্যথিত।
সবিনয়ে অর্জ্জুনেরে জিজ্ঞাসে ত্বরিত ॥
কহ মহাবীর কি আমার আছে বাদ।
দারা পুত্র দোষী কি কন্যার অপরাধ ॥
অর্জ্জুন বলেন রাজা কহ না বুঝিয়া।
বৎসরেক পড়াইনু আচার্য্য হইয়া ॥
দীক্ষা শিক্ষা জন্মদাতা ত্রকই সমানে।
না করিল লজ্জা মোরে শিক্ষাদাতা জ্ঞানে ॥
কিন্তু দুষ্ট লোকে আমি বড় ভয় করি।
বলিবে যে ছিল পার্থ নারী বেশ ধরি ॥
বৎসরেক নারী সহ ছিল নারীবেশে।
শয়ন গমন কিছু না জানি বিশেষে ॥
এই হেতু মম বড় ভয় হয় মনে।
বিবাহ করিলে নিন্দা দুষ্টের বচনে ॥
তুমিও পবিত্র তব কন্যা গুণবতী।
তব কন্যা যোগ্য অভিমন্যু মহামতি ॥
অস্ত্রে শস্ত্রে সুপণ্ডিত বিক্রমকেশরী।
তব কন্যা তার যোগ্য উত্তরা সুন্দরী ॥
অভিমন্যু যোগ্যপাত্র ইথে নাহি আন।
মম পুত্রে নৃপতি করহ কন্যাদান ॥
যুধিষ্ঠির বিরাটেরে বলিলেন পরে।
দ্বারকানগরে দূত পাঠাও সত্বরে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে যত শুনে পুণ্যবান ॥

অভিমন্যুর সহিত উত্তরার বিবাহ।

তবে ধর্ম্ম আজ্ঞায় চলিল দূতগণ।
রাজ্যে রাজ্যে যথা২ ছিল বন্ধুগণ ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনিয়া বন্ধুজন।
শ্রুতমাত্রে মৎস্য দেশে করিল গমন ॥
দ্বারকা হইতে কৃষ্ণ সপ্তবংশ লৈয়া।
রামকৃষ্ণ দুই ভাই গরুড়ে চড়িয়া ॥
প্রদ্যুম্ন সাত্যকি শাম্বগণ আদি করি।
সত্যভামা রুক্মিণী প্রভৃতি যত নারী ॥

সুভদ্রা সৌভাদ্রা আর যতেক সারথি।
সহ পরিবারেতে আইল লক্ষ্মীপতি ॥
আইল পঞ্চাল হৈতে দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহ পঞ্চ কৃষ্ণার নন্দন॥
কাশীরাজ আদি আর কৈকেয় নৃপতি।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা দেঁহার সংহতি ॥
উগ্রসেন বসুদেব উদ্ধব অক্রূর।
সর্ব্বরাজা উত্তরিল বিরাটের পুর ॥
নানা ধৃতি সুকৃতি কৌতুক নরপতি।
ঝিল্ল উপঝিল্ল তথা গেল শীঘ্রগতি ॥
মাতা সহ অভিমন্যু অর্জ্জুননন্দন।
চিত্রসেন সারথি আইল সেইক্ষণ॥
বৃষ্ণি ভোজ উল্লুক প্রধান সেনাপতি।
পুরী সহ শ্রীগোবিন্দ আইল সুমতি ॥
গজ দশ সহস্র তুরঙ্গ তিন লক্ষ।
এক লক্ষ রথেতে আইল সর্ব্ব পক্ষ ॥
দশ লক্ষ চর আর পদাতিকগণ।
স্বয়ং কৃষ্ণ আইলেন বিরাটভবন ॥
গোবিন্দেরে দেখি পঞ্চ পাণ্ডব সানন্দ।
পুর্ণিমা পাইলে যেন চকোর আনন্দ ॥
রাজা দিয়া আলিঙ্গন কৃষ্ণে না ছাড়েন।
দুই ধারা নয়নেতে অশ্রু বরিষেণ॥
অশ্রুজলে গোবিন্দের ভাসে পীতবাস।
মুখেতে না স্ফুরে বাক্য গদ গদ ভাষ ॥
প্রণমিয়া গোবিন্দ বলেন মৃদুভাষ।
একে একে পঞ্চ ভাই করেন সম্ভাষ ॥
সবাকে করেন পূজা রাজা মহাশয়।
প্রত্যেকে সবারে দেন উত্তম আলয় ॥
উৎসব করিল তবে বিবাহ কারণ।
নট নটি নৃত্য করে বিবিধ বাজন ॥
নানা বৃক্ষ রোপিল বিবিধ পুষ্পমালা।
প্রতি দ্বারে হেমকুম্ভ প্রতি দ্বারে কলা ॥
নানা বস্ত্র ভুষণ কন্যারে পরাইল।
রোহিণী চন্দ্রমা যেন একত্রে মিলিল ॥
সর্ব্বগুণে সুলক্ষণা উত্তরা যে নাম।
অভিমন্যু সঙ্গে যেন মিলে রতি কাম ॥
অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণ ভাগিনেয় বাসুদেবরাজ নাতি ॥
ভক্তিভাবে মৎস্যরাজ কৈলা কন্যাদান।
রথ গজ অশ্ব দিল প্রধান প্রধান ॥
লক্ষ লক্ষ দিল গজ রত্নসিংহাসন।
প্রবাল মুকুতা রত্ন দিলা নানা ধন ॥
হেনমতে সবান্ধবে কুতূহল মনে।
ধর্ম্ম নিবসেন সুখে বিরাট ভবনে ॥
বিদায় করেন ধর্ম্ম যত রাজাগণ।
যে যাহার দেশে সবে করিল গমন ॥
শ্রীকৃষ্ণ রহেন তথা আর অভিমন্যু।
বিদায় করেন কৃষ্ণ আর যত সৈন্য ॥
যত যত নারী সর্ব্ব গেল দ্বারকারে।
বলভদ্র আদি আর যতেক কুমারে ॥
মহাভারতের কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥
পাণ্ডবের উদয় শুনয়ে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখে তরে সেই ব্যাসের বচন ॥
কোটি ধেনু দান সম শ্রবণেতে ফল।
তরয়ে আপদ হৈতে শরীর নির্ম্মল ॥
হরিকথা শ্রবণেতে সর্ব্ব পাপ যায়।
আদ্য অন্ত হৈতে যেবা হরিগুণ গায় ॥
পাণ্ডব উদয় আর কৃষ্ণের মিলনে।
মহা মহা পাপ ধ্বংস যাহার শ্রবণে ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালীর মত।
এতদূরে বিরাট হইল সমাপিত ॥

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্তঃ।

মহাভারত

উদ্যোগপর্ব।

দুর্য্যোধনের প্রতি ভীষ্মাদির হিতোপদেশ।

জিজ্ঞাসিলে জন্মেজয় কহ তপোধন।
হইলেন প্রতিজ্ঞাতে মুক্ত পঞ্চজন॥
আপন বিভুক্ত রাজ্য লভ্য হেতু মন।
কহ কিবা করিলেন পিতামহগণ॥
ধৃতরাষ্ট্র আর দুর্য্যোধনে বুঝাবারে।
দূতরূপে হস্তিনায় পাঠাইল কারে॥
উত্তর গোগৃহ যুদ্ধে কৌরব প্রধান।
পাইলেন অর্জ্জুনের স্থানে অপমান॥
শিবিরে আসিয়া কিবা করিল বিচার।
কহ শুনি মুনিবর করিয়া বিস্তার॥
কহিলেন মুনি শুন নৃপ জন্মেজয়।
যুদ্ধে পরাভব হয়ে কৌরব তনয়॥
দণ্ডভয় ভাবে রাজা আইল শিবিরে।
মহামনস্তাপ হেতু দুঃখিত অন্তরে॥
অধোমুখ হয়ে রাজা বসিলা সভাতে।
অন্তরেতে মহাদুঃখ লাগিল ভাবিতে॥
শিবা হাতে সিংহ যেন পায় অপমান।
শার্দ্দুলের হাতে যেন কুঞ্জর প্রধান॥
একা পার্থ করিলেন কুরুসৈন্য জয়।
ব্যাকুল কৌরবপতি পায়ে লজ্জা ভয়॥
কর্ণ বলিলেন রাজা চিন্তা ত্যজ মনে।
উপায়ে মারিব পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দনে॥
উপায়ে বাসব বৃত্রাসুরেরে মারিল।
উপায় করিয়া শিব ত্রিপুর বধিল॥
বিনা উপায়েতে সিদ্ধ না হয় রাজন।
উপায় করিয়া মার পাণ্ডুপুত্রগণ॥
বিরাটনগরে দূত দেও পাঠাইয়া॥
পাণ্ডবে হেথায় আন প্রকার করিয়া॥
মুখ্যং সেনাপতি যত বীর গণে।
সঙ্কেত করিয়া তুমি রাখ এইখানে॥
বিরাট দ্রুপদ আর ভাই পঞ্চ জন।
ভোজন কারণে রাজা কর নিমন্ত্রণ॥
সূপকারগণে কর সঙ্কেত বিহিত।
অন্ন পানি সমে বিষ করিতে মিশ্রিত॥
বিষপানে হীনবল হবে সর্ব্বজন।
যতেক প্রহরী বেড়ি করিবে নিধন॥
পূর্ব্বাপর আছে হেন শাস্ত্রীয় বিহিত।
বলে ছলে শত্রুগণে মারিবে নিশ্চিত॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নমুচিরে অদিতী নন্দন।
বলে না পারিয়া পরে চিন্তিলা কারণ॥
ছল করি ফল মধ্যে ছিলা পুরন্দর।
পাঠাইলা নমুচি দানবে যমঘর॥
অতএব কহিলাম সুযুক্তি তোমারে।
নষ্ট কর পাণ্ডুপুত্রে বুদ্ধি অনুসারে॥
নতুবা সকল সৈন্য সাজ নরপতি।
বিরাট নগরে চল যাই শীঘ্রগতি॥
বিরাট নগর সবে চৌদিকে বেড়িয়া।
অগ্নি দিয়া পাণ্ডবেরে মার পোড়াইয়া॥
এ দুয়ের যাহা স্বেচ্ছা কর নরবর।
বিলম্ব উচিত নহে করিবা সত্বর॥
রাজা বলিলেন ইহা নাহি লয় মনে।
কার শক্তি মারিবে পাণ্ডব পঞ্চ জনে॥
যতেক উপায় আমি করিলাম পূর্ব্ব।
কপট পাশাতে তার হরিলাম সর্ব্ব॥
পরে দেই বনবাস দ্বাদশ বৎসর।
বৎসরেক অজ্ঞাত দিয়াছি তার পর॥
সভামধ্যে পাণ্ডব করিল যেই পণ।
তাহাতে হইল মুক্ত দৈব নির্ব্বন্ধন॥
আমার উপায় যত হইল বিফল।
পাইল সহায় এবে যত মহাবল॥
যে হৌক সে হৌক যুদ্ধ করিলাম পণ।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য নাহি দিব কদাচন॥
আমারে জিনিয়া পাণ্ডুপুত্র রাজ্য লয়।
আমি বা পাণ্ডবে জিনি মম রাজ্য হয়॥
প্রতিজ্ঞা আমার এই না হইবে আন।
ইহার উপায় কর ত্বরিত বিধান॥

না মারিব যে পর্য্যন্ত পাণ্ডুপুত্রগণ।
রাজ্যে রাজ্যে অনুচর করহ প্রেরণ॥
নিবসেন যত রাজা মম অধিকারে।
যুদ্ধ হেতু বরিয়া আনিবে সবাকারে॥
সর্ব্বমধ্যে প্রধান সুমন্ত নরপতি।
কলিঙ্গ কাম্বোজ ভোজ বাহ্লীক প্রভৃতি॥
সুশর্ম্মা নৃপতি আদি যত রাজগণ।
যুদ্ধ হেতু সবাকারে করহ বরণ।
একাদশ অক্ষোহিণী বাহিনী সাজন।
হইবে অবশ্য যুদ্ধ না হয় খণ্ডন॥
অস্ত্র শস্ত্র বহুবিধ করয়ে সঞ্চয়।
মিত্রামিত্র বলাবল হইল সময়॥
রাজার বচন শুনি রাধার নন্দন।
সাধু২ বলিলেন প্রশংসা বচন॥
উত্তম বলিলা যুক্তি নিল মম মনে।
তুমি রাজা ক্ষত্র শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবল গুণে॥
দেবগণ মধ্যে যেন দেব শচীপতি।
প্রজাপতি মধ্যে যেন দক্ষ মহামতি॥
তারাগণ মধ্যে যেন শীতল কিরণ।
তাদৃশ ক্ষত্রিয় মধ্যে তোমাকে গণন॥
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে পূর্ব্বাপর।
ক্ষত্রিয় হইয়া যুদ্ধ না করিবে ডর॥
জয় পরাজয় না করিবে অভিমান।
সংগ্রামে বিমুখ হলে নরকে প্রয়াণ॥
অতএব ক্ষত্র ধর্ম্ম করিবে উদয়।
যুদ্ধ হেতু নিমন্ত্রণ কর নৃপচয়॥
হয় বা না হয় যুদ্ধ বিধি দিল তায়।
সৈন্য সমাবেশ কর না ছাড় উপায়॥
এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি অনুচরে।
লিখিলেন লিখন সমস্ত নৃপবরে॥
অনন্তরে কহিলেন গঙ্গার তনয়।
যে যুক্তি করিলা মমহৃদয়ে না লয়॥
ভাইং বিচ্ছেদ হইলে কুল ক্ষয়।
হিতউপদেশ রাজা কহিব তোমায়॥
মনে বুদ্ধি নাহি এতে না হইবে যশ।
হারিলে জিনিলে তুল্য না হবে পৌরব॥
অতএব যুদ্ধে রাজা নাহি প্রয়োজন।
পাণ্ডব সহিত সবে করহ মিলন॥
পাণ্ডবেরা নাহি তব প্রতি অত্যাচারে।
আপন ইচ্ছায় ভাগ যে দিবা তাহারে॥
তাহাতেই সুখী হবে ভাই পঞ্চজন।
অতএব কুবুদ্ধি না করহ রাজন॥
পাশায় জিনিয়া তুমি নিলা সর্ব্বধন।
তবু তারা তোমা প্রতি নহে ক্রোধ মন॥
যে সত্য করিল তারা সভার সাক্ষাতে।
ধর্ম্ম অনুসারে মুক্ত হইল তাহাতে॥
পূর্ব্বেছিল তাহাদের যেই অধিকার।
তাহা ছাড়ি দিতে হয় উচিত তোমার॥
তাহাতে প্রবোধ না হইলে কদাচন।
তবে যেই মনে লয় করিবা তখন॥
পূর্ব্বে অঙ্গীকার তুমি করিলা রাজন।
সত্য হৈতে মুক্ত যদি হয় কদাচন॥
পুনঃ আসি রাজ্য তবে পাইবে পাণ্ডব।
সেই কালে সাক্ষাতে ছিলাম আমা সব॥
এক্ষণে যাহাতে তুষ্ট হয় পঞ্চ ভাই।
তাহা দিয়া তুষ্ট কর যুদ্ধ কার্য্য নাই॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনি দুর্য্যোধন।
ক্ষণেক থাকিয়া পরে বলিলা বচন॥
শত্রুকে ভজিব আমি মনে নাহি লয়।
যে হোক সে হোক যুদ্ধ করিব নিশ্চয়॥
ক্ষত্রমধ্যে অযোগ্য এ সকলেতে কবে।
শত্রুকে যে রাজ্য দেয় বিজন্মা সে হবে॥
বলিলেন ভীষ্ম তবে যাহা স্বেচ্ছা কর।
না শুনিলে উপদেশ যুদ্ধানলে মর॥
অনন্তরে দ্রোণ কৃপ বাহ্লীক রাজন।
ধৃষ্টকেতু ধৃতরাষ্ট্র শিক্ষক নন্দন॥
বিদুর প্রভৃতি আর যত মন্ত্রিগণ।
একেং দুর্য্যোধনে কহিলা বচন॥
ভীষ্ম যে কহিলা তাহা কর মহারাজ।
ভাইং বিরোধে না হয় ভদ্র কার্য্য॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে অপমান।
ইহাতে পৌরব কিছু না হয় বিধান॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
তাহা দেও পাণ্ডবেরে শাস্ত্রীয় বিহিত॥
যে সত্য করিল তাহা সভার গোচর।
তাহাতে হইল মুক্ত পঞ্চ সহোদর॥
পূর্ব্বে যেই অধিকার ছিল তা সবার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ তুমি দেও পুনর্ব্বার॥
ইহাতে অযশ নাহি নাহি কোন ক্লেশ।
পাণ্ডব তোমাকে স্নেহ করিবে বিশেষ॥
যে করিলা অপমান না করিল মনে।
সহিতে কি পারিত সে দুঃখ অন্যজনে॥
দেবাসুর নরেতে বিখ্যাত পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥

উত্তর গোগৃহে যুদ্ধে দেখিলা আপনে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
বিরাটের গাবীগণ মুক্ত করি দিল।
দুর্য্যোধে অর্জ্জুন কারে প্রহার না কৈল॥
তোমার আক্রোশ যদি থাকিত তাহার।
তবে কেন সংহার করিল পরিহার॥
আরো দেখ অরণ্যেতে গন্ধর্ব্ব প্রধান॥
তোমাকে ধরিয়া নিয়া করিল প্রয়াণ।
মুখ্যং যতেক ছিলেন সেনাপতি।
শক্তি না হইল কারু কাটিতে দুর্গতি॥
তোমাতে আক্রোশ যদি পাণ্ডবের ছিল।
তবে কেন পার্থ গিয়া মুক্ত করি দিল॥
যদি বল উত্তর গোগৃহে ধনঞ্জয়।
পরকার্য্যে অপমান করিল নিশ্চয়॥
দ্রৌপদীর বাক্য পার্থ নারে খণ্ডিবারে।
এই হেতু গাবী মুক্ত করিল প্রকারে॥
ভাইং যুদ্ধে কিছু নাহি অপমান।
জয় পরাজয় জানি একই সমান॥
কহিলা পরম শত্রু মোর পঞ্চ জন।
তাহারে ভজিলে হয় কুবশ যোবন॥
কোনকালে শত্রুভাব নাহি করে তারা।
বিচার করিয়া রাজা বুঝ সত্য ধারা॥
তুমি শত্রুভাব কর তাহারা না করে।
জ্ঞাতি মধ্যে যে জন অধিক বল ধরে॥
যে হয় প্রধান রাজা ইহাই নিশ্চিত।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন করিব বিহিত॥
ত্রেতাযুগে ছিল রাজা লঙ্কার ঈশ্বর।
বাহুবলে জিনিল সকল চরাচর॥
ক্ষত্র বংশ চূড়ামণি শ্রীরাম লক্ষণ।
তাহাদের সহ দ্বন্দ্বে হইল নিধন॥
মুখ্যং যতেক আছিল সেনাগণ।
শক্তি না হইল কার করিতে মোচন॥
অহিংসা পরম ধর্ম্ম শাস্ত্রেতে বাখানে।
হিংসা সম পাপ নাহি শুনি জ্ঞানি স্থানে॥
অগ্র হৈতে হিংসা বুদ্ধি যেই জন করে।
পঞ্চ মহাপাপ আসি বেড়য়ে তাহারে॥
জগতে অকীর্ত্তি ঘোষে লোকে নাহি মানে।
কহিব পূর্ব্বের কথা কর অবধানে॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইন্দ্রের জন্ম ও তৎকর্ত্তৃক গুরুপত্নী হরণ ও শ্রেষ্ঠতমের শাপ।

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপ গৃহিণী।
পুত্র বাঞ্ছা করিয়া ভাজিল শূলপাণি॥
প্রত্যক্ষ হইয়া বর যাচিলা শঙ্কর।
মাগিলা অদিতি বর করি যোড়কর॥
মম গর্ভে হবে যেই সন্তান সম্প্রতি।
ত্রিভুবন মধ্যে যেন হয় মহারথি॥
নাগ নর সুর আদি প্রজাপতিগণ।
সবে পূজা করিবেক তাহার চরণ॥
স্বস্তি বলি বর তাঁরে যেন শূলপাণি।
স্ব মীকে কহিলা পরে দক্ষের নন্দিনী॥
আমারে দিলেন বর দেব পঞ্চানন।
ত্রিভুবনে রাজা হবে আমার নন্দন॥
কশ্যপ বলিলা শিব বাক্য মিথ্যা নয়।
মহাবলবন্ত হবে তোমার তনয়॥
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হইবেক রাজা।
ত্রিভুবন জনে তার করিবেক পূজা॥
স্বামীর নিকট কন্যা পাইলা সম্মান।
কত দিনে অদিতি করিল ঋতুস্নান॥
স্বামী সঙ্গে রতিকেলী কুতূহল করে।
বিষ্ণু অংশে পুত্র আসি জন্মিল উদরে॥
পরম সুন্দর পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল।
ইন্দ্র বলি নাম তার মুনিবর দিল॥
দ্বাদশ আদিত্য পরে জন্মিলা বিশেষে।
যাহাদের উদরেতে দিবস প্রকাশে॥
কত দিনান্তরে দক্ষ কন্যা পুনর্ব্বার।
ঋতুস্নান করিয়া বলিলা সমাচার॥
কহিলেন রতি মুনি দক্ষের কন্যার।
গর্ভেতে পবন আসি জন্মিল তাহার॥
কহিলেন ভার্য্যারে কশ্যপ তপোধন।
ত্রিভুবনে ব্যাপিবেক তব এ নন্দন॥
ছোট বড় জন্তু জীব আছয়ে যতেক।
সর্ব্ব ভূতে হইবেক নন্দন প্রত্যেক॥
ইহা সম বলবন্ত কেহ না হইবে।
সকল সংসার এই ব্যাপক রহিবে॥
শুনি আনন্দিতা দক্ষ নৃপেন্দ্রনন্দিনী।
স্বর্গলোকে চলিলা কশ্যপ মহামুনি॥
কত দিনে নারদ আইলা সুরপুরে।
সঙ্কেতে ডাকিয়া মুনি বলিলা ইন্দ্রেরে॥
তোমার মায়ের গর্ভে হবে যেই জন।
জন্মমাত্রে করিবেক জগত ব্যাপন॥

মহাবলবন্ত হবে বিখ্যাত ত্রিলোকে।
এ তিন ভুবনে লোক পুজিবে তাহাকে॥
ইহা বলি যথাস্থানে যান তপোধন।
বিস্ময় মানিয়া ইন্দ্র ভাবিলা তখন॥
এইক্ষণে না করিলে সংহার ইহার।
জন্মিলে অনেক মন্দ করিবে আমার॥
এতেক বিচার চিত্তে বাসব করিলা।
সুক্ষ্মরূপে জননীর গর্ব্ভে প্রবেশিলা॥
যেই কালে নিদ্রাগত দক্ষের নন্দিনী।
সেই গর্ভ কাটিয়া করিলা সাতখানি॥
কাটিলেন পুনঃ একখানি সাতবার।
তাহাতে হইল উনপঞ্চাশ প্রকার॥
চিত্তেতে সানন্দ ইন্দ্র হইলা নির্ভয়।
কত দিনে প্রসবিলা সকল তনয়॥
ক্রমে উনপঞ্চাশ জন্মিল প্রভঞ্জন।
দেখিয়া হইল ইন্দ্র সবিস্ময় মন॥
অহিংসকে হিংসিয়া পাইলা বড় তাপ।
জন্মিল পবন দেব অতুল প্রতাপ॥
তবে কত দিনে ইন্দ্র কশ্যপ নন্দন।
গৌতমের স্থানেতে করিল অধ্যয়ন॥
চারি বেদ আদি শাস্ত্র সুশিক্ষা হইল।
তথাপিও কিছু তার জ্ঞান না জন্মিল॥
পরম সুন্দরী দেখি শিক্ষক রমণী।
তারে হরিবারে ইচ্ছা করি সুরমণি॥
এক দিন যান মুনি স্নান করিবারে।
দেখি ইন্দ্র গুরুপত্নী একা আছে ঘরে॥
কামেতে পীড়িত হয়ে অদিতি নন্দন।
মায়া করি গুরুরূপ হইল তখন॥
গুরুরূপে গুরুপত্নী হরিলা দেবেন্দ্র।
ক্ষণকাল পরে ঘরে আইলা মুনীন্দ্র॥
গুরুপত্নী দেখি তারে মানিয়া বিস্ময়।
মুনি পানে চাহিয়া পাইলা বড় ভয়॥
স্বামীরে কহিলা পরে বিনয় বচন।
স্নান করিবারে গেলা করিয়া রমণ॥
কি মতে করিলা স্নান এই মুহূর্ত্তেকে।
ইহার বৃত্তান্ত প্রভু কহিবা আমাকে॥
এত শুনি মুনিবর ভাবি মনে মন।
করিল অধর্ম্ম বুঝি কশ্যপ নন্দন॥
গুরুপত্নী হয়ে এত করে অহঙ্কার।
অতএব করিব ইহার প্রতীকার॥
নিস্ফল করিলি অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন।
তোর সম অজ্ঞান না দেখি কোন জন॥
কপট করিয়া গুরুপত্নীরে হরিলি।
পাইবি উচিত ফল যে কর্ম্ম করিলি॥
হউক সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
অলঙ্ঘ্য গৌতম বাক্য কে অন্যথা করে॥
হইল সহস্রযোনি শক্রের শরীরে।
স্বদেহ দর্শনে ইন্দ্র বিষণ্ণ অন্তরে॥
কোন লাজে দেব মাঝে দেখাব বদন।
তপস্যা করিয়া আত্মা করিব নিধন॥
সকল শরীরে আচ্ছাদিলেন বসন।
চিন্তিত হইয়া যান কশ্যপ নন্দন॥
ক্ষীরোদের কূলে গিয়া কশ্যপ কুমার।
করিলা সহস্র বর্ষ তপ অনাহার॥
সুরপুর নষ্ট হেথা হয় ইন্দ্র বিনে।
পাপীষ্ঠ রাক্ষসে নাশ করে রাত্র দিনে॥
দুরন্ত অসুর সব দেশেতে ব্যাপিল।
দান যজ্ঞ তপ জপ সকলি নাশিল॥
জানিয়া কশ্যপ মুনি সচিন্তিত মনে।
এ সকল তত্ত্ব পরে জানিলেন ধ্যানে॥
ব্রহ্মার করেন স্তুতি বিবিধ প্রকারে।
তোমার নির্ম্মিত সৃষ্টি অসুরে সংহারে॥
কুকর্ম্ম করিল ইন্দ্র আমার নন্দন।
কামবশে গুরুপত্নী করিলা হরণ॥
গৌতম দারুণ শাপ দিলেন তাহারে।
হইল সহস্র ভগ তাহার শরীরে॥
ক্রোধ করি দেবরাজ মজে অপমানে।
ক্ষীরোদের কূলে তপ করে একাসনে॥
ইন্দ্র বিনা অসুরেরা জগৎ ব্যাপিল।
তব বিরচিত সৃষ্টি সব নষ্ট হৈল॥
অতএব বাসবের করহ উদ্ধার।
নিতান্ত করিতে হবে শাপান্ত তাহার॥
এইরূপ কশ্যপ কহিলা বহুতর।
শুনিয়া সদয় হইলেন সৃষ্টিধর॥
গৌতমেরে আনিয়া কহেন বহুতর।
মম বাক্য রক্ষা তুমি কর মুনিবর॥
আমারে দেখিয়া ক্রোধ কর সম্বরণ।
কামবশে গুরুপত্নী করিল হরণ॥
পাইল উচিত শাস্তি ক্ষমা কর মনে।
কৃপায় শাপান্ত কর অদিতি নন্দনে॥
গৌতম বলিল তাহা কর অবধান।
কহিলাম যে কথা সে না হইবে আন॥
তোমার কারণে বর দিলাম তাহারে।
সহস্রেক চক্ষু যেন দেবরাজ ধরে॥

শুনিয়া কশ্যপ মুনি আনন্দিত মন।
যথাস্থানে গেল করি দেব সম্ভাষণ॥
সত্যলোকে গেলেন গৌতম তপোধন।
কশ্যপ আইল যথা আপন নন্দন॥
অব্যর্থ মুনির বাক্য না হয় খণ্ডন।
ভগচিহ্ন অঙ্গে লুপ্ত হইল তখন॥
সহস্রেক চক্ষু হৈল ইন্দ্রের শরীরে।
আপনারে হেরি ইন্দ্র হরিষ অন্তরে॥
কশ্যপ বলিল পুত্র কর অবধান।
অনুচিত কর্ম্ম না করিবে সাবধান॥
কাম ক্রোধ লোভ মোহ নিতান্ত বর্জ্জিবে।
কদাচিৎ কোন জনে হেলা না করিবে॥
জ্ঞাতি বন্ধু আদি করি যত পরিবার।
কদাচিৎ হিংসা নাহি করিবে কাহার॥
অহিংসকে হিংসিলে তাহাতে মহাপাপ।
কুযশ ঘোষণ হয় চিত্তে জন্মে তাপ॥
এত বলি ইন্দ্রকে রাখিল যথা স্থান।
এই শুন কহিলাম পূর্ব্ব উপাখ্যান॥
ভীষ্ম তাহা কহিলেন না হয় অন্যথা।
সংপ্রীতে পাণ্ডবগণে আন রাজ্য হেথা॥
সমুচিত রাজ্য দেও ছাড়িয়া তাহারে।
সমভাবে বাস কর মম ব্যবহারে॥
ভাই ভাই বিরোধ না হয় প্রয়োজন।
কুলক্ষয় হবে আর কুযশ ঘোষণ॥
এইমত দ্রোণ কৃপ বিদুর সহিত।
বিধিমতে দুর্য্যোধনে বুঝাইল নীত॥
কারু বাক্য না শুনিল কুরুকুল পতি।
অদৃষ্ট মানিয়া গেল যে যার বসতি॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

রাজ্য লাভার্থে পাণ্ডবদের পরামর্শ ও ধৌম্যকে হস্তিনায় প্রেরণ।

বলিল বৈশম্পায়ন শুন জন্মেজয়।
বিরাটনগরে পঞ্চ পাণ্ডুর তনয়॥
অজ্ঞাত হইয়া মুক্ত আনন্দিত মন।
আত্মীয় বান্ধবসহ হইল মিলন॥
অভিমন্যু বিবাহ উৎসব দিনান্তরে।
রজনী বঞ্চিল পথে মহাসমাদরে॥
প্রাতঃকালে বসিলেন বিরাট সভায়।
শত সূর্য্য শতচন্দ্র যেন শোভা পায়॥
বসিলেন দিব্য সিংহাসনে যুধিষ্ঠির।
বামেতে নকুল ভীম পার্থ মহাবীর॥
দক্ষভাগে সহদেব দ্রুপদ রাজন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন আদি করি যত যত হজন॥
সম্মুখে বসিল কৃষ্ণ কমললোচন।
প্রসন্ন করিল পরে দ্রুপদ রাজন॥
যত সভ্য করিলেন পাণ্ডুর তনয়।
ধর্ম্ম অনুবলে তাহা হইল উদয়॥
আপন পৈতৃক ভাগ যে হয় উচিত।
লইতে উপায় তার করহ ত্বরিত॥
মম চিত্তে নাহি হয় পাপীষ্ঠ কৌরবে।
সম্প্রীতে ছাড়িয়া রাজ্য অর্পিবে পাণ্ডবে॥
উত্তর গোগৃহে যে পাইল অপমান।
একেশ্বর অর্জ্জুন কহিল সাবধান॥
সেই অপমানে রাজা কৌরবের পতি।
না করিবে প্রীত হেন লয় মম মতি॥
তথাচ আছয়ে হেন শাস্ত্রীয় বিধান।
দূত পাঠাইয়া দেহ ধৃতরাষ্ট্র স্থান।
প্রিয়ম্বদ দূত যেই নীত শাস্ত্র জানে॥
বিধিমতে বুঝাইল অম্বিকানন্দনে।
ভীষ্ম দ্রোণে করাইবে রাজা দুর্য্যোধনে।
শুভে যদি নাহি রাজ্য দেয় যুদ্ধ মনে॥
তবে যে বিধান হয় করিব বিহিত।
সকলে মিলিয়া শান্তি দিব সমুচিত॥
এতেক বলিলা যদি দ্রুপদ ভূপতি।
ভাল ভাল বলি সায় দিল নরপতি॥
ভাল বটে পরামর্শ লয় মম মন।
সংপ্রীতে হইলে ক্রোধ নাহি প্রয়োজন॥
প্রিয়ম্বদ দূত যাকু হস্তিনানগরে।
জ্যেষ্ঠ তাত আদি করি বুঝাক সবারে॥
দুর্য্যোধনে বুঝাউক রাধার তনয়ে।
ইহাতে যদ্যপি প্রীতি না হয় বিনয়ে॥
তবে যে বিহিত হবে করিব উচিত।
ইহা শুনি ধৃষ্টদ্যুম্ন কহিল বিহিত॥
অকারণে কেন দূত পাঠাইবে তথা।
সংপ্রীতে না দিব রাজ্য না শুনিব কথা॥
মহাবল পাপীষ্ঠ অধম দুর্য্যোধন।
ভতোধিক কর্ণ সেই রাধার নন্দন॥
কপটে যতেক কষ্ট দিল দুষ্টগণ।
বিনা যুদ্ধে শান্ত না হইবে কদাচন॥
মুহূর্ত্তেকে মাগিতে উচিত নাহি হয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে চল যাই লয়ে সৈন্যচয়॥
লইবে আপন রাজ্যবলে মহারাজ।
না দিলে বাড়িবে দর্প নাহি দিলে লাজ॥

অতএব মাগিবার নাহি প্রয়োজন।
রাজ্য লও বাহু বলে করিয়া শাসন॥
তবে যদি দ্বন্দ্ব করে কৌরব কুমার।
আমরা মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
সবংশে করিব ক্ষয় দুষ্ট কুরুগণে।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মনে॥
ভীমসেন বলিলেন ভাল নরপতি।
আপনি যেমত বিজ্ঞ কহিলে তেমতি॥
সংপ্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু পাপাশয়।
মুহূর্ত্তেকে তাহাকে তিতিক্ষা যুক্ত নয়॥
যত দুঃখ দিল দুষ্ট পাপ দুর্য্যোধন।
সে সব স্মরণ মম হেন লয় মন॥
রজনীর মধ্যে সব হস্তিনা বেড়িয়া।
সকল কৌরবদল মারি পোড়াইয়া॥
তবে সেই খণ্ডে আমার হৃদয়ের তাপ।
ধর্ম্মতে বিশ্বাস যেন ছাড়ে কালশাপ॥
ক্রোধেতে কম্পিত অঙ্গ অরুণ লোচন।
রাজা দৃষ্টে বলিলেন করিয়া গর্জ্জন॥
তোমার কারণে এত দুঃখ সবাকার।
তোমার দয়াতে জীয়ে কৌরব কুমার॥
কি বুঝিয়া সংপ্রীতি করিব তার সনে।
বিনাদ্বন্দ্বে রাজ্য নাহি দিবে দুর্য্যোধনে॥
আজ্ঞা কর নরপতি বিলম্ব কি তায়।
সসৈন্য সাজিয়া আজি যাই হস্তিনায়॥
সবংশে মারিব রণে রাজা দুর্য্যোধন।
এই যুক্তি নরপতি লয় মম মন॥
অর্জ্জুন বলেন এই ভাল মহাশয়।
আজ্ঞা কর কুরুগণে করি পরাজয়॥
ক্ষমিবারে যোগ্য নহে ক্ষমা না করিব।
রজনীর মধ্যে আজি কৌরব মারিব॥
সহদেব নকুল দিলেন অনুমতি।
হাসিয়া কহেন তবে দেব জগৎপতি॥
যে কহিলে ভীমসেন আর ধনঞ্জয়।
সেই কার্য্য যাথ্য সমুচিত যুক্তি হয়॥
তথাপিও আছে হেন শাস্ত্রের বিধান।
করিব রিপুর সঙ্গে প্রণয় সন্ধান।
সংপ্রীতে না দিবে বলে লইবে পশ্চাতে।
পূর্ব্বাপর হেন রাজা বিধান শাস্ত্রেতে॥
প্রিয়ম্বদ দূত হবে সর্ব্বশাস্ত্র জানে।
পাঠাইয়া দেও অগ্রে হস্তিনাভুবনে॥
দুর্য্যোধন আদি করি যত সভা জনে।
ধর্ম্ম নীতি বুঝাইবে শাস্ত্রীয় বিধানে॥
তবে যদি রাজ্য নাহি দেয় দুর্য্যোধন।
মনে যাহা লয় তাহা করিবে তখন॥
হেন চিত্তে লয় মম রাজা দুর্য্যোধন।
সংপ্রীতে না দিবে রাজ্য করিবেক রণ॥
ভূপতি বলেন ভাল কথা নারায়ণ।
দূত পাঠাইয়া দেও হস্তিনাভুবন॥
ধর্ম্মনীতি বুঝাইবে অম্বিকানন্দনে।
তাহে রাজা ছাড়িবে না লয় মম মনে॥
পশ্চাতে করিব তবে যেই মনে লয়।
শুনিয়া উত্তর দান দিলা ধনঞ্জয়॥
বিরাট দ্রুপদ আদি আত্মীয় স্বজন।
রাজাকে চাহিয়া পরে বলিল বচন॥
সংপ্রীতে না দিবে রাজ্য কুরু কুলাঙ্গার।
আমরা মিলিয়া তারে করিব সংহার॥
এই কথা কহিল সকল রাজাগণে।
তবে ধৌম্য বলিলেন ধর্ম্মের নন্দনে॥
হস্তিনানগরে তুমি যাও শীঘ্রগতি।
প্রীতি বাক্যে বুঝাইবে কুরুগণ প্রতি॥
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুরাদি প্রতীপ কুমারে।
প্রীতিবাক্যে যন্বাদ করিবে সবাকারে॥
গান্ধারী প্রভৃতি আর জননী কুন্তীরে।
সমভাবে নমস্কারি কহিবে সুস্বরে॥
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রে কহিবে বচনে।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজনে॥
প্রথমে বিনয় ভাবে সমস্ত কহিবে।
না শুনিলে উপযুক্ত বচন বলিবে॥
দম্ভ করি কহিবে না করি তারে ভয়।
পাণ্ডবের হাতে হবে তব কুলক্ষয়॥
কপটে যতেক দুঃখ দিল সবাকারে।
সেই তাপ অগ্নিতে নহিবে কলেবরে॥
উপযুক্ত শাস্তি দান করিতে পারিব।
বংশ সহ দুর্য্যোধনে অবশ্য মারিব॥
এইরূপে ধৌম্যেরে কহিয়া পঞ্চজন।
পাঠাইয়া দিল শীঘ্র হস্তিনাভবন॥
পরে কৃষ্ণ প্রদ্যুম্নাদি যত যদুগণ।
যুধিষ্ঠির চাহিয়া করিলা নিবেদন॥
আজ্ঞা কর দ্বারাবতী করি অগ্রসার।
দূত প্রত্যাগমনে আসিব পুনর্ব্বার॥
যুধিষ্ঠির বলিলেন শুন নারায়ণ।
সংপ্রীতে না দিবে রাজ্য দুষ্ট দুর্য্যোধন॥
অবশ্য হইবে রণ না হবে খণ্ডন।
কৌরব সহায় আছে বহু বীরগণ॥

তুমি অনুবল মাত্র কেবল আমার।
তোমা বিনা নাহি দেব অন্য গতি আর॥
তোমা বিনা আমরা যে ভাই পঞ্চজন।
যেমন সলিল হীন মীনের জীবন॥
চন্দ্র বিনা যে রূপ নক্ষত্র নাহি শোভে।
তেমনি আমরা কৃষ্ণ তোমার অভাবে॥
আপনি আমারে কৃষ্ণ হও অনুকূল।
তবে সে জিনিতে পারি কৌরব সমূল॥
এত শুনি হাসিয়া বলেন নারায়ণ।
যে আজ্ঞা করিবে তাহা করিব পালন॥
মহা রণে হব আমি পার্থের সারথি।
সবংশে করিব জয় কুরুবংশ পতি॥
পার্থের বিক্রম রাজা খ্যাত ত্রিভুবনে।
একেশ্বর জিনিতে পারিবে কুরুগণে॥
ইন্দ্র আদি দেবগণ রণে নহে স্থির।
কি করিবে শত ভাই কৌরব কুধীর॥
এত বলি আলিঙ্গন করি সেইক্ষণে।
সবান্ধবে যান কৃষ্ণ দ্বারকা ভুবনে॥
উদ্‌যোগ পর্ব্বের কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
পড়ে যেবা শুনে যেবা কহে যেই জন।
সর্ব্ব দুঃখ খণ্ডে তার আপদ মোচন॥
এই কথা কহে কাশী রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

কুরু সভাতে ধৌম্যের প্রবেশ ও কথোপকথন।

মুনি বলিলেন শুন নৃপ জন্মেজয়।
কুরু সভ মধ্যে গেল ধৌম্য মহাশয়॥
সভায় বসিয়া ছিল কৌরবের পতি।
সুহৃদ আমাত্য বন্ধু প্রভৃতি সংহতি॥
শত ভাই কুরুবংশ রাধা পুত্র আর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর গুরুর কুমার॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুর আমাত্য যত জন।
সভামধ্যে উপবিষ্ট কৌরব নন্দন॥
হেনকালে কহিলেন ধৌম্য তপোধন।
অবধান কর রাজা অম্বিকানন্দন॥
পাণ্ডুপুত্র পঞ্চ ভাই পাঠান আমারে।
আপন বিভাগ মত রাজ্য লইবারে॥
কহিলেন বিনয় করিয়া ধর্ম্ম রায়।
এই সব কথা রাজা কহিতে তোমায়॥
জ্যেষ্ঠতাতে কহিবে আমার নিবেদন।
তোমার প্রসাদে জীয়ে ভাই পঞ্চজন॥
পাণ্ডবের গতি তুমি পাণ্ডবের পতি।
তোমা বিনা পাণ্ডবের নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে করিবে আজ্ঞা না করিবে আন
তব অনুবর্ত্তী পঞ্চ পাণ্ডব সন্তান॥
সহিলেন যত দুঃখ তোমার কারণ।
তব বশ হইয়া হারাই রাজ্য ধন॥
যে নির্ণয় পূর্ব্বে কৈনু তোমার সাক্ষাতে।
হইয়াছি তাহা মুক্ত অত্যন্ত দুঃখতে॥
মহাদুঃখ পাইলাম অরণ্যে বিশেষে।
জটা ছাল পরিধান তপস্বীর বেশে॥
তৎপরে অজ্ঞাত বাস করি লুকাইয়া।
পর সেবা করি পরে আজ্ঞাবর্ত্তী হৈয়া॥
রাজপুত্র হইয়া ক্লীবের ব্যবহার।
হীন সেবা করিলাম হীন কুলাচার॥
পাইলাম এত দুঃখ নাহি ভাবি তায়।
সর্ব্ব দুঃখ পরিহার তব অপেক্ষায়॥
আপন পৈতৃক ভাগ উচিত যে ধন।
তা দিয়া সংপ্রীত কর আমাদের মন॥
ভাইং বিসম্বাদে নাহি প্রয়োজন।
এই মত কহিলেন ধর্ম্মের নন্দন॥
ভীম কহিলেন দর্প করিয়া অপার।
অন্ধেরে কহিবে অগ্রে মম নমস্কার॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আর প্রতীপ কুমারে।
জানাইবে আমার বিনয় সবাকারে॥
কহিবে নিষ্ঠুর বাক্য রাজা দুর্য্যোধনে।
যত দুঃখ দিল তাহা সর্ব্ব লোকে জানে॥
ক্ষমিয়াছি সে সকল চাহিয়া অন্ধেরে।
উচিত বিভাগ রাজা দেও পাণ্ডবেরে॥
না দিলে আমার হাতে হবে বংশ ক্ষয়।
এই রূপ বলিলেন ভীম মহাশয়॥
অর্জ্জুন কহিলা রাজা করিয়া মিনতি।
কহিবে অন্ধের পদে আমার প্রণতি॥
যত দুঃখ দিল তাহা নাহি করি মনে।
তব হেতু ক্ষমিলাম দুষ্ট দুর্য্যোধনে॥
যত অপমান কৈল দেখিল সাক্ষাতে।
দ্রৌপদীর কেশে ধরি আনিল সভাতে॥
কপট পাশায় করি সর্ব্বস্ব হরণ।
দ্বাদশ বৎসর বনে করিয়া ভ্রমণ॥
সহিলাম সে সকল তোমার কারণে।
আমার বিভাগ ছাড়ি দেহ এইক্ষণে॥
সহজে না দিলে দুঃখ পাইবে অপার।
এই রূপে বলিলেন দেবেন্দ্র কুমার॥

সহদেব নকুল কহিল বহুতর।
ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রুপদাদি যত নরবর॥
পাণ্ডবের সমুচিত বিভাগ যে হয়।
তাহা দিয়া তুষ্ট কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই২ বিসম্বাদে নাহি প্রয়োজন।
চিত্তে যাহা লয় তাহা করহে রাজন॥
এত শুনি ধৃতরাষ্ট্র করিল উত্তর।
যে কহিলে অনুচিত নহে মুনিবর॥
পাইল অনেক দুঃখ পাণ্ডুপুত্রগণে।
মম হেতু ক্ষমিলেন পাপ দুর্য্যোধনে॥
কর্ণ দুঃশাসনে নিন্দা করিলা অপার।
মম হেতু ক্ষমিলেন পাণ্ডুর কুমার॥
যখন যা কহি তাহা শুন সভাজনে।
প্রিয়ম্বদ দূত যাক পাণ্ডুপুত্র স্থানে॥
প্রিয়বাক্য কহিবে আনিয়া হস্তিনায়।
সমুচিত ভাগ দিয়া তুষ্ট কর তায়॥
নানা বস্ত্র অলঙ্কার ধন বহুতর।
পুরস্কার দিয়া তোষ পঞ্চ সহোদর॥
সেই ইন্দ্রপ্রস্থে পুনঃ দেও অধিকার।
যত রত্ন ছিল তাঁর যতেক ভাণ্ডার॥
যেই সত্য করিলেক হইল তা পার।
সমুচিত ভাগ হয় উচিত তাহার॥
বলেতে অশক্ত নহে ভাই পঞ্চজন।
মুহূর্ত্তেকে জিনিবারে পারে ত্রিভুবন॥
অতএব দ্বন্দ্বে কিছু নাহি প্রয়োজন।
অর্দ্ধ রাজ্য দিয়া রাখ পাণ্ডুপুত্রগণ॥
ভীষ্ম বলিলেন ভাল নিল মম মনে।
উপযুক্ত যুক্তি বটে কর এইক্ষণে॥
বিরোধ হইলে রাজা হবে কিবা কায়।
সমুচিত ভাগ তারে দেও মহারাজ॥
না দিলে প্রলয় রাজা হবে কুলক্ষয়।
অতএব সাবধানে শুন মহাশয়॥
প্রিয়ম্বদ দূতে রাজা দেও পাঠাইয়া।
পাণ্ডবেরে হেথায় আনুক তথা গিয়া॥
অতএব তব হিত হইবে রাজন।
আমারে এতেক কহ কোন প্রয়োজন॥
কৌরবের পতি তুমি কৌরবের গতি।
তোমা বিনা কুরুকুলে নাহি অব্যাহতি॥
তুমি যে কহিবে তাহা কে করিবে আন।
যেই চিত্তে লয় তাহা কর সন্নিধান॥
ভীষ্মের এতেক বাক্য শুনে সভাগণ।
সাধুবাদে প্রশংসা করিল সর্ব্বজন॥
দ্রোণ কৃপ বিদুরাদি বাহ্লীক নৃপতি।
পাণ্ডবে আনিতে সবে দিল অনুমতি॥
পুনঃ২ নানা মতে কহিল অন্ধেরে।
সংপ্রীতে আনহ রাজা পঞ্চ সহোদরে॥
সমুচিত ভাগ তারে দেও রাজধানী।
এই কর্ম্ম তব প্রিয় শুন সত্য বাণী॥
এইরূপে কহিল সকল সভাজন।
মনে২ ক্রোধ পূর্ণ রাজা দুর্য্যোধন॥
পাণ্ডবের প্রসঙ্গ কর্ণেতে লাগে শাল।
ক্রোধভরে মাথা হেট করে মহীপাল॥
পূর্ব্বাপর কহিলেন অন্ধ নরপতি।
আমার বচনে পুত্র কর অবগতি॥
সবার সম্মান রাখ রাখ মম বাণী।
পাণ্ডবেরে সমুচিত দেও রাজধানী॥
ভাই২ সংপ্রীতে করিবে রাজ্য সুখ।
কলহেতে কার্য্য নাই জন্মে মহাদুঃখ॥
লোকেতে কুযশ ঘোষে অপকীর্ত্তি হয়।
পূর্ব্বের কাহিনী শুন কহি পরিচয়॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

বৃক রাজার উপাখ্যান।

সূর্য্যবংশে বৃক নামে ছিল নরপতি।
মহাধর্ম্মশীল রাজা বিখ্যাত সুখ্যাতি॥
সুমতি কুমতি তাঁর যুগল বনিতা।
কৌশল নন্দিনী তাঁরা সতী পতিব্রতা।
যুবাকাল গেল তার পুত্র না জন্মিল।
পুত্র বাঞ্ছা করি দোঁহে স্বামীকে কহিল॥
কত দিনান্তরে বিভাণ্ড তপোধন।
অযোধ্যায় করিলেন শুভ আগমন॥
ভার্য্যাসহ নরপতি ছিলা অন্তঃপুরে।
তথা গিয়া উত্তরিল কে নিবারে তাঁরে॥
জিতেন্দ্রিয় তেজোময় দেখি তপোধন।
ভার্য্যাসহ নরপতি করিল বন্দন॥
বসাইল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া সিংহাসনে।
মিষ্ট অন্ন পান তাঁরে করান ভোজনে॥
রাণীসহ কর যুড়ি মুনি অগ্রে স্থিত।
বিভাণ্ডক জিজ্ঞাসেন কিবা চাহ হিত॥
মহাধর্ম্মশীল তুমি নৃপতি প্রধান।
তোমা সম সংসারেতে নাহি ভাগ্যবান॥
রূপে কামদেব জিনি শীলতায় ইন্দু।
তেজে দিনকর তুমি গুণে গুণসিন্ধু॥

কার্ত্তবীর্য্য প্রতাপে সামর্থে হনুমান।
কীর্ত্তিত শনিত পৃথু রাজার সমান।
সেনাপতি মধ্যে গণি যেন ষড়ানন।
সর্ব্বজ্ঞ শ্রেণীতে যেন জীবের নন্দন॥
কেন দেখি চিন্তান্তর উদ্বিগ্ন তোমায়।
ইহার বৃত্তান্ত রাজা কহিবা আমায়॥
রাজা বলিলেন মুনি বলিলা প্রমাণ।
যে হেতু চিন্তিত আমি বলি সে বিধান॥
যুবাকাল গেল মম পুত্র না হইল।
এই হেতু মনস্তাপ মনেতে রহিল॥
সকল হইতে সেই জন অতি দীন।
সর্ব্ব সুখ বিহীন যে জন পুত্র হীন॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
পদ্মহীন সরঃ ফলহীন তরুগণ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সর্ব্ব অন্ধকার।
শাস্ত্র বিদ্যা হীন যেন ব্রাহ্মণ কুমার॥
ধর্ম্মহীন জন যেন বলহীন গৃহী।
জীবহীন জন্তু যেন দন্তহীন অহী॥
পুত্রহীন জনের জীবন অকারণ।
এই হেতু চিন্তা মম শুন তপোধন॥
এত শুনি হৃদয়ে ভাবিলা মুনিবর।
রাজারে চাহিয়া পুনঃ করিলা উত্তর॥
পুত্র ইষ্টি কর রাজা করিয়া যতন।
মহাবলবন্ত হবে তোমার নন্দন॥
পরাজিব সকল পৃথিবী বাহু বলে।
হইবে তনয় তব যজ্ঞ পুণ্যফলে॥
এত বলি অন্তর্হিত হয় তপোধন।
করিলা পুত্রেষ্টি রাজা করি আয়োজন॥
সুমতির গর্ভে হয় যুগল নন্দন।
পরম সুন্দররূপে ভূপতি লক্ষণ॥
কুমতিন গর্ভে হৈল এক মাত্র পুত্র।
দিনকর সম তেজে তেজঃপুঞ্জ গাত্র॥
দিনে দিনে বাড়ে সব রাজার নন্দন।
পুত্র দেখি নরপতি আনন্দিত মন॥
সুমতির গর্ব্ভে হৈল দুই গুণবান।
পাইলেন তালজঙ্ঘ হৈহয় এ নাম॥
রূপে গুণে অনুপম কুমতী নন্দন।
বাহু নাম রাখিলেন বাছিয়া রাজন॥
কত দিনে বৃদ্ধকাল বৃক নরপতি।
তিন পুত্রে ডাকিয়া আনিলা শীঘ্রগতি॥
তিন পুত্রে রাজা ধন ভাগ করি দিল।
ভার্য্যাসহ নরপতি অরণ্যে চলিল॥

তপোযোগ সাধিয়া পাইল দিব্যগতি।
রাজ্যেতে হইলা রাজা বহু নরপতি॥
মহাধর্ম্মশীল রাজা বৃকের নন্দন।
নিরন্তর যজ্ঞে রত অন্য নাহি মন॥
দ্বিজগণে ধনদান নিত্য অপ্রমিত।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিজ্ঞ রাজা ধর্ম্মে সুপণ্ডিত॥
রাজার পালনে প্রজা দুঃখ নাহি জানে।
একছত্র নরপতি ধরণী ভুবনে॥
অযোনি সম্ভবা কন্যা নামে সত্যবতী।
বিবাহ করিলা শুনি আকাশ ভারতী॥
এক ভার্য্যা বিনা তার অন্যে নাহি মতি।
পুরুরবা রাজা যেন বুধের সন্ততি॥
কতদিনে ঋতুযোগে রাণী গর্ব্ভবতী।
গণিয়া গণকগণ কহিল ভারতী॥
হইবেক যে নন্দন গর্ব্ভেতে ইহার।
পাইবেন ত্রিভুবন রাজত্ব অপার॥
অস্ত্রে শাস্ত্রে বিজ্ঞবর মহাধনুর্দ্ধর।
করিবেন শত অশ্বযজ্ঞ নরবর॥
শুনি আনন্দিত রাজা হইল অন্তরে।
বহু পুরস্কার দিলা ব্রাহ্মণ গোচরে॥
পরে কত দিনান্তে নারদ তপোধন।
হৈহয় রাজার পুরে করিল গমন॥
নারদে দেখিয়া রাজা অভ্যর্থনা করি।
বসাইলা দিব্য রত্ন সিংহাসনোপরি॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া রাজা পূজন করিলা।
মুনিবরে বিনয় পূর্ব্বকে জিজ্ঞাসিলা॥
সর্ব্ব শাস্ত্র বিজ্ঞ তুমি কুলপুরোহিত।
বশিষ্ঠ মুখেতে তব শুনিয়াছি নীত॥
জ্ঞাতি মধ্যে যেই ধনে জনে বলবান।
ক্ষত্রিয়েতে সেই শত্রু গণিত প্রধান॥
বলে ছলে সে শত্রুকে করিবে নিধন।
হেন নীত শাস্ত্রেতে লেখেন মুনিগণ॥
কহ মুনি আমা প্রতি ইহার বিধান।
নারদ বলেন রাজা কহিলা প্রমাণ॥
বলে ছলে শত্রুকে না ক্ষমিবে কখন।
নিজ দেশে আনি পরে করিবে নিধন॥
কহিলা প্রমান রাজা না হয় অন্যথা।
শত্রুকে করিবে নষ্ট পাবে যথা তথা॥
তারে শত্রু বলি যেই শত্রুভাব করে।
পাইলে নাশিবে শত্রু শাস্ত্রের বিচারে।
গর্ব্ভে যদি জন্মে শত্রু দৈববাণী হয়।
তাহাকে বধিবে প্রাণে শাস্ত্রের নির্ণয়॥

পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমি বিরিঞ্চির স্থান।
কহিব তোমাকে নৃপ কর অবধান॥
বাহুরাজ ঔরসে যে হইলবে নন্দন।
বাহুবলে পরাজিবে সমস্তভুবন॥
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয়।
তোমা আদি জ্ঞাতিগণে করিবেক ক্ষয়॥
উপায়েতে গর্ভবাদ পার নাশিবারে।
তবে তব শ্রেয় হয় জানাই তোমারে।
এত বলি নারদ হইল অন্তর্দ্ধান।
শুনিয়া সভয় নৃপ সুচিন্তিত প্রাণ॥
অনুক্ষণ চিন্তিয়া অকুল নরবর।
এক দিন বসিলেন সভার ভিতর॥
পঞ্চ পাত্র লয়ে যুক্তি করেন রাজন।
বাহুর ঔরসে যেই হইবে নন্দন॥
আমা আদি করিয়া যতেক জ্ঞাতিচয়।
বাহুবলে করিবেক সবাকার ক্ষয়॥
ইহার উপায় কিছু কহ মন্ত্রিগণ।
কি রূপে বাণীর গর্ভ করিব নিধন॥
বলেতে সমর্থ না হইব কদাচন।
যদি বা করিব যুদ্ধ হারাব জীবন॥
মন্ত্রিগণ বলিলেন শুন নৃপমনি।
নিমন্ত্রিয়া আন হেথা ভূপতি রমণী॥
সাধ খাওয়াবার ছলে উপায় করিয়া।
বিষপান করাইয়া মারিবা পরাণে।
ইহা ভিন্ন উপায় না দেখিতেছি আর।
এই মতে কর রাজা শিশুকে সংহার॥
ভূপতি বলেন মন্ত্রী কহিলা শোভন।
কর শীঘ্র ভক্ষ্য ভোজ্যদ্রব্য আয়োজন॥
রন্ধন করিতে কহ সুপকারগণে।
সঙ্কেতে করিবা যেন কেহ নাহি শুনে॥
পরিবারগণ সহ হেথা আগমন।
দূত গিয়া ভূপতিকে কর নিমন্ত্রণ॥
রাজার আদেশ মতে যত মন্ত্রিগণ।
বাহুরাজে আনীলেন করি নিমন্ত্রণ।
বিষ দীয়া উপহারে ভোজনের কালে।
বাহুরাজ মহীষীকে খাওয়াইলা ছলে॥
তথাপিও গর্ভপাত হইল না তার।
চলিলেন বাহুরাজ সহ পরিবার॥
এ সব বৃত্তান্ত রাণী কহিলা রাজারে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মরিবার তরে॥
অহিংসায় হিংসা সৃষ্ট কৈল দুরাচার।
শুনিয়া নৃপতি মনে হইল ধিক্কার॥
জ্ঞাতি মধ্যে হিংসক কপট যেইজন।
তাহার নিকটে নহে জ্ঞাতি সুশোভন॥
অহিংসকে হিংসা করে পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।
তাহার সংসর্গে নাহি রহিব কখন॥
পাপ সঙ্গে থাকিলে পাপেতে ধায় মন।
পুণ্যাত্মার সঙ্গ হয় মোক্ষের কারণ॥
অপত্য না ছিল হৈল বিধির ঘটন।
তাহে দুষ্ট জ্ঞাতিগণ করিল হিংসন॥
এই রূপ করি রাজা সদা অনুভব।
দ্বিতীয় বৎসরে গর্ভ না হয় প্রসব॥
অনুদিন হৈহয় অনুজ তালজঙ্ঘ।
রিপুভাব করিলেন ভূপতির সঙ্গে॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সহিতে মৈত্র করি।
সংগ্রাম জিনিয়া তার রাজ্য নিল হরি॥
যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাহু নরপতি।
প্রবেশিলা বনমধ্যে বনিতা সংহতি॥
দেখিল আশ্রম বন অতি সুশোভন।
ফল ফুল সুশোভিত বৃক্ষ লতাগণ॥
দিব্য সরোবর আছে বন অভ্যন্তরে।
তাহে জলচরগণ সদা কেলি করে॥
পুণ্য সরোবর সেই নামে বিন্দুসর।
প্রফুল্ল উৎপল কত অতি মনোহর॥
ভার্য্যাসহ তথা রাজা করিলা গমন।
সরোবর দেখি নৃপ আনন্দিত মন॥
তথায় আশ্রম জন্য রচিলা কুটির।
চিন্তায় আকুল রাজা চিত্ত নহে স্থির॥
অনুক্ষণ চিন্তায় চিন্তিত নরেশ্বর।
বৃদ্ধকালে ব্যাধি যুক্ত হৈল কলেবর॥
কাল প্রাপ্তে ভূপতির হইল নিধন।
ব্যাকুল হইয়া রাণী মুদিলা নয়ন॥
অনেক রোদন করি বনে একেশ্বরী।
নিবৃত্ত হইয়া পরে মনে যুক্তি করি॥
চিতা করি কাষ্ঠ দিয়া জ্বালি বৈশ্বানর।
তদুপরি রাখিলা ভূপতি কলেবর॥
চিতা আরোহিতে চিতা প্রদক্ষিণ তায়।
হেনকালে ঔর্ব্বমুনি আইল তথায়॥
গর্ভবতী নারী চিতা আরোহণ করে।
অনুমানে দেখি মুনি বিস্ময় অন্তরে॥
নিকটেতে গিয়া শীঘ্র করি নিবারণ।
রাণীকে চাহিয়া পরে বলিলা তখন॥
চিতা আরোহণ না করিবা কদাচিত।
অবধানে শুন মাতা শাস্ত্রের বিহিত॥

দিব্য চক্ষে আমরা দেখিতে পাই সব।
রাজচক্রবর্ত্তি তব গর্ভে অনুভব ॥
বাহুবলে জিনিবেক যত রিপুগণে।
এক ছত্র হইবেন এ মর্ত্ত্য ভুবনে ॥
রাজরাজেশ্বর পুত্র মহাতেজোময়।
শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে নিশ্চয় ॥
ব্রাহ্মণে দিবেন দান সদা অপ্রমিত।
হয় নাহি হইবে না ইহার তুলিত ॥
গর্ভবতী নারী যদি অনুমৃতা হয়।
পঞ্চ মহাপাপ আসি তাহাকে বেড়য় ॥
কদ চিৎ স্বামী সঙ্গে না হয় মিলন।
ঘোরতর নরকেতে করে সে গমন ॥
যত পুণ্যকর্ম্ম তার সব মিথ্যা হয়।
পুণ্যফল যত কিছু কদাচ না পায় ॥
রজস্বলা কিম্বা শিশু পুত্রকে ছাড়িয়া।
পতি সঙ্গে যেই নারী মরয়ে পুড়িয়া ॥
পঞ্চ মহাপাতকের ভাগিনী সে হয়।
ব্যর্থ তার ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্ত বিলয় ॥
অগ্নিহোত্রে পতিতিরে করিয়া দাহন।
নারীরে লইয়া গেল আপন সদন ॥
প্রেতকর্ম্ম করিলেন তর্ত্তার বিধানে।
তার শ্রাদ্ধ শান্তি দান ত্রয়োদশ দিনে ॥
সেবাবশে সন্তুষ্ট হইলা তপোধন।
এইরূপে ছিল রাণী মুনীন্দ্র সদন ॥
অন্যথা না হয়কভু বিধির লিখন।
মহারানী প্রসবিলা অপূর্ব্ব নন্দন ॥
গরল সহিত জন্ম হইল তাহার।
এ জন্য সগর নাম হইল প্রচার ॥
দিনে দিনে রাজিলেক সুন্দর লক্ষণ।
শুক্লপক্ষে চন্দ্রকলা বাড়য়ে যেমন ॥
দরিদ্র পাইল যেন পূর্ব্ব হারাধন।
সেমত পাইলা রাণী অপত্য রতন ॥
মধু ক্ষীর দুগ্ধ চিনি আনি আয়োজন।
যত্ন করি সেই শিশু করিলা পালন ॥
করাইল নানা অস্ত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন।
অল্প দিনে হইলেন শাস্ত্রে বিচক্ষণ ॥
নবিন বয়স শিশু মহাবলধর।
এক দিন তীর্থস্নানে গেলা মুনিবর ॥
একান্তে মায়েরে শিশু জিজ্ঞাসিল রাণী।
কোনবংশে জন্ম মম শুনিব জননী ॥
কাহার তনয় আমি কহ শুভান্বিতা।
এই মুনিবর মুঝি হন মম পিতা ॥

শিশুকালে পিতৃহীন যেই শিশু হয়।
তাহার পরম দুঃখ জন্ম মিথ্যা হয় ॥
জলহীন নদী যেন নহে সুশোভন।
ফলহীন বৃক্ষ যেন অতি কুলক্ষণ ॥
চন্দ্র বিনা রাত্রি যেন সব অন্ধকার।
গায়ত্রী বিহিন যেন ব্রাহ্মণ কুমার ॥
ধনহীন গৃহী যেন ধর্ম্মহীন নর।
দেবহীন বিপ্র যেন পদ্মহীন সর ॥
পিতৃহীন পুত্র তথা শোভা নাহি পায়।
একারণে কহ মাতা জিজ্ঞাসি তোমায় ॥
শুনি রাণী কহিলেন করিয়া রোদন।
বড় ভাগ্য ছিল তুমি হইলা নন্দন ॥
মহারাজ বংশে পুত্র উৎপত্তি তোমার।
তুমি সূর্য্যবংশধর বাহুর কুমার ॥
তালজঙ্ঘ হৈহয় যে পাপীজাতিগণ।
কপটে তোমার বাপে করিল নিধন ॥
যে কালে তোমাকে আমি ধরিনু উদরে।
বিষ খাওয়াইল মোরে মারিতে তোমারে ॥
দৈববলে রক্ষা হৈল তোমার জীবন।
আমাসহ এই বনে আইল রাজন ॥
হিংসকের হিংসাতে চিন্তিত নরবর।
ব্যাধিযুক্ত ভূপতি ছাড়েন কলেবর ॥
অনুমৃতা হইতে হইল ইচ্ছা মোর।
নিবারণ করিলেন এই মুনিবর ॥
মুনির আশ্রমে আমি আছি এ কারণ।
এতেক বলিয়া রাণী করিলা রোদন ॥
শুনিয়া সগর ক্রোধে অরুণ লোচন।
জননীর ক্রন্দন করিলা নিবারণ ॥
প্রণমিয়া জননীরে হইল বিদায়।
নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র সঙ্গে করি তায় ॥
মুনিরে প্রণাম করি বিদায় লইয়া।
সুহৃদ বান্ধবগণে সহায় লইয়া ॥
বর্ত্তমান ছিল যত পিতৃশত্রুগণ।
অস্ত্রেতে কাটিয়া সবে করিলা নিধন ॥
একেশ্বর বিনাশিল যত রিপুগণ।
প্রাণভয়ে কেহ নিল বশিষ্ঠশরণ।
কাতর দেখিয়া করে দিল প্রাণ দান।
কোন জন মুনি স্থানে রাখিল পরাণ ॥
তবে মুনি বশিষ্ঠ তাহার নিবারিল।
অযোধ্যায় নিয়া সিংহাসনে বসাইল ॥
এক ছত্র রাজা হৈল ধরণীমণ্ডলে।
যত ক্ষত্রগণেরে শাসিলা বাহুবলে ॥

সন্তান ষাটি সহস্র তাহার ঔরসে।
অদ্যাবধি তার কীর্ত্তি সংসারেতে ঘোষে॥
বলবন্ত পুত্রগণ মত্ত দুরাচার।
ব্রাহ্মণের শাপে তারা হইল সংহার॥
অহিংসকে হিংসিলেই হয় এই গতি।
জগতে অকীর্ত্তি রহে অশেষ দুর্গতি॥
একারণে শুন পুত্র না হও বিমন।
পাণ্ডবের সহ দ্বন্দ্ব নাহি প্রয়োজন॥
সমুচিত ভাগ তার প্রাপ্য যাহা হয়।
তাহা দিয়া প্রীতি কর পাণ্ডুর তনয়॥
ভাই ভাই বিরোধেতে নাহি প্রয়োজন।
অনুমতি করি আনাইও পঞ্চজন॥
সেই ইন্দ্র প্রস্থে পুনঃ দেও অধিকার।
তাহাদের সনে দ্বন্দ্ব কি কায তোমার॥
দুর্য্যোধন বলিলেন এ নহে বিচার।
আমার পরম শত্রু পাণ্ডুর কুমার॥
বিনা যুদ্ধে ছাড়িয়া না দিব রাজ্যধন।
ক্ষত্রধর্ম্ম শাস্ত্রমত আছে নিরূপণ॥
ক্ষত্র হয়ে বৈরীকে যে না করে বিনাশ।
রিপুর মহিমা কেহ না করে প্রকাশ॥
যে হোক সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি।
বিনা যুদ্ধে পাণ্ডবে না দিব রাজ্য ভূমি॥
এত বলি সভা হৈতে চলিল উঠিয়া।
কর্ণ দুঃশাসন আর দুষ্ট মন্ত্রী নিয়া॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
ব্যাস বিরচিত দিব্য ভারত পুরাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে না করি সংশয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের হিতোপদেশ।

কহিলা বৈশম্পায়ন শুনহ রাজন।
সভা হৈতে উঠি যদি গেলা দুর্য্যোধন॥
কারু বাক্য না শুনিল কুরু অধিকারী।
অধোমুখ হইয়া রহিলা দণ্ড চারি॥
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি যত সভাজন।
সভা হৈতে উঠিয়া চলিল সেইক্ষণ॥
অদৃষ্ট মানিয়া সবে গেলা নিজ স্থান।
বিদুর বলিল ধৃতরাষ্ট্র বিদ্যমান॥
কুলক্ষয় হেতু দুর্য্যোধনের বিধান।
উত্তর বচনে তাহা হইল প্রমাণ॥
অর্দ্ধরাজ্য ছাড়ি দেও পাণ্ডুর নন্দনে।
নতুবা তোমার রাজ্য রহিবে কেমনে॥
আপনার রাজ্য যদি বাঞ্ছ নরেশ্বর।
পাণ্ডবের সহ কর সংপ্রীতি সত্বর॥
পূর্ব্বের কাহিনী কিছু কহিব তোমারে।
কত কত রাজা হয়েছিল এ সংসারে॥
আছিল উত্থানপাদ ধর্ম্ম অবতার।
সপ্তদ্বীপ পৃথিবীতে যাঁর অধিকার॥
ইন্দ্রের সম্পদ তুল্য যাহার গমন।
জলবিম্ব প্রায় সব দেখিলা রাজন॥
হিংসার সম্পর্ক তাঁর জন্মিলেক মনে।
সকল ছাড়িয়া রাজা প্রবেশিল বনে॥
তপ যাগ আরম্ভিয়া পান দিব্য গতি।
তাঁহার তনয় রয় জগতে সুকৃতি॥
যাহার মহিমা যশে পুরিল সংসার।
মহাধর্ম্মশীল ছিল ধর্ম্ম অবতার॥
অনন্তরে সূর্য্যবংশে রঘু নরবর।
যার যশে ভ্রমি সর্ব্ব ভুবন ভিতর॥
অপার মহিমা যার দিতে নাহি সীমা।
শীতগুণে চন্দ্র যেন ক্ষমাগুণে ক্ষমা॥
অতুল সম্পদ ভোগ করিলা জগতে।
নাম মাত্র হিংসা কভু না ছিল মনেতে॥
এরূপ ছিলেন কত চন্দ্র সূর্য্যকুলে।
নানা দান নানা যজ্ঞ করিলা বহুলে॥
তব পুত্র দুর্য্যোধন হয়েছে যেমন।
পৃথিবীতে জন্মে নাহি হেন কোনজন॥
কপটি হিংস্রক ক্রূর মহাদুষ্টমতি।
ইহার কারণে রাজা হইবে অগতি॥
কুলক্ষয় হইবেক লোকে উপহাস।
কুবল ঘোষনা কুলে কলঙ্ক প্রকাশ॥
এ কারণে বলি নৃপতম সাবধানে।
দ্বন্দ্ব না করিও রাজা পাণ্ডবের সনে॥
ভীমের বিক্রম তুমি শুনিয়াছ কাণে।
যুদ্ধেতে করিল জয় যক্ষ রক্ষগণে॥
হিড়ম্ব কির্ম্মীর আর বক নিশাচর।
বাহুবলে সংহার করিল বৃকোদর॥
মত্ত দশ সহস্র মাতঙ্গ বল ধরে।
গদাধারী মধ্যে ভীম অজেয় সংসারে॥
ভীম ক্রোধ করিলে হইবে রক্ষাকার।
মুহূর্ত্তেকে সবাকারে করিবে সংহার॥
অর্জ্জুনের যে অতুল প্রতাপ ভুবনে।
বাহুযুদ্ধে মহাদুষ্ট করে পঞ্চাননে॥
স্নেহ করি ইন্দ্র যারে স্বর্গে নিয়া যান।
নানা বিদ্যা অস্ত্র শস্ত্র দিলা শিক্ষা দান॥

কালকেয় নিবাতকবচ দৈত্যগণ।
দেবের অবধ্য রিপু প্রতাপে তপন॥
তাহারে মারিয়া থামাইল দেবগণে।
কোন বীর যুঝিবেক অর্জ্জুনের সনে॥
উত্তর গোগৃহে ভাই দেখা স্বনয়নে।
একেশ্বর ধনঞ্জয় সবাকারে জিনে॥
পরকার্য্য হেতু কারে না মারিল প্রাণে।
তথাপিও জ্ঞান না জন্মিল দুর্য্যোধনে॥
আপনার মৃত্যু বুঝি বাঞ্ছিল আপনে।
পাণ্ডবের সনে যুদ্ধ ইচ্ছা করে মনে॥
এখন যে হিত কহি শুন নরবর।
দূত পাঠাইয়া দেও বিরাটনগর॥
সম্প্রীতে হেথায় আন পাণ্ডুর কুমার।
সেই ইন্দ্রপ্রস্থ পুনঃ দেও অধিকার॥
এই কর্ম্ম তব প্রিয় দেখিবে রাজন।
দ্বন্দ্ব হৈলে হইবেক সমস্ত নিধন॥
ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন কহিলা প্রমাণ।
সম্প্রীতি করিয়া আন পাণ্ডুর সন্তান॥
যে সত্য করিয়াছিল পাণ্ডুরকুমার।
ধর্ম্মবলে তাহাতে হইল তারা পার॥
আপনার ভাগ রাজ্য পাইতে উচিত।
দুর্য্যোধনে তুমি ভাই বুঝাও সুনীত॥
অন্ধ দেখি দুর্য্যোধন আমারে না মানে।
ধর্ম্মনীত শাস্ত্র তুমি বুঝাও আপনে॥
বিদুর বলিল আমি না বুঝাব নীত।
মম বাক্য শুনিলে সে ভাবে বিপরীত॥
পাশাকালে কহিলাম যে সব বিধান।
না শুনিল মম বাক্য করি হেয় জ্ঞান॥
এখন কহিয়া মম কোন প্রয়োজন।
যেই ইচ্ছা করুক তাহার যেই মন॥
এতবলি বিদুর বসিলা অধোমুখে।
ধৌম্য পুরোহিত পুনঃ কহিলা রাজাকে॥
মহামন্ত্র দুর্য্যোধন আমি ভাল জানি।
সম্প্রীতে পাণ্ডবে নাহি দিবে রাজধনী॥
পূর্ব্বে ছিল বলি বিরোচনের কুমার।
বাহুবলে পরাজিল সকল সংসার॥
সম্পদে হইয়া মত্ত না মানিল কারে।
জ্ঞাতি বন্ধু জনে হিংসা কৈল অহঙ্কারে॥
বলিরে বন্ধিয়া হরি পাতালে রাখিয়া।
ইন্দ্রকে ইন্দ্রত্ব পুনঃ দিলেন ডাকিয়া।
সেই হরি পাণ্ডবের সহায় আপনি।
যাঁহার প্রসাদে প্রাপ্ত হবে রাজধানী।
এত শুনি জিজ্ঞাসিলা অম্বিকানন্দন।
কহ শুনি মুনিবর ইহার কারণ॥
কি কারণে বলি দ্বেষ কৈল সুরগণে।
ইন্দ্র সহ বিবাদ হইল কি কারণে॥
ধৌম্য বলিলেন তাহা কহিতে বিস্তর।
সংক্ষেপে কহিব কিছু শুন নরবর॥
উদ্যোগ পর্ব্বের কথা অমৃত সমান।
পাণ্ডবের উপাখ্যান অদ্ভুত প্রমাণ॥
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে হরে ভবভয়।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীরাম দাস কয়॥

বলি ও বামনোপাখ্যান।

তবে ধৌম্য বলিলেন অম্বিকানন্দন।
কহিব পূর্ব্বের কথা করহ শ্রবণ॥
আছি দৈত্য হিরণ্যকশিপু হিরণ্যাক্ষ।
মহাবলবন্ত হৈল প্রতাপে পাবক॥
দিতির গর্ব্ভেতে জাত কশ্যপ ঔরসে।
জগতের মধ্যে দুষ্ট হইল বিশেষ॥
তাহার নন্দন হৈল বিখ্যাত জগতে।
সর্ব্ব শাস্ত্র বিচক্ষণ প্রহ্লাদ নামেতে॥
তার পুত্র বিরোচন বিখ্যাত ভুবনে।
যারে বিষ্ণুমূল আসি অদিতিনন্দনে॥
ব্রাহ্মণ রূপেতে আসি মাগিলেন দান।
নিজ অঙ্গ বিরোচন করিল প্রদান॥
ব্রাহ্মণের হেতু ত্যজ আপনার প্রাণ॥
তাহার নন্দন হৈল বলি বিদ্যমান।
প্রতাপে প্রচণ্ড বলি দেবের দুর্জ্জয়॥
বাহুবলে স্বর্গ মর্ত্য করিল বিজয়॥
শুনিলেন শুক্র গুরু প্রমুখ বচনে।
ছল করি দেবেন্দ্র বধিল বিরোচনে॥
পিতৃ বৈরি হন ইন্দ্র শুনিল শ্রবণে।
সেইক্ষণে ডাকি আজ্ঞা দিল দৈত্যগণে॥
সহিতে সকল সৈন্য সাজিল ত্বরিত।
ইন্দ্রের নগরে গিয়া হৈল উপনীত॥
বিবিধ বাদ্যের শব্দে পুরিল গগন।
দৈত্য সৈন্য ব্যাপিলেক ইন্দ্রের ভুবন॥
দেবরাজ শুনি ক্রোধে লয়ে সৈন্যচয়।
বলির সহিত যুদ্ধ হইল প্রলয়॥
অন্য অন্য জনে করে সংগ্রাম প্রচণ্ড।
নানা অস্ত্রবৃষ্টি করে যেন যমদণ্ড॥
শেল শূল শক্তি জাঠি ভুবণ্ডি মুদ্গর।
পরশু পট্টিশ গদা বিশাল তোমর॥

রুদ্র পশুজাতি নানা রূপধর বাণ।
ইন্দ্রজাল ব্রহ্মজাল অস্ত্র খরশান॥
শিলীমুখ সূচীমুখ রুদ্রমুখ ক্ষুর।
পরস্পর দুই দল বরিষে প্রচুর।
যেন প্রলয়ের কালে মজাইতে সৃষ্টি।
দেবতা অসুরগণে হয় বাণবৃষ্টি॥
সকলে বলিকে বলে করিতে নিধন।
লইয়া প্রবল বল করি অস্ফালন॥
মহাক্রোধে ইন্দ্র অস্ত্র যুড়িয়া ধনুকে।
ক্ষণে অগ্নিবৃষ্টি হয় ধনুকের মুখে।
শূন্যেতে আইসে অস্ত্র উল্কার সমান।
বলি অর্দ্ধচন্দ্রেতে করিল দুইখান॥
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি ইন্দ্র মনে পায় লাজ।
শক্তি অস্ত্র হানিলেক হৃদয়ের মাঝ॥
দুই বাণে বলি তাহা কৈল দুই খণ্ড।
বাহুবলে মায়াবলে বিন্ধিল প্রচণ্ড॥
সেই অস্ত্রাঘাতে ইন্দ্র হইল মূর্চ্ছিত।
মাতলি ফিরায়ে রথ পলায় ত্বরিত॥
কতক্ষণে দেবরাজ পাইয়া চেতন।
মাতলিরে নিন্দা করি বলিলা বচন॥
সম্মুখ সংগ্রাম মধ্যে ফিরাইলে রথ।
পলাইয়া গেলে যেন নাহি দেখ পথ॥
মাতলি বলিল মোরে নিন্দ অকারণ।
অবধান কর কহি শাস্ত্র নিরূপণ॥
রথী মূর্চ্ছা দেখি রথফিরায় সরথি।
যুদ্ধশাস্ত্রে যোদ্ধারা কহেন হেন নীতি॥
বলিলেন দেবরাজ নিয়া চল রথ।
আজি বলি দৈত্যকে দেখাই যমপথ॥
আজ্ঞামাত্র রথ পুনঃ চালায় মাতলি।
স্বহস্তে পরিঘ নিল ইন্দ্র মহাবলী॥
পরিঘ এড়িয়া ইন্দ্র উপরে বলির।
মুকুট কুণ্ডল সহ কাটিলেন শির॥
রথ হৈতে ভূমে পড়ে বলি মহাবীর।
রুধিরে আবৃত তার সমস্ত শরীর॥
হাহাকার শব্দ করে যত দৈত্যগণ।
পলাইল সকলে না ছিল একজন॥
তবে দৈত্য একত্র হইয়া কতজনে।
স্কন্ধে করি বলিরে লইল সেইক্ষণে।
ক্ষীরসিন্ধু স্থানে গেল সবে শুক্র স্থান।
মন্ত্রবলে শুক্র তার দিলা প্রাণদান॥
গুরুর প্রসাদে বলি পাইল জীবন।
বিধিমতে করে বলি গুরু আরাধন॥
গুরু আরাধিয়া বলি পায় দিবাবর।
করিলেক শিক্ষা ব্রহ্মঅস্ত্র ভয়ঙ্কর॥
মহামন্ত্র পাইয়া বিচারে মনে মনে।
অমর অজয় আমি হব ত্রিভুবনে॥
এতেক ভাবিয়া বলি সত্বরে চলিল।
হিমালয় তটে গিয়া তপ আরম্ভিল॥
করিল কঠোর তপ লোকে ভয়ঙ্কর।
পবন ভক্ষণে রহে সহস্র বৎসর॥
তপে তুষ্ট হইয়া বলিকে দিতে বর।
আইলেন চতুর্ম্মুখ মরাল উপর॥
ডাক দিয়া বলিরে কহিলা প্রজাপতি।
তপ সিদ্ধি হইয়াছে শুন মহামতি॥
তোমার তপেতে তুষ্ট হইলাম আমি।
যেই বর মনে লয় বাঞ্ছা কর তুমি॥
যদি বা দুষ্কর হয় সংসার ভিতর।
অঙ্গীকার করিলাম দিব সেই বর।
শুনিয়া কহিল বলি করিয়া প্রণতি॥
বর যদি দিবা মোরে সৃষ্টি অধিপতি॥
অজের অমর হব ভুবনমণ্ডলে।
ত্রিভুবন আসিবে আমার কর তলে॥
স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে আছে যত জন।
কারো হাতে না হইবে অমার মরণ॥
বর দিয়া স্বস্থানে গেলেন প্রজাপতি।
তপ সিদ্ধ করি বলি করিল আরতি॥
শুভকাল উদয় হইল আসি তার।
সসৈন্য সাজিয়া বলি গেল নিজাগার॥
ইন্দ্রের সহিত পুনঃ আরম্ভিল রণ।
দোঁহাকার যুদ্ধ ধারা না যায় বর্ণন॥
গুরু আরাধিয়া বলি মহাবলধরে।
যুদ্ধে পরাভব কৈল অদিতিকুমারে॥
পবন শমন রুদ্র বরুণ তপন।
ইন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি যত দেবগণ॥
যুদ্ধে পরাভব বলি করিল সবারে।
পলইয়া দেবগণ গেল স্থানান্তরে॥
দেবের সকল কর্ম্ম অসুরে লইল।
নররূপে দেবতার ভ্রমণ হইল॥
শুক্র গুরু আসি পরে দিলা উপদেশ।
শত অশ্বমেধ বলি আরম্ভ বিশেষ॥
মহাযুদ্ধ আরম্ভ করিল দৈত্যেশ্বর।
নররূপ দেবগণ সংসার ভিতর॥
অদিতি পুত্রের দুঃখ চিন্তিলা বিরলে।
বলি দৈত্য দেবতা জিনিল বাহুবলে॥